পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 214 Saturday, 5 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২১৪ সংখ্যা ❋ ২০ আষাঢ় ১৪৩২, শনিবার, ৫ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বকেয়া ডিএ চাই! হাইকোর্টে দু'ঘণ্টার 'পেনডাউন', বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মেটানোর দাবিতে শুক্রবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্টে কর্মবিরতিতে পালন করলেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তা মেনে অবিলম্বে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। শীর্ষ আদালত গত ১৬ মে নির্দেশ দিয়েছিল, ছয় সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে ২৭ জুন। কিন্তু কর্মীদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত একটি টাকাও হাতে পাননি তাঁরা। এরপরই নতুন করে প্রতিবাদীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি শনিবার

কলকাতা হাইকোর্টেও কর্মবিরতি পালন হল। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারি-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী যৌথ মঞ্চ। তাঁদের দাবি, সর্বভারতীয় মূল্যসূচকের নিরিখে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায় সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকেও। প্রসঙ্গত, সময়সীমা পেরানোর আগেই সুপ্রিমকোর্টে রাজ্যর আর্জি ছিল, বকেয়া ডিএ মেটানোর জন্য আরও ছ'মাস সময় দেওয়া হোক। রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, বকেয়া ডিএ দিতে হলে রাজ্যের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। তাদের দাবি, প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার দায়ভার বর্তাবে রাজ্যের উপর। একাংশ কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ মেটাতে গেলেও ১০ হাজার কোটির বেশি অর্থের প্রয়োজন, যা ২০২৫-২৬ বাজেটে ধরা হয়নি। ফলে ঋণ ছাড়া উপায় নেই, আর কেন্দ্রীয় অনুমতি ছাড়া সে ঋণ নেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যের যুক্তি, ডিএ কোনও মৌলিক অধিকার নয়, বরং তা 'ঐচ্ছিক'। কেন্দ্রের হারে ডিএ দেওয়ারও কোনও দায় নেই রাজ্যের, কারণ কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক কাঠামো এক নয়। রাজ্য 'রোপা ২০০৯' অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে ডিএ দেয়। যদিও সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পাল্টা যুক্তি, ডিএ যে আইন স্বীকৃত সেটা সুপ্রিম কোর্ট মেনে নিয়েছে। তবে ডিএ সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার কিনা সেটা পরবর্তী শুনানিতে আদালত জানাতে পারে। তাই ৪ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষা করছে তাঁরা।

আইনের কলেজেই 'সিট বেচাকেনা'র অভিযোগ মনোজিৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ শুধু ছাত্রী নিগ্রহ নয়, কসবার সরকারি ল কলেজে এবার উঠল ভর্তি দুর্নীতির অভিযোগ। ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এবং তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধেই উঠেছে এই গুরুতর অভিযোগ। তদন্তে উঠে এসেছে, কলেজে নির্ধারিত আসনের বাইরে 'অতিরিক্ত সিট' তৈরি করে তা গোপনে বিক্রি করত মনোজিৎ ও তার দল। অভিযোগ, এক একটি আসন বিক্রি হত ৫০ হাজার থেকে শুরু করে ২ লক্ষ টাকায়! একাধিক ছাত্রছাত্রী তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, একবারের কালেকশনেই উঠেছিল প্রায় ৭০-৭৫ লক্ষ টাকা! এই নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রয়াত প্রিন্সিপাল দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী নবনীতা চক্রবর্তীও। সংবাদ মাধ্যমে তাঁর অভিযোগ, মনোজিৎ বলে ছেলেটি সিট বেচে অনেক টাকা তুলেছিল। দেবাশিস ওকে কলেজে ঢুকতে নিষেধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে মনোজিতের ঘনিষ্ঠ জইব আহমেদের নামও। অভিযোগ, তার কমন এন্ট্রান্স টেস্টে র‍্যাঙ্ক ছিল ২৬৩৪, অথচ

সাধারণত যেখানে জেনারেল ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হয় ৫০০-৫৫০ র‍্যাঙ্কের মধ্যেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ চারটি সরকারি ল কলেজে এই র‍্যাঙ্কে ভর্তি হওয়ার কোনও সুযোগ না থাকলেও কীভাবে জইব জায়গা পেল কসবার কলেজে? এই প্রশ্ন ঘিরেই ফের সামনে এসেছে ভর্তি দুর্নীতির বিষয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের মদত ছাড়া কি এই রকম বাড়তি ভর্তি সম্ভব? তদন্তে উঠে আসছে আরও একাধিক নাম, সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসনও। ঘন ঘন অভিযোগ আর তথ্য সামনে আসায় কসবা ল কলেজ এখন যেন তদন্তের কেন্দ্রবিন্দু। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং প্রাক্তন অধ্যাপকরা চাইছেন, দ্রুত সত্য সামনে আসুক। তবে এই ভর্তি দুর্নীতি প্রসঙ্গে কসবা ল কলেজের বর্তমান পরিচালন সমিতির কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রতিক্রিয়া এলে প্রতিবেদনে আপডেট করে দেওয়া হবে।

বঙ্গ বিজেপিতে চূড়ান্ত রদবদল, দলীয় পদে আসছে যুব নেতৃত্বের ঝলক!

কালীঘাটের কালী বলে দিয়েছেন আমি তোমার ফাইল নিতে পারব না। শমীক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ বাংলার রাজনীতিতে আবারও নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। সদ্য বঙ্গ বিজেপির সভাপতি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শমীক ভট্টাচার্য। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই তাঁর নেতৃত্বে দলের ভিতর এক নতুন পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হয়েছে। শমীকের দলীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দলের কমিটি সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে দলের মধ্যে ছোটাছুটি চলছে এবং বঙ্গ বিজেপিতে রদবদল হতে পারে খুব শীঘ্রই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বঙ্গ বিজেপি একটি সংকটের মধ্যে রয়েছে। একদিকে গোষ্ঠীকোন্দল, অন্যদিকে দক্ষ সংগঠকের অভাব, এই দুই কারণে গত নির্বাচনে বাংলায় ভালো ফল করতে পারেনি বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি, যা এখনো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা শক্তিশালী বিরোধী শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তাকে আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত করতে শমীক ভট্টাচার্যকে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শমীকের নেতৃত্বে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নতুনভাবে জিততে চায়, আর সেই লক্ষ্যেই তিনি কমিটি সাজানোর কাজ শুরু করেছেন। বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে নতুন কিছু মুখের আগমন হতে পারে, আবার পুরনো নেতাদেরও ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, শমীক জানেন, দলকে শক্তিশালী করতে পুরনো অভিজ্ঞ নেতাদেরও প্রয়োজন। তিনি তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে এ কথাটি স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে মানুষ এখন জনগণের মধ্যে প্রাসঙ্গিক, সেই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি জনগণের কাছে পরিচিত? মানুষ কি আপনাকে বিজেপি হিসেবে চেনে? এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, শমীক ভট্টাচার্য নিজের দলের কর্মীদের কাছে প্রাসঙ্গিকতা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে চান। তাঁর মতে, নতুন নির্বাচনী কৌশল তৈরি করতে হলে পুরনো ও নতুনের মেলবন্ধন ঘটানো জরুরি। বঙ্গ বিজেপির মধ্যে আদি-নব্য দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। একদিকে, বিজেপি প্রতিষ্ঠিত নেতারা যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনে রয়েছেন, তাঁদের জন্য এই পরিবর্তন কঠিন হতে পারে। অন্যদিকে, নতুন প্রজন্মের নেতারা, যাঁরা তরুণ এবং উদ্যমী, তাঁদেরও একটা স্থান পাওয়া প্রয়োজন। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন শমীক।

এজন্য, তিনি পুরনো নেতাদের ফিরিয়ে আনতে পারেন, যারা আগে বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন এবং দলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। শমীক ভট্টাচার্যের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে দলকে সংগঠিত করা এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। রাজ্য বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, রাজ্য সভাপতি তাঁর দলের টিম সাজাতে পারেন। তবে, এই টিমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো সাধারণ সম্পাদক। তাই, সাধারণ সম্পাদক পদে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। পাশাপাশি, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি পদের রদবদলও হতে পারে, যা দলের নতুন দিশার ইঙ্গিত দেয়। শমীকের কাছে বঙ্গ বিজেপি এখন এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। গত নির্বাচনে দল যে প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি, তা তিনি জানেন। কিন্তু, এবারের নির্বাচনে তিনি দলকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে বাংলার রাজনীতিতে বিজেপির প্রভাব আরো দৃঢ় করতে চান। দলের ভিতর যত বড় রদবদলই হোক, তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার- বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা এবং জনগণের কাছে দলকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা। প্রথমবারের মতো শমীকের হাতে বিজেপির পতাকা উঠেছে, তাই তাঁর কাছে একেবারে নতুন এক রাজনৈতিক যুগের সূচনা হতে পারে। বাংলায় বিজেপি কিভাবে নির্বাচনে ফলাফল আনবে, তা সময়ই বলবে, তবে এখন যে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন, সেটি শমীকের নেতৃত্বে খুব শীঘ্রই ঘটতে চলেছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। অতএব, বঙ্গ বিজেপির ভবিষ্যত এখন শমীক ভট্টাচার্যের হাতে। তাঁর নেতৃত্বে আসন্ন নির্বাচনে যদি ভালো ফল আসে, তবে দলের মধ্যে নানা গোষ্ঠীসংঘর্ষ এবং মতভেদের পথ বন্ধ হবে। আর যদি তিনি সফল হন, তবে শমীক ভট্টাচার্য নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করবেন বঙ্গ বিজেপির পাতা ইতিহাসে। উল্লেখ্য শমীকের সভাপতিত্ব গ্রহণের মঞ্চজুড়ে ছিল কালীঘাটের কালীর ছবি। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোরের শেষ নেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মত বিজেপির বাঙালিয়ানায় যে ফাঁক ছিল তাই যেন পূরণ করতে চাইছেন শমীক। তাও নিজস্ব ঢঙে। অনেকেই বলছেন, যে হিন্দু বাঙালির বড় অংশ এতদিন বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল এই কায়দাতেই তাঁদের ঘরে ফেরাতে চাইছে শমীকের বিজেপি। এদিন কালীঘাটের কালীর ছবির প্রসঙ্গ উঠতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুলে খোঁচার পর খোঁচা দিয়ে গেলেন। কটাক্ষের সুরেই বললেন, "কালীঘাট তো শক্তিপীঠ। বাঙালীর সঙ্গে কালীর তো নিবিড় যোগ রয়েছে। কালী বাদ দিয়ে কোনও পরিচয় নেই। এমনকী বিবেকানন্দ বলেছেন এখানে কালী পাঁঠা খাবে। সেখানে কালীর ছবি নিয়ে আপত্তি কেন?" শমীর আরও বলেন, "কালীঘাটের কালী বলে দিয়েছেন তুমি আমার প্রতিবেশী হতে পারো, কিন্তু তুমি যা করেছ তাতে আমি তোমার ফাইল নিতে পারব না।"

অনিশ্চয়তার অবসান, সোমবার থেকে পঠনপাঠনে ফিরছে কসবার আইন কলেজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ অবশেষে দীর্ঘ টানাপড়েন কাটিয়ে খুলছে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। কলেজে পড়াশোনা শুরু হতে চলেছে আগামী সোমবার, ৭ জুলাই থেকে। যদিও তদন্ত চলায় বন্ধই থাকছে ইউনিয়ন রুম এবং গার্ডরুম। তবে কলেজে ক্লাস চালু খুব শীঘ্রই কলেজের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তবে, এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। তদন্তের স্বার্থে সিল করে রাখা হচ্ছে গার্ডরুম ও ইউনিয়ন রুম। এই রুমগুলিই মূল ঘটনাস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, শুক্রবার ভোররাতে মূল

করতে সবুজ সংকেত দিয়েছে লালবাজার। সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশের তরফে ক্লাস শুরুতে অনুমতি মেলার পরই কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল যোগাযোগ করেন উচ্চ শিক্ষা দফতরের এক শীর্ষ কর্তার সঙ্গে। তারপরেই পরিচালন সমিতির বৈঠকে পড়াশোনা শুরু করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। কলেজের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৭টা থেকেই শুরু হবে ক্লাস। অভিযুক্ত এম, পি, জে ও ধৃত নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোয়েন্দা ও ফরেন্সিক বিভাগ। পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে নির্যাতিতার বয়ান মিলিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে। কসবার আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনার পর থেকেই কলেজের পঠনপাঠন বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানতে চান, কেন এখনও পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে? পরিচালন সমিতির কাছে পাঠানো সেই প্রশ্নের জবাব আসে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। কলেজ জানায়, পুলিশের নির্দেশে মূল ফটকে তালা দেওয়া হয়েছিল। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ক্লাস শুরু করা হচ্ছে। তবে শুধু কসবার এই কলেজ নয়, বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্যের সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুম তালাবন্ধ রাখতে হবে। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে জানিয়েছেন, দীর্ঘ দশ-বারো বছর ছাত্রভোট হয়নি। এই অবস্থায় ইউনিয়ন রুমের অপব্যবহার বন্ধে আদালতের এই রায় যথার্থ। প্রসঙ্গত, ২৫ জুন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের গার্ডরুমে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয় কলেজের দুই ছাত্র, এক প্রাক্তনী এবং নিরাপত্তারক্ষী। অভিযোগ, বিয়ের প্রস্তাব খারিজ করায় তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্তরা সকলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই কলেজের অস্থায়ী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলেজ খোলার সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তি পেলেও, পড়ুয়াদের অনেকের মধ্যেই এখনও ছায়ার মতো জাঁকিয়ে রয়েছে সেই রাতের আতঙ্ক।

'দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই', কসবাকাণ্ডে শোকজের পর সুর বদলালেন মদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে বিতর্কিত মন্তব্য করে দলের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। মেয়েটি যদি ওখানে না যেত...তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয় রাজ্য রাজনীতিতে। দল তাঁকে শোকজ করে। তাতেই কি মত বদল? শুক্রবার প্রকাশ্যে সেই ইঙ্গিতই দিলেন মদন। বললেন, "ওই ছেলেটি যেন কঠোরতম শাস্তি পায়, এটাই ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।" গত ২৫ জুন সন্ধেয় কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের গার্ডরুমে শাসকদলের ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারিণীও একই ছাত্র সংগঠনের কর্মী। পরদিনই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। তদন্তে নেমে মনোজিৎ মিশ্র সহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

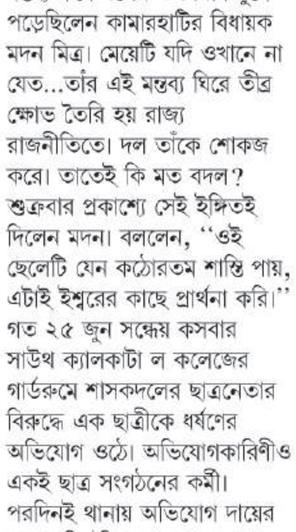

এই ঘটনায় প্রথম থেকেই রাজনৈতিক চাপানউতোর ছিল তুঙ্গে। বিশেষ করে শাসকদলের কয়েকজন মুখ্য নেতা মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মদনের পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমালোচিত হন। তবে দল শোকজ করে শুধুই মদন মিত্রকে। প্রশ্ন উঠেছে- একই ধরনের মন্তব্য করেও কেন শোকজের মুখে পড়লেন শুধু মদন? এ ব্যাপারে অবশ্য কামারহাটির বিধায়ক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। প্রসঙ্গত, কসবা কাণ্ডের পর মদন বলেছিলেন, মেয়েটি যদি ওখানে না যেত তাহলে এরকম ঘটনা ঘটত না। গেছিল যখন অন্তত কয়েকজন বন্ধুকে বলে বা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারত। তাহলে এমন হত না। অভিযুক্তরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। এরপরই দলের প্রশ্নবাণের মুখে পড়েন। য়ার নিট ফল, তাঁর আগের বক্তব্যের ছায়াও নেই শুক্রবারের মন্তব্যে। মদনের ভাষায়, পরিবার যেন বিচার পায়। ওর (অভিযুক্তের) যেন দৃষ্টান্তমূলক সাজা হয়।

প্রধানমন্ত্রী 'বিহারের মেয়ে', ত্রিনিদাদ সফরে গিয়ে আপ্লুত মোদি

ত্রিনিদাদ, ৪ জুলাইঃ 'বিহারের মেয়ে' এই ভাষাতেই ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করলেন নরেন্দ্র মোদি। পাঁচ দেশের সফরের মাঝেই ত্রিনিদাদ-টোবাগো গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কমলা পারসাদ বিসেসার। তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েই মোদি বললেন 'বিহার কি বেটি।' প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর কমলার পূর্বপুরুষেরা থাকতেন বিহারের বক্সারে। উনিও বিহারে গিয়েছেন। মানুষ তাঁকে বিহারের মেয়ে হিসেবেই চেনেন।" ১৯৯৯-এর পর ক্যারিবিয়ার এই দ্বীপে এটাই ছিল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শন। আদতে কমলা পারসাদের পরিবার ছিল বিহারের বক্সারের বাসিন্দা। বক্সার জেলার ভেলুপুরের ইটাধি ব্লকে রয়েছে কমলার পৈতৃক গ্রাম। জনসংখ্যা খুব বেশি নয়, হাজার খানেক মানুষের বাস। সেই গ্রামের মেয়েই বর্তমানে ওই দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। কমলার জন্ম অবশ্য হয়েছে ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে। তবে তাঁর পূর্বপুরুষরা, বিশেষ করে ঠাকুরদা পণ্ডিত রাম লখন মিশ্র, ১৮৮০-৯০ সালে কলকাতা বন্দর থেকে ভোলগা জাহাজে করে ত্রিনিদাদে গিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই কমলাদের বসবাস ওই দেশেই। কমলার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। ওই দেশে সাংসদও হয়েছেন তিনি। ওই দেশের শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন তিনি। আইন নিয়ে পড়াশোনা করার পর এমবিএ করেন কমলা। ২০০৬-এ স্নাতক হন তিনি। প্রাথমিকভাবে তিনি সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করলেও পরে তিনি একাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। এরপর স্থায়ীভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তিনি। এখনও কমলার পরিবারের অনেক আত্মীয়ই বিহারের বক্সারে থাকেন। ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কমলা তাঁর পৈতৃক গ্রাম দেখতে এসেছিলেন। বলে রাখা প্রয়োজন, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে ভারতীয় বংশদ্ভুত।

তৃণমূলের দাদারাই জুনিয়রদের ফোনে এআই দিয়ে তৈরি আমার অশ্লীল ছবি ছড়িয়েছে

বিস্ফোরক রাজন্যা হালদার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ কসবা কলেজে গণধর্ষণ-কাণ্ডের পর একের পর এক 'গা-সওয়া' অভিযোগ উঠে আসছে প্রকাশ্যে। তার উপর এবার দলের অন্দরে আরও অস্বতি বাড়িয়েছেন একদা টিএমসিপি নেত্রী রাজন্যা হালদার। তাঁর অভিযোগ, ল কলেজে অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের বিরুদ্ধে এই ধরণের আচরণের ইতিহাস রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই নোংরামির সাক্ষী থেকেছেন বহুজন। রাজন্যার কথায়, "এখন কিছু জানতাম না, বুঝতাম না বললে সেটা ভুল হবে। বরং নিজেরাই কোথাও না কোথাও 'দাদা'দের এই সংস্কৃতিকে মদত দিয়েছি। যার জেরে আজকের এই ভয়াবহ চিত্র দেখতে হচ্ছে।" তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত মনোজিৎ তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও নিজেই ছড়িয়ে দেয়। সেই ঘটনাই অভিযুক্তের বিকৃত মানসিকতার প্রমাণ। ব্যক্তিগতভাবে মনোজিতের সঙ্গে রাজন্যার খুব একটা ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে মুখচেনা সম্পর্ক ছিল। প্রান্তিকের (রাজন্যার স্বামী) সূত্রে একাধিকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের। প্রাক্তন এই টিএমসিপি নেত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, "আমি যদি টুকরো টুকরোভাবে এত কিছু জানতে পারি, যারা বহু বছর ধরে সংগঠনের শীর্ষে রয়েছে, তারা জানত না?" তাঁর মতে, এক ধরনের 'দাদা সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে, যেখানে কিছু পুরুষ নেতার প্রভাব এতটাই বেশি

যে তারা মেয়েদের সম্মান নিয়ে খেলতে দ্বিধা করে না। রাজন্যার দাবি, এই 'দাদা'রা পদ পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে মেয়েদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। তাঁর কথায়, "এই আধিপত্যবাদী মানসিকতার অবসান হওয়া উচিত। এখন যদি না হয়, তাহলে আর কবে?" রাজন্যার আরও বড় অভিযোগ, তাঁরই একটি এআই দিয়ে তৈরি করা অশ্লীল ছবি, তৃণমূলেরই 'দাদা'দের একাংশ জুনিয়রদের ফোনে ফোনে ছড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজন্যা স্পষ্ট জানিয়েছেন, "এই দাদাদের কোনও দল হতে পারে না। তবুও বলছি, ওরা তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে এসব করছে।" এদিন রাজন্যা আরও বলেন, "আমার এআই দিয়ে বিকৃত করা ছবি রাখা হয়েছিল কসবা-কাণ্ডের অভিযুক্তের মোবাইলে। সেই ছবি দেখানো হত জুনিয়রদের। ওই ছবি দেখে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করত ওরা। আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম।" রাজন্যা আরও জানান, সম্প্রতি ওই টিএমসিপি নেতার বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তাঁকে নাকি নানা কথা শুনতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার আগে তিনি 'কার সঙ্গে কী করেছিলেন', সে সব নাকি ফাঁস করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। রাজন্যার আরও বক্তব্য, তিনি কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানাতে চাননি, কারণ তিনি মুখ খুললেই তৃণমূলের দিকে আঙুল উঠত। তিনি চাননি, তাঁর দলকে কোনওভাবে অপমানিত হতে হোক। এই প্রসঙ্গে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "রাজন্যার আরও আগে এ কথা বলা উচিত ছিল। শুধু রাজন্যা নয়, তাঁর মতো আরও মেয়ে, যাঁদের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল রাজন্যার।" অন্যদিকে, টিএমসিপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তীর দাবি, "এমন কোনও অভিযোগ তাঁদের আমাদের কাছে আসেনি।" অভিযোগ এলে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরজি কর থেকে শুরু করে কালীগঞ্জ, সম্প্রতি কসবা কলেজের মতো একের পর এক ঘটনায় যথেষ্টই চাপে রয়েছে শাসক দল। যদিও রাজন্যার এহেন অভিযোগ নিয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে প্রশ্ন তোলা হলে পাত্তাই দেননি মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

আদালত বলার পরও নোটিস যাচ্ছে, পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষকদের বারবার নোটিস দেওয়া হচ্ছে। আন্দোলনরত চাকরিহারাদের বিরুদ্ধে বিকাশ ভবন ভাঙচুরের অভিযোগে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় আদালতের নির্দেশ ছিল, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যাতে কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। তারপরও পুলিশ থেমে থাকছে না! বারবার দেওয়া হচ্ছে নোটিস! বিধাননগর উত্তর থানার তরফ থেকে একের পর এক নোটিস পাঠানো হচ্ছে বলে হাইকোর্টে জানানো হল অভিযোগ। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ছিল সেই মামলা। বিচারপতির নির্দেশ, যিনি বা যাঁরা এমন নোটিস পেয়েছেন, তাঁরা তা খারিজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পৃথক পৃথকভাবে নিজেরা আবেদন করতে পারেন অথবা তাঁরা সকলে একসঙ্গে কোনও আইনজীবীকে দিয়ে এই আবেদন করতে পারবেন। এই ইস্যুতে যাতে কোনও চাকরিহারা শিক্ষককে নোটিস না দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়ার পরও উচ্চশিক্ষা দফতর তাদের নোটিস পাঠাচ্ছে বলেও এদিন কোর্টে অভিযোগ করেন দুই চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল ও সঙ্গীতা ঘোষ। মামলাকারীদের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার এই ইস্যুতে দায়ের হওয়া মূল এফআইআর খারিজ করে দেওয়ার দাবি জানান। যদিও এদিন কোর্ট জানিয়ে দেয়, নোটিস নিয়ে আবেদনের শুনানি করার পর এই নিয়ে বিবেচনা করা হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়াকে মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব-এর

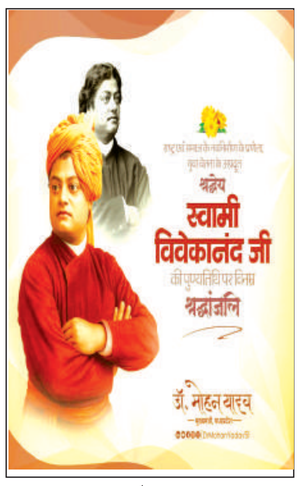

ভোপাল, ৪ জুলাই ঃ শুক্রবার মহান দার্শনিক, সুবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং গর্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণ এর স্রষ্টা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রযাত পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া-এর মৃত্যুবার্ষিকীকে শ্রদ্ধা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। এই উপলক্ষে সমগ্র দেশ তাঁদের স্মরণ কর শ্রদ্ধা জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব দুই মহান ব্যক্তিত্বকে তাঁদের মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, দর্শন, বেদ এবং যোগের মাধ্যমে বিশ্ব কল্যাণের পথ দেখিয়েছিলেন যিনি, সেই পরম শ্রদ্ধেয়.স্বামী বিবেকানন্দ জী-র মৃত্যুবার্ষিকীতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনি রাষ্ট্র সেবার সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম জীবন আদর্শকে অনুপ্রাণিত করে যুবসমাজের জন্য পথ প্রশস্ত করেছেন। আপনার চিন্তাভাবনা এবং কর্ম দেশের অমূল্য ঐতিহ্য।আরেক বার্তায় সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব স্বাধীনতা সংগ্রামী পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়াকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জাতীয় পতাকার নকশার রূপকার শ্রদ্ধেয় পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া জিকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তিনি রঙ এবং প্রতীকের মাধ্যমে ত্রিবর্ণের মধ্যে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ঐক্য, বৈচিত্র্য সহ মাতৃভূমির পরিচয় করিয়েছিলেন। তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিন জেলার উন্নয়ন এগিয়ে দিয়েছে উত্তর প্রদেশের সার্বিক অর্থনীতিকে

লখনউ, ৪ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তো বটেই, সময়বিশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদীও উত্তর প্রদেশের উন্নয়নকে ‘ আর্দশ হিসাবে দাবি করেন। কিন্তু ওই রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়নের ছবিটা কীরকম?উত্তর প্রদেশের উন্নয়নের জেলাভিত্তিক মানচিত্রে সবচেয়ে এগিয়ে গৌতম বুদ্ধ নগর। দিল্লি, নয়ডা, বৃহত্তর নয়দার সংলগ্ন হওয়ায় এই জেলা একটা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। মাথাপিছু আয়ের (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি, সংক্ষেপে পিপিপি) নিরিখে এই জেলা জাপানের সমান। এর পরেই আছে লখনউ। এই জেলার পিপিপি ভারতের গড় পিপিপি-র সমান। উত্তরপ্রদেশের তৃতীয় স্থানে থাকা জেলা গাজিয়াবাদের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় মরক্কোর অর্থনীতির।গৌতম বুদ্ধ নগর, লখনউ এবং গাজিয়াবাদের বাসিন্দাদের মাথাপিছু আয় ওই রাজ্যের গ। মাথাপিছু আয়ের তুলনায় যথাক্রমে ১০.৯, ২.৩ এবং ২.৩ শতাংশ বেশি। ওই তিন জেলার মাথাপিছু আয় যথাক্রমে বাসরিক ১০ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৫৮ টাকা, ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৩৪ টাকা এবং ২ লক্ষ ১১ হাজার ৫০৫ টাকা।২০২৩-২৪এ উত্তর প্রদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গিয়েছে।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠাল পুলিশ

পৌরি গাড়োয়াল, ৪ জুলাই ঃ নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করল পুলিশ। আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।স্পেশাল পুলিশ সুপার লোকেশ্বর সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পাবাউয়ের এক স্থানীয় বাসিন্দা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে তার নাবালিকা বোনকে খাড়ুলি গ্রামের অভিষেক নেগি ধর্ষণ করেছে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সময় নষ্ট না করেই অভিযুক্তকে খুঁজে গ্রেফতার করে। শুক্রবার অভিযুক্তকেআদালতেপেশ করা হলে বিচারক জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোয় মোদীর উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভাসল ভারত-বন্ধুত্ব

পার্ট অব স্পেন ও নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃবিশ্ব কূটনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী থাকল ত্রিনিদাদ ও টোবাগো। পাঁচটি দেশের কূটনৈতিক সফরের দ্বিতীয় পর্বে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পা রাখলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র ত্রিনিদাদ ও টোবাগোয়। আর সেই আগমনের মুহূর্তেই দেখা গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য। তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন স্বয়ং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলা পারসাদ-বিসেসর, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সে দেশের মন্ত্রী, সাংসদ ও গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আধিকারিকেরা। আয়োজন হয়েছিল জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার, দেওয়া হয় গার্ড অফ অনারও।এদিন পোর্ট অব স্পেনের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন নামেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তখনই তাঁর উদ্দেশে ছুটে আসেন কমলা পারসাদ-বিসেসর। দু'জনের মধ্যে দেখা যায় আন্তরিক আলাপচারিতা ও হাসিমুখে কুশল বিনিময়। ভিনদেশের মাটিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এইরকম রাজকীয় গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে ভারত ও ত্রিনিদাদ-টোবাগোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তির ইঙ্গিত দেয়।এদিন সফর সূচি অনুসারে বিমানবন্দর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাতে তিনি লেখেন, পোর্ট অব স্পেনে পৌঁছেছি। প্রধানমন্ত্রী কমলা পারসাদ-বিসেসর এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞ। এই সফর দুই দেশের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, ভারত এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর বন্ধুত্ব আগামী দিনে আরও সুদৃঢ় ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।বিশ্লেষকদের মতে, এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারত-ত্রিনিদাদ সম্পর্ককে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও গভীরতর করা। এই দুটি দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বহু পুরনো। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী বাস করে, যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যকে সেখানে বহন করে চলেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারত এই অঞ্চলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অংশীদার হিসেবে দেখে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফরে দুই দেশের মধ্যে বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্বালানি-এই সব ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বা।ানোর বিষয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে, ভারতীয় প্রযুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি আগ্রহী ত্রিনিদাদ প্রশাসন।ভ্ভএই সফর শুধুই রাষ্ট্রনায়কোচিত সৌজন্য সাক্ষা নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বহুস্তরীয় কূটনৈতিক গুরুত্ব। একদিকে যেমন ভারত নিজের প্রভাব আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও ছ।ায়ে দিতে চাইছে, তেমনই ত্রিনিদাদ ও টোবাগোও চাইছে উদীয়মান বিশ্বশক্তি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করতে।এই সফর এক নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে ভারত-ক্যারিবিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। ভারত এর আগেও বিভিন্ন সময়ে ক্যারিবিয়ান দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গভীর করেছে, তবে এই সফর সেই প্রচেষ্টাকে অনেক বেশি কাঠামোবদ্ধ ও পরিকল্পিত করে তুলবে বলেই বিশেষজ্ঞদের আশা।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর আন্তর্জাতিক মহলে ভারতীয় কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। তার ওপর যদি ভারত-ত্রিনিদাদ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, তাহলে এই সফর শুধু কূটনৈতিক সৌজন্যের নিদর্শন হয়ে থাকবে না, বরং দুই দেশের ভবিষ্যতের সম্পর্কের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠবে।ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মাটিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পা রাখা, এবং সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা-এই মুহূর্ত শুধু দুই দেশের জন্য নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের গর্বের মুহূর্ত। এখন দেখার, এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোন উচ্চতায় পৌঁছায়। তবে প্রথম দৃশ্যপটই বলে দিচ্ছে-এই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়, আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

বক্সারের মেয়ে! কমলা বিসেসরকে ‘ বিহারের কন্যা’ বলে সম্বোধন প্রধানমন্ত্রীর, আবেগে ভেসে উঠল ত্রিনিদাদ

নয়াদিল্লি ও পোর্ট অব স্পেন, ৪ জুলাইঃঘানায় সফর শেষ করে দ্বিতীয় গন্তব্য ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোয় পৌঁছেই আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কমলা পারসাদ-বিসেসরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পরে এক অনাবাসী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী যেভাবে ঐতিহ্য, শিক। এবং আত্মপরিচয়ের সূত্র ধরে সংযোগের সেতু গ।লেন, তা মুহূর্তে আবেগপ্রবণ করে তোলে উপস্থিত দর্শকদের।মঞ্চে উঠে মোদী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কমলা পারসাদ-বিসেসরের পরিবার একসময় বিহারের বক্সারে বসবাস করতেন। তিনি নিজেও সেখানে গিয়েছেন। বিহারের মানুষ তাঁকে তাঁদের মেয়ে বলেই মনে করেন। মাত্র কয়েকটি বাক্যে যেন দুই দেশের ভৌগোলিক দূরত্ব মিলিয়ে দিলেন মোদী। তাঁর এই ‘ বিহারের মেয়ে’ বলে সম্বোধন রাজনৈতিক সৌজন্যের বাইরেও এক আবেগঘন কূটনৈতিক বার্তা বলেই ধরা হচ্ছে।মোদীর কথায় উঠে আসে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতি। বহু ভারতীয় পরিবার ব্রিটিশ আমলে শ্রমিক হিসেবে ত্রিনিদাদে গিয়েছিলেন। আজ তাঁদের বংশধররাই এই দেশের প্রশাসন, সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সেই প্রেক্ষিতে মোদীর বক্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।তিনি আরও বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন, তাঁদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। আপনাদের রক্তে ভারতের গর্ব রয়েছে, রয়েছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শুধু ভারতীয়দের আবেগ জাগিয়ে তুললেন না, একইসঙ্গে ভারতের বহির্বিশ্বে সাংস্কৃতিক ছাপের শক্তিঃ ও প্রসারকেও তুলে ধরলেন।মোদী জানান, এ বছরের শুরুর দিকে যেভাবে মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা বিশ্বের এক অন্যতম বৃহ ধর্মীয় আয়োজন। সেই মেলার পবিত্র জল তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ত্রিনিদাদে, বিশেষভাবে তাঁদের জন্য যারা শিক।রে টানে আজও ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই পবিত্র জল আমি আপনাদের জন্য এনেছি। কারণ আমি জানি, কতটা গভীরভাবে আপনারা ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত। এই জল কেবল একধরনের স্মারক নয়, বরং ভারতীয় আত্মার সঙ্গে আপনাদের ঐক্যের প্রতীক।অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তে গ্যালারির দর্শকরা করতালিতে ফেটে প।নে। অনেকের চোখে দেখা যায় জল। প্রবাসে থেকেও ভারতের সংস্কৃতি, মাটি ও মেলবন্ধনের স্পর্শে মন ভরে যায় তাঁদের।এই সফরের সূচনায় এমন এক আবেগপূর্ণ বার্তা যে কূটনৈতিক সম্পর্ককেও মানবিক ভিত্তিতে মজবুত করতে পারে, তা একপ্রকার স্পষ্ট। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মতো একটি দেশ, যেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ, সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সংযোগ-নির্মাণের কৌশল নিঃসন্দেহে তাপর্যপূর্ণ।কমলা পারসাদ বিসেসর নিজেও এই সংবেদনশীল ভাষণের উত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ভারতের সঙ্গে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সম্পর্ক শুধু কূটনৈতিক নয়, তা আত্মিক। আমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস এই মাটির সঙ্গে যুক্ত। তাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই স্মরণ আমাকে আবেগাপ্লুত করেছে।সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ত্রিনিদাদ সফরের সূচনা এক ঐতিহাসিক আবহ তৈরি করল। যেভাবে তিনি ঐতিহ্য, পরিবার, ইতিহাস ও ধর্মীয় অনুভূতিকে একত্র করে বিদেশে থাকা ভারতীয়দের হৃদয় জয় করলেন, তা ভারতীয় কূটনীতির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য ত্রিনিদাদ-ভারত সম্পর্ক যে আরও গাঢ় হবে, তা বলাই বাহুল্য। আর এই সম্পর্কের অন্যতম সেতুবন্ধক হয়ে থাকবেন বিহারের সেই ‘ পারসাদ বিসেসর।

শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদনঃপৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টা।চ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দুঃস্বপ্ন।শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুযারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ‘ সংকট’-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ‘ হিট আইল্যান্ড’ প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দায়িত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ‘ সোনার বাংলা’, তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান - স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবসে এই মহান সন্ন্যাসী-দেশপ্রেমিককে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির যে বার্তা স্বামীজি দিয়েছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বামীজি যে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করতেন, তাতেই আমার বিশ্বাস - আর সেই ধর্ম বলে যে, মানবধর্মই সবচেয়ে বড়। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে.বাংলার মানুষ, দেশের মানুষ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলে সকলকে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে - এটাই আমার চাওয়া।স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি জীবনভর কাজ করেছি। স্বামীজির বাড়ি ও ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি যাতে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের হাতে পৌঁছায়, তার জন্য আমার বিনম্র প্রয়াসের কথা মিশনের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা জানেন। বস্তুত, ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিজড়িত দুটি বাড়ি অধিগ্রহণে আমার বিনীত উদ্যোগ আছে - একটি বাড়ি কলকাতার বাগবাজারে, অন্যটি দার্জিলিং-এ। স্বামীজির বাড়িতে যে মিউজিয়াম আছে সেই বাবদেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি বাসরিক অনুদান দেওয়া. হয়।নিউটাউনে তাঁর আদর্শ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে 'বিবেক তীর্থ' গড়ে তোলা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও নির্মাণের কিছু ব্যয়ভার আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য বহন করেছি। স্বামীজির আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরো বেশি করে পৌঁছে দিতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা চালু করেছি ‘ চেতনা উৎসব’ যা সারা রাজ্যজুড়ে পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দর নামে আমরা যুব সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প (যেমন - স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ, ইত্যাদি) করেছি। সল্টলেক স্টেডিয়ামের নাম পালটে আমরা 'বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন' করেছি।এই সকল উদ্যোগ ও প্রকল্প আসলে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন মাত্র। আমি আর একবার এই মহামানবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

উত্তরসূরি স্থির করার অধিকার একমাত্র দলাই লামারইঃকিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, তা স্থির করার অধিকার একমাত্র দলাই লামারই। চিনকে কড়া বার্তা দিয়ে তার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত। গত বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, দলাই লামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। শুধু তিব্বত নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর অনুগামীরা ছড়িয়ে আছেন। তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, সেটা একমাত্র দলাই লামা নিজে ঠিক করতে পারেন।উল্লেখ্য, সম্প্রতি নিজের উত্তরসূরির বিষয়ে ঘোষণা করেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা। গত বুধবার দলাই লামা নিশ্চিত করেন, তাঁর অবর্তমানেও তাঁর একজন উত্তরসূরি থাকবেন, যিনি বিশ্ব জুড়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং প্রাচীন ঐতিহ্য অব্যাহত রাখবেন। অনেকেই বর্তমান দলাই লামাকে ছাড়া ভবিষ্যতে কী হবে, সেই আশঙ্কা করেছিলেন। এদিন দলাই লামা তাঁর অবর্তমানেও কার্যালয় চালু রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, দলাই লামার কার্যালয় ছাড়া উত্তরসূরির উপরে কারওরই প্রভাব খাটবে না।

ঐতিহাসিক মাইলফলক ধান উৎপাদনে, আনন্দিত মুখ্যমন্ত্রী - কৃষিতে সাফল্য

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ ঐতিহাসিক মাইলফলক কৃষিতে মূলতঃ ধান উৎপাদনে। ২৫৬. ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উপাদন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ২০২৪ - ২০২৫ অর্থ বর্ষে যা এখনও পর্যন্ত যে কোনো বছরের মধ্যেই সর্বোচ্চ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যের সাফল্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে সারা ভারতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের খরিফ মরসুমে ১৮১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে, যদিও ওই বছরে কিছু জেলায় 'ডানা' ঝড় ও বন্যাসদৃশ পরিস্থিতির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। ২০২৪ - ২৫ সালের বোরো মরসুমে ৩য় অগ্রিম হিসাব অনুযায়ী উৎপাদন হয়েছে ৭৫.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। এইভাবে মোট ধান উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২১-২২ সালের আগের রেকর্ড ২৫৩.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন কে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১১ সালে বার্ষিক ধান উৎপাদন হয়েছিল ২০০.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা এখন বেড়ে হয়েছে ২৫৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া মারফ ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন - আমাদের কৃষক, ভাগচাষি, বর্গাচাষি, কৃষিশ্রমিক এবং কৃষি ক্ষেত্রে যুক্ত ভাই - বোনদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারাই আমাদের দেশের মেরুদন্ড, আপনাদের অবদান অতুলনীয় এবং গভীরভাবে সম্মানিত।

হাওড়ায় প্ল্যাটফর্মে রেলের বুকিং পণ্য পড়ে, কমছে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য

হাওড়া, ৪ জুলাই ঃদৈনিক দশ-বারো লাখ যাত্রী হাওড়া স্টেশন ব্যবহার করেন। সব সময়ই ভিড় লেগে থাকে। যাত্রীদের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি লেগেই থাকে। এই ভিড়ের মধ্যে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো রেলের বুকিং পণ্য ঢাই করে ফেলে রাখা হয়। ফলে কমছে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য, বাড়ছে তাঁদের ক্ষোভ।অভিযোগ, যাওয়া-আসা দু'ক্ষেত্রেই মালগুলি দীর্ঘ সময় পড়ে থাকে প্ল্যাটফর্মে। পার্সেলের ভ্যানগুলি এখন লিজে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বুকিং ছাড়াও পণ্যও বেআইনিভাবে ল্যাগেজ ভ্যানে তোলা হয়। ফলে সমস্যা বাড়ছে। যদিও বেআইনি পণ্য তোলা হয় না বলেই জানিয়েছেন সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন। তিনি বলেন, বস্তার গায়ে বারকোড থাকে। ফলে বেআইনি পণ্য ট্রেনে তোলা মুশকিল।সমস্যার কথা স্বীকার করে রাহুল রঞ্জন জানান, হাওড়া ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মটি তুলনামূলকভাবে ‘ বিশেষ করে সামনের দিকের অংশ। গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশনে দিয়ে সব সময়েই দূরপাল্লার ট্রেন চলে। রাতের দিকে কিছু লোকালও চলে। ফলে পণ্য যাতায়াত লেগেই থাকে। অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি বদলের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মটিও সরু ছিল। একই সমস্যা ছিল। সেটির কিছুটা সমাধান করা গেছে। এবার ৮ নম্বর নিয়ে ভাবনা চলছে।

মাণ্ডি জেলায় নিখোঁজ ৩১, ফের দুর্যোগের আশঙ্কা

শিমলা, ৪ জুলাই ঃ আবারও দুর্যোগের আশঙ্কা হিমাচলে। শুক্রবার আবহাওয়া দফতর ৫ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে ৪ দিনের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এর পরেও ৯ ও ১০ জুলাই রয়েছে হলুদ সতর্কতা।এর মধ্যেই মাণ্ডি জেলার সিরাজ এলাকায় পরপর চতুর্থ দিনেও চলছে নিখোঁজ ৩১ জনের খোঁজ। বিগত ৩০ জুন রাতে সেখানে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলায় মৃতের সংখ্যা ১৪। এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ দল নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় এখনও পর্যন্ত ২৮০টি রাস্তা বন্ধ, ৩৩২টি ট্রান্সফর্মার বিকল এবং ৭০০টির বেশি পানীয় জল প্রকল্প বন্ধ হয়।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবেন। ক্রেডিট এবং প্রভাব ব্যবহার করে, বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রশাসনিক আলোচনা যোগাযোগের উপর জোর দেবে। ব্যবস্থার সমর্থন পাওয়া যাবে। আপনি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবেন। কাজে স্বচ্ছতা থাকবে। আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

বৃষঃ যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত। শুভ দিন হবে আজকে।

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার জন্য অনেক নতুন জিনিস শেখার এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা থাকবে, যা আপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদের পরামর্শ দেওয়ার এবং অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা দেবে। কথোপকথন আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে আপনি লাভবান হবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, তাই আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।

কর্কটঃ আজ আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং সচেতনতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত। সময়মতো কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। পেশাগত কাজে শিথিলতা এবং অসাবধানতা দেখাবেন না।

সিংহঃ অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে।

কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং স্পষ্টতা আপনাকে অন্যদের মধ্যে আলাদা করে তুলবে। জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আপনার চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ব্যবহার করুন।

তুলাঃ সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়তো কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।।

বৃশ্চিকঃ কেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। শুভ দিন হবে

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে এই দিন। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং উসাহ আপনাকে অনেক কাজে সাফল্য এনে দেবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সামঞ্জস্য বজায়. রাখার চেষ্টা করুন।

মকরঃ আজ আপনি ন্যায়সঙ্গত নীতির পক্ষে থাকবেন। সব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে। যুক্তিসঙ্গত আচরণ বজায় রাখবে। জনগণের পরামর্শ বাস্তবায়িত হবে।

কুম্ভঃ এমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে।

মীনঃ আজকের দিনটি আপনার অন্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সময়। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতি এই দিন বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সঠিক নির্দেশনা পেতে সাহায্য করবে। সৃজনশীলতার একটি নতুন স্তর উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রযেছে। শিল্প, সঙ্গীত বা লেখার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করুন এটি কেবল আপনাকে সন্তুষ্ট

আবহাওয়া

রাজ্যজুড়ে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়া এমনটাই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মূলত উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং নদিয়াতে। রবিবার দুই ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান এবং নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তরবঙ্গেও সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবি ও সোমবারও ওই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি চলবে।।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। ভাটা-সকাল ০৮টা৫৫মনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হবেই।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগ এর শুভ সূচনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুলাই ঃ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমিক সেকশন অর্থাৎ উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগ এর শুভ সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। এর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিন্দুর অভিযানকে স্মরণ করে এদিন তিনি হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে 'সিন্দুর' গাছ রোপণ করলেন। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিদেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং এদিন বি গার্ডেনে ট্যাক্সোনমিক উদ্ভিদ বিভাগের উদ্বোধন করে গার্ডেন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই বিভাগে খুব সহজেই ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ১৭৫ প্রজাতির গাছকে একসঙ্গে দেখে চিনতে পারবেন। ছাত্রছাত্রীদের আর বি গার্ডেনে বিশাল এলাকায় ঘুরে ঘুরে কষ্ট করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ চিনতে হবে না। এক জায়গাতে থেকেই বিভিন্ন প্রজাতির গাছ চিনতে পারবেন ছাত্রছাত্রী ও উদ্ভিদ নিয়ে পড়াশোনা করা গবেষকরা। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নতুন আকর্ষণ ১৭৫ প্রজাতির নতুন ফুলের গাছ, ক্যাকটাস এবং জলজ উদ্ভিদের বাগানের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, দেশের পরিবেশ রক্ষায় এই বাগানে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদিন তিনি বাগানের পরিবেশ রক্ষায় বিজ্ঞানী, অফিসার এবং কর্মচারীদেরও উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন তিনি আরও বলেন, দেশের বড় বড় শহরগুলিতে যাতে দূষণ কমে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার আইন তৈরির পাশাপাশি একাধিক জাতীয় পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ বিভাগে রিপোর্ট জমা করা হয়েছে। এদিকে, সম্প্রতি 'অপারেশন সিন্দুর' এর ভারতের সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাগানে একটি বৃক্ষরোপণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সিন্দুর'। এদিন বি গার্ডেনের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডঃ দেবেন্দ্র সিং বলেন, এখানে বহু ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা আসেন। তাঁরা গার্ডেনে বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখতে চান। তারপরই চিন্তাভাবনা করা হলো এক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানোর। এতে একই জায়গায় ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখতে পাবেন। এমনকি তাঁরা গবেষণাও করতে পারবেন। গাছ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেও পারবেন। এই ব্যবস্থার ফলে ছাত্রছাত্রীদের খুব সুবিধা হবে। মাশরুম, অ্যালগি ভারতবর্ষের প্রায় সব ধরনেরই গাছ ওখানে পাওয়া যাবে। এমনকি বিভিন্ন পরিবারে উদ্ভিদও থাকবে এখানে। বেশিরভাগ স্কুল কলেজেই বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী চিন্তাভাবনা করা হয় যাতে এক জায়গাতেই বিভিন্ন ধরনের গাছ রাখা যায়। এক জায়গায় থাকলে ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা এক জায়গাতেই একাধিক গাছ দেখতে পাবেন। সেই ভাবনা নিয়ে এখানে ১৭৫টি প্রজাতির গাছ রাখা হয়েছে। এখানে তিনটি গ্রুপের গাছ আছে। এই ব্যবস্থা নেওয়ায় ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের খুব সুবিধা হবে।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বারুইপুর ও ক্যানিং এ পুলিশ মর্গ তৈরির প্রস্তাব

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৪ জুলাই ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার যেকোন দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আর হয়ত কোলকাতার মোমিনপুরে যেতে হবে না। এবার বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পুলিশ মর্গ চালুর জন্য আবেদন করা হলো স্বাস্থ্য দফতরে। মুলত বারুইপুর হাসপাতালে পুলিস মর্গ না থাকায় মৃতদের পরিবারের লোকজনকে গাঁটের কড়ি খরচ করে কলকাতার মোমিনপুরে পুলিস মর্গে যেতে হয়।এর ফলে অনেক সময়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থানায় আসতে দেরি হয়ে যায়। বারুইপুর ও ক্যানিং হাসপাতালে পুলিস মর্গ চালু হলে এই সমস্যার সমাধান হবে। এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ ধীরাজ রায় বলেন, পুলিস মর্গের জন্য জায়গা পরিদর্শনও হয়ে গিয়েছে। সব কাগজপত্র জমাও পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঠিক পাশের জায়গা পুলিস মর্গের জন্য চিহ্নিত হয়েছে।কয়েকদিন আগে এই জায়গা পরিদর্শনও করেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের লোকজন। এই হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠ থেকে শুরু করে জয়নগর, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, মগরাহাট এলাকার লোকজন।

হ্যাম রেডিওর সাহায্যে গঙ্গা সাগর থেকে বাড়ি ফিরলো নদীয়ার এক বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৪ জুলাই ঃ হ্যাম রেডিওর তৎপরতায় এবার বাড়ি ফেরার পথে ৫৭ বছরের সঞ্জিত দেবনাথ।জীবনে হারিয়ে গিয়েছেন অনেকবার। তবে শেষে অসমের কামাখ্যা মন্দির থেকে সাগরে এসে সত্যি সত্যি বাড়ি ফিরছেন নদিয়ার এক বৃদ্ধ।নদিয়ার বাড়িতে তাঁকে ফেরাচ্ছে হ্যাম রেডিও।জানা গিয়েছে,সৎ মায়ের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে সঞ্জিত দেবনাথকে বাবা সাত বছর বয়সেই মথুরাতে বড় ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানে দাদার কাছে কিছু দিন থাকার পর সেখান থেকে রাজস্থানের এক দোকানে গিয়ে কাজ করেন তিন বছর।এতকিছুর পরেও একসময় বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি, বিয়ে ও করেন তিনি।এরপর মাস দুই আগে কামাখ্যায় যান তিনি। রাতেই ব্যাগ হারিয়ে ফেলে সঞ্জিত। এরপর সেখানে রাস্তার ধারে এক চা দোকানে কাজ করে সে।এরপর সেখান থেকে সে গঙ্গাসাগরে আসেন।কাউকে পেলে বাড়িতে ফিরবেন বলে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের মেলায় হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কাউকে পেয়ে যাবেন তিনি।আর বিষয়টি নজরে আসার পর হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সদস্য দিবস মন্ডল বার্তা পাঠান নদিয়াতে। নদিয়ার এসডিডিএমও এবং হ্যাম রেডিওর সদস্য পুস্পেন্দু মজুমদার খুঁজে বের করেন সঞ্জিতের পরিবারের সদস্যদের।জানা গিয়েছে, সঞ্জিতের বাড়ি চার নম্বর ওয়ার্ড,নবদ্বীপ চটির মাঠ, বণিক নগর, নদিয়া। জানা গিয়েছে, সঞ্জিতের ছোট ছেলে সুজিত দেবনাথ ও স্ত্রী সুমিতা দেবনাথ গঙ্গাসাগর এসে বাবাকে নিয়ে যান গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি পার্থ সাহা ও হ্যাম রেডিওর উপস্থিতিতে।

কুলতলিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৪ জুলাই ঃ কুলতলিতে মর্মান্তিক ঘটনা।এদিন কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সানকিজাহান এলাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের।মৃতের নাম জিতেন্দ্র সিং,বয়স ৩৮ বছর, বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পূর্ব শ্রীরামপুর এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা যায় জিতেন্দ্র বাবু কুলতলি থানার সানকিজাহান এলাকায় রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন মাইতির বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলাকালীন হঠাই তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হন।আর এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান তিনি।আর তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্বপনের পরিবারের সদস্যরা।তারা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন কুলতলি থানার পুলিশ।প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিনই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। আর এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।মৃতের পরিবারের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে।তবে ঠিক কিভাবে বিদ্যুৎপৃষ্ট হলেন তিনি তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নামখানা ব্লকের জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, নামখানা,৪ জুলাই ঃ প্রত্যন্ত সু ন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবনগর আবাদ এলাকায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। নামখানা ব্লকে এই প্রথম জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। তিনি বলেন, এলাকার শিক্ষক মৃনাল কান্তি গুড়িয়া মহাশয়ের দান করা দুই শতক জায়গার উপরে এই মন্দির গড়ে উঠবে। বিদ্যুৎ বাবু আরো বলেন, আমার নিজ অর্থ ব্যয়ে কাষ্ঠ নির্মিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবজি, এবং শ্রী শ্রী বলরাম দেবজি এবং মাতা শ্রী শ্রী সুভদ্রাজীর মূর্তি নবনির্মিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির আমি স্থাপন করব।

তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলায় ড্রোন নজরদারি, নিরাপত্তায় উচ্চ সতর্কতা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ৪ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাস এলেই তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল নামে। হাজার হাজার পুণ্যার্থী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে ভিড় জমান এই তীর্থক্ষেত্রে, বিশেষত শ্রাবণ সোমবারকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে শ্রাবণী মেলা। তবে এবছর ভিড় সামলাতে ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আগেভাগেই কোমর বেঁধেছে হুগলি জেলা প্রশাসন। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আঁটোসাঁটো করতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-তথা ড্রোন ক্যামেরা।

এই প্রথমবার নয়, তবে এবারে ড্রোন নজরদারির পরিসর ও কভারেজ আরও ব্যাপক করা হয়েছে। ভিড়ের গতিবিধি, গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ, ভিআইপি চলাচল ও সন্দেহভাজন গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে আকাশপথে। হুগলির তারকেশ্বর মন্দির বহুদিন ধরেই শ্রাবণ মাসে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্র। সারা রাজ্য তথা বাইরের রাজ্য থেকেও পুণ্যার্থীরা দলে দলে এসে অংশ নেন কাঁভার যাত্রা ও শ্রাবণী পূজায়। পথে পদব্রজে হেঁটে, হাতে গঙ্গাজল নিয়ে এসে তাঁরা শিবের মাথায় জল অর্পণ করেন-এই বিশ্বাস ও আস্থার ঐতিহ্য বহু পুরনো। এই বছর প্রশাসনের অনুমান, লক্ষাধিক মানুষ আসবেন শ্রাবণী মেলায়। ফলে জনসমাগম, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে এবার গোটা মেলা প্রাঙ্গণের উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। তারকেশ্বর থানার পাশাপাশি হুগলি জেলা পুলিশও ড্রোন নিয়ন্ত্রণ করছে বিশেষ প্রযুক্তি সেলের মাধ্যমে। প্রধান মন্দির চত্বর, আশপাশের লেন-চত্বর, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, জল অর্পণের লাইন, যান চলাচলের প্রধান জংশনগুলির উপর নজর রাখছে এই ক্যামেরাগুলি। কোথাও হঠাৎ ভিড় বাড়ছে কি না, কোথাও কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করছে কি না-তা সঙ্গে সঙ্গে ফুটেজে ধরা পড়ছে। ড্রোনের মাধ্যমে পাওয়া সেই তথ্য রিয়েল টাইমে পৌঁছে যাচ্ছে কন্ট্রোল রুমে, ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারছে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। ড্রোন ছাড়াও তিনস্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। প্রথমত, প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর ও ব্যাগ স্ক্যানার বসানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ পোশাকে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা জনতার মাঝে ছড়িয়ে রয়েছেন। তৃতীয়ত, সিসিটিভি ক্যামেরার

মাধ্যমে মন্দির ও মেলার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে চালানো হচ্ছে নজরদারি।

প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক নানা দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে আমরা সতর্ক। শুধুমাত্র প্রথাগত পদ্ধতি নয়, প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা পুণ্যার্থীদের অভিজ্ঞতাকে আরও নিরাপদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চাই। ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের মোতায়েন করা হয়েছে। একাধিক মেডিক্যাল ক্যাম্প, অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র এবং অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। হিটস্ট্রোক বা পানিশূন্যতা রুখতে পথচারী ছাউনিতে বসানো হয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও বিশ্রাম শিবির। কোনও পুণ্যার্থী হারিয়ে গেলে দ্রুত তাঁকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চালু হয়েছে 'লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড' ডেস্ক। শিশু ও প্রবীণদের জন্যও রয়েছে আলাদা সহায়তা টিম। তারকেশ্বর পুরসভাও এগিয়ে এসেছে পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনায়। রাস্তাঘাট ধুয়ে-মুছে পরিস্কার রাখা, পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা, প্লাস্টিকবর্জিত এলাকা রক্ষা-এসবই বজায় রাখতে পুরসভা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। পরিবেশ রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের একাধিক দল পথে পথে প্রচার চালাচ্ছেন। ড্রোন নজরদারি ও পরিষেবায় সন্তুষ্ট অনেক পুণ্যার্থী। বীরভূম থেকে আসা এক কাঁভারিয়া বলেন, এবারের মেলায় ভিড় অনেক হলেও বিশৃঙ্খলা নেই। পুলিশ আর ভলান্টিয়াররা খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। আকাশে ড্রোন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, নিরাপত্তা খুব কড়া।

দার্জিলিং থেকে আসা এক দম্পতির কথায়, এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখে অভিভূত। প্রযুক্তি থাকলে প্রশাসন কীভাবে ভরসাযোগ্য হয়, তার নিদর্শন এই মেলা। শ্রাবণী মেলা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক উপলক্ষ, তেমনই এটি একটি বৃহ জনসমাগমের ক্ষেত্র-যেখানে সামান্য অনিয়মও বড় বিপদের কারণ হতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে রুখতেই এবার প্রযুক্তি ও মানবিক উদ্যোগের এক অপূর্ব মিশেল ঘটিয়েছে তারকেশ্বর প্রশাসন। ড্রোন নজরদারির সিদ্ধান্ত যেমন আধুনিকতার প্রতীক, তেমনই তা জনসুরক্ষা এবং আস্থার এক নতুন অধ্যায়ও। এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে আরও বৃহ আয়োজনে অনুকরণীয় হয়ে উঠবে বলেই আশা। পুণ্যার্থীদের জন্য এবারের শ্রাবণী মেলা তাই শুধু ভক্তির নয়, নিরাপত্তার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাও।

হিন্দু ভোট একত্রিত হলে তাতে লাভ বিজেপিরই, হাওড়ায় মন্তব্য সুকান্ত'র

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুলাই ঃ বিজেপির নীতি নিয়ে কোনও 'কনফিউশন' নেই। হিন্দু ভোট এক করার সাথে কারও কোনও বিরোধিতার বিষয় নেই। হিন্দু ভোট একত্রিত হলে তাতে লাভ বিজেপিরই, হাওড়া মন্তব্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি'র প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘুদের নিয়ে নির্দিষ্ট অবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বয়ানের উল্টো সুরই শোনা গিয়েছিল শমীক বাবুর গলায়। এরপর শমীক বাবুর সেই অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলে পোস্ট করেছিলেন বিজেপি নেতা তথাগত রায়। শুক্রবার হাওড়ার বেলুড়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বিজেপির নীতি প্রথম থেকেই পরিস্কার। কোনও 'কনফিউশন' এতে নেই। হিন্দু ভোট এক করার সাথে কারও কোনও বিরোধিতারই বিষয় নেই। হিন্দু ভোট একত্রিত হলে তাতে বিজেপিরই লাভ হবে। এই কথাই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেছেন। পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার বলেন, মোদিজীর ঘোষিত নীতি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। এটাই রাজ্য সভাপতি গতকাল বলেছেন। সুতরাং হিন্দুত্ব নীতি নিয়ে বিজেপির স্ট্যান্ড বদলানোর কোনও প্রশ্ন নেই। আমরা অ্যাপিসমেন্ট পলিটিক্স এর বিরোধীতা করি। দীঘার মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, দীঘায় নারকেলও ফাটেনি আর রথের চাকাও ঘোরেনি। এটা খুব একটা ভালো লক্ষণ নয়। সেটা মুখ্যমন্ত্রীও বুঝতে পারছেন। শুনেছি ভোটের আগে দ্বৈতাপতিকে ডেকে পাঠিয়ে বাড়িতে উনি যজ্ঞ করাবেন। যতই উনি যজ্ঞ করান এবার জগন্নাথদেব আর হাত রাখছেন না। দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, উনি আমাদের পার্টির নেতা। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা এখন থেকে বলতে পারব না। আমি জ্যোতিষী নই। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেবেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বেলুড় মঠেও ঘুরে যান সুকান্ত বাবু। এই বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অনেকদিন পর বেলুড় মঠে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে এসেছি। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দ্বারা পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম জ্যোতিষ্ক রূপে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এবং আজ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস। এরকম এক বিশেষ দিনে এখানে আসা মানে বিশেষ সান্নিধ্য লাভ এবং বিশেষ আশীর্বাদ লাভ। এবং আমার বিশ্বাস এর ফলে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইএলইজি/ওটি/ই-টেন্ডার নোটিশ/৪৫৪/২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৫, সিনি. ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য যথাক্রমে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **(১); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২২৬-২০২৫-২৬-আর; কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ইলেক্ট/জি/সিপি-র আওতাধীনে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্পদের জন্য ব্রেকডাউন/রক্ষণাবেক্ষণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৯,৪১,৩৩০.০০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৩৮,৮০০.০০ টাকা; **(২); টেন্ডার নং. ইএলইজি- ওটি-১২৩১-২০২৫-২৬-আর; কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/এসপিআর/আইসি-র আওতাধীনে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্পদের জন্য ব্রেকডাউন/রক্ষণাবেক্ষণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৮৬,২০৬.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৩৭,৭০০.০০ টাকা; **(৩); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৩৮-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/শিয়ালদহ-II -র অধীনে নিউ আলিপুর (৭বি)-এ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট (নির্মাতা-ওটিস)-এর দুই(০২) বছরের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৫,৬০০.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৯০০.০০ টাকা; **(৪); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৩৯-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/এসডিএএইচ-II -এর আওতাধীনে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্পদের জন্য ব্রেকডাউন/রক্ষণাবেক্ষণ। (বি.আর. সিং হাসপাতাল ব্যতীত); **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,৬৯,৮৯৬.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৯৩,৪০০.০০ টাকা; **(৫) টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৪০-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের ১৫টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্পের সুবিধা, শৌচালয়, এসএস হ্যান্ডরেল, জলের বুথ, কম উচ্চতার বুকিং কাউন্টার, ট্যাকটাইল গাইডিং এবং সিঁড়ি একেবারে প্রান্তস্থানে চলে গেলে সাবধানকারী ব্লক ইত্যাদির ব্যবস্থা (দিব্যাঙ্গজনদের জন্য এমইএ); **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৫,০১,২৫৮.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৭০,০০০.০০ টাকা; **(৬); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৪১-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** ব্যারাকপুরে (৪০ আসনের) আরপিএফ কার্যালয়ের ব্যবস্থা করার কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৩,১৩,৫২১.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪৬,৩০০.০০ টাকা; **(৭); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৪২-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই(জি)/আইসি/এসডিএএইচ-I-এর আওতাধীনে বৈদ্যুতিক সাধারণ পরিষেবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্পদের জন্য ব্রেকডাউন/রক্ষণাবেক্ষণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৬১,০৭৫.০০টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ২৯,২০০.০০ টাকা; **(৮); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৪৪-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** কৃষ্ণনগর সিটি জং.-লালগোলা শাখায় আরসিসি বক্স দ্বারা (গেট নং. ১০২/ই, ১০৩/ই, ১০৪/ই, ১১৫/ই, ১২৬/ই, ১২৭/ই, ১২৯/ই, ১৩৫/টি, ১৪৪/ই, ১৪৯/ই, ১৬৯/ই-র), এয়ার পুশিং সিস্টেম সমেত আরসিসি বক্স দ্বারা (গেট নং ৯২-র) এবং আচ্ছাদিত ছাদের আরসিসিইউ-ট্রাফ সহ বক্স পুশিং সিস্টেম (গেট নং ৭৬,৭৮,১০০,১৬৫, ১৭১)-এর দ্বারা সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণের মাধ্যমে ১৭টি লেভেল ক্রশিং গেট অপসারণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩১,০৭,৪০৯.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৫,৫০০.০০ টাকা; **(৯); টেন্ডার নং. ইএলইজি-ওটি-১২৪৫-২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** পার্ক সার্কাস ও বিধাননগর রোড স্টেশনে যাত্রী কেন্দ্রিক সুবিধার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৭,৮৫,৬৩৬.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৫,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** সকল টেন্ডারের ক্ষেত্রে ০.০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং.১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এর জন্য ১২ (বারো) মাস ও ক্র. নং. ৩ এর জন্য ২৪ (চব্বিশ) মাস এবং ক্র. নং. ৯ এর জন্য ০৯ (নয়) মাস; **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ০২.০৭.২০২৫; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ দুপুর ২ টো; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৭.২০২৫ দুপুর ২ টোর পরে; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১১.০৭.২০২৫; বিশদ টেন্ডার নোটিস ও সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-108/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বারুইপুর থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশী এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৪ জুলাই ঃ ক্যানিং, বাসন্তী, ঘুটিয়ারী শরীফের পরে এবার বারুইপুর পুরসভা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি কে গ্রেপ্তার করলো বারুইপুর থানার পুলিশ। গতবৃহস্পতিবার বারুইপুর রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে ধরে পুলিশ। সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে পুলিশ তাকে ধরে।ধৃত মহিলার নাম আন্না খাতুন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের বাড়ি বাংলাদেশের কালিহাটী এলাকায়। সে ভারতে বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। জানা গেছে এই মহিলা কোন বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি।তিনি কিভাবে ভারতে প্রবেশ করলো এবং কি উদ্দেশ্যে বারুইপুরে এসেছিলেন তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে তিনি এখানে কোন কাজের সন্ধানে এসেছিলেন,তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা বা এর পেছনে কোন মানব পাচার চক্র কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখছি পুলিশ।ধৃতকে গ্রেফতার করে এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। এর আগেও ক্যানিং,বাসন্তী ও ঘুটিয়াশরিফ এলাকা থেকে এই ঘটনা ঘটেছে, ফলে চিন্তা আরো বেড়ে গেছে পুলিশের।

ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমী অক্ষরেখার দ্বৈত আঘাতে জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ আকাশের চেহারাই বলে দিচ্ছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বাংলার বর্ষা এই বছর দেরিতে এলেও এবার সে নিজের জোর দেখাতে প্রস্তুত। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা বলছে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার যুগল ফলায় দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা রাজ্যের বিশেষ করে দক্ষিণের জেলাগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে নদীভাঙন, জলজট, ধ্বস এবং বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।বিশেষত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়াবিদরা। তাই মস্যজীবীদের ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একই সঙ্গে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে অতিক্রম করছে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা, যার একটি শাখা ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তীসগঢ়ের দিকেও বিস্তৃত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং.ঃ টিআরএস/এইচডব্লু এইচ/১০/ওটি/১৫৫আর, তারিখঃ ০৩.০৭. ২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), পূর্ব রেলওয়ে, ইলেক্ট্রিক লোকো শেড, বামনগাছি, হাওড়া-৭১১১০৬ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** "ইলেক্ট্রিক লোকো শেড/হাওড়ায় ডব্লুএপি-৭ লোকোমোটিভ সমূহের ৭৭৭৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার সংস্কার/মেরামতি"; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩১,৪৪,৯৯২.০০; **বিড সুরক্ষা ঃ** ২,৬৫,৭০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭. ২০২৫ বিকেল ৩ টে; বিশদ ই-টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী/যোগ্য সংস্থাকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোনও সংশোধনী প্রকাশিত হয় তাহলে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in** পাওয়া যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-173/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MIRAE ASSET Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 08, 2025	3:30 P.M.	Sasthi Palace, Konnagar, Ghatal, Paschim, Medinipur, West Bengal.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625**)**
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT NO-KMC/EEC/I/007/23/2025-2026
Name of work: **Maintenance of Drainage System at 3/18, 29, Kundu Lane and other Places in Ward No-003, Under BR-I.** Estimated cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,86,573.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 Days.**
2) NIT NO- KMC/EEC/I/007/17/2025-2026
Name of Work : **Improvement of Bathing Platform at 17, 18, Baghbazar Street and other places in Ward No-007 under Borough-I.** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,89,816.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**
3) NIT NO-KMC/EEC/I/007/19/2025-2026
Name of work: **Repairing of Labour Quarter (Block-B) at Gallif Street in Ward No-007, under Borough-I.** Estimated cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,67,030.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
4) NIT NO- KMC/EEC/1/008/21/2025-2026
Name of Work : **Construction of Pits, Catch Pits, and its Connections at 29, Kumartuli Street and other places in Ward No.-008 Under Br.-I.** Estimated cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,94,332.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
5) NIT NO- KMC/EEC/I/008/24/2025-2026
Name of Work : **Improvement of Privies with Ancillary Civil Works at 496, Rabindra Sarani and other Uttaran areas in Ward No.-008 under Br.-I.** Estimated cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,09,422.00**; Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **17.07.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 5); Tenders will be opened on : **19.07.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 5); The bid forms and other details are available on and from **08.07.2025 - 6 p.m.** (for sl. no. 1 to 5); The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5)

The Executive Engineer (C), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1) NIT NO-KMC/EE(C)/Br-V/042/07/2025-2026
Name of Work : **Repairing of Road Surface at 12A Portuguese Church Street, Karbala Md. Lane etc. and other different places in Ward No : 042.** Estimated cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,21,179.14**; Earnest Money : **Rs. 9000.00**; Period of Completion : **60 Days.**
2) NIT NO-KMC/EE(C)/Br-V/048/14/2025-2026/UTTARAN
Name of Work : **Renovation of Uttaran Latrines and Allied Works at 17 P.C. Baral Street, 30 SB Dey Street & Surrounding areas in Ward No 48, Br-V.** Estimated cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,39,129.34**; Earnest Money : **Rs. 9,000.00** Period of Completion : **120 Days.**
3) NIT NO-KMC/EE(C)/Br-V/048/13/2025-2026
Name of Work : **Restoration of I.P.S and Concrete Passage at 3/1 Ram Banerjee Lane, 6D Surendralal Pyne Lane etc. due to cutting by PU Agency and Natural Wear & Tear in Ward No-48, BR-V.** Estimated cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,51,873.21**; Earnest Money : **Rs. 7200.00**; Period of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **15.07.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3); Date and Time of opening of Tender : **17.07.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **05.07.2025 - 5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3)

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works:
1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/043/2025-2026/R
Name of Work : **Restoration of Paver Block Passage and C.C. Passage with Allied Works at Paharpur Road and other Location Near Premises No. M35, J127, J113 etc. in Ward No-133, Br-XV.**; Estimated Cost : **Rs. 281558.38** (Including GST and CESS); Earnest Money: **Rs. 5700.00**; Period of Completion : **90 Days**
2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/037/2025-2026/R
Name of Work : **Removal of Silt & Slush from Surface Drain and Sewer Line at Azhar Molla Bagan and Surrounding area in Ward No-134 BR-XV.**; Estimated Cost : **Rs. 289695.63** (including GST and CESS); Earnest Money: **Rs. 5800.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **17/07/2025- 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); Date of opening of tender : **19/07//2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08/07/2025 - 5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2).
3) NIT No.: KMC/XV/137/018/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of Work : **Renovation of Drainage System by Laying S.W. Pipe with Allied Works at Masjid Talab Near Holding No : R-119, R-119/1, R-214/1 etc. under Uttaran Service in Ward No 137, BR-XV.**; Estimated Cost : **Rs. 3,13,193.70** (including GST and CESS); Earnest Money: **Rs. 6300.00**; Period of Completion : **120 Days**;
4) NIT No.: KMC/XV/139/019/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of Work: **Improvement of Drainage System with Allied Passage Work near H/no. Q-495/1, Q-483/C/1 Molla Bagan Lane under Uttaran Services, in Ward No. 139, BR-XV.**; Estimated Cost : **Rs. 3,59,350.15** (including GST and Cess); Earnest Money : **Rs. 7,200.00**; Period of Completion: **60 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **08.07.2025 - 12 Noon** (for sl. no. 3 & 4); Documents download/sell start date (online) : **08.07.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 3 & 4); Documents download/sell end date (online) : **17.07.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 3 & 4); Bid submission start date (online) : **08.07.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 3 & 4); Bid submission closing (online) : **17.07.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 3 & 4); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **19.07.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 3 & 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil) / BR.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) KMC/XIV/128/023/25-26/UTTARAN (1st Call)
Name of Work: **Development of Drainage System by Laying of U/G Sewer Line Near-148A/29 and 148A/37 Bankim Pally (Slum Area), etc. in Ward No-128**; Work Value : **Rs. 4,85,827.98**; Earnest Money : **Rs. 9,800.00.** Completion Period: **30 Days.**
2)KMC/XIV/127/009/25-26/P (1st Call)
Name of Work : **Repairing and others Ancillary Works at Auro Binda Shishu Uddyan Park in Ward No. 127.** Work Value: **Rs. 2,95,783.71**; Earnest Money : **Rs. 6000.00**; Completion of Period : **30 Days.**; Last date of Submission of Bid: **17/07/2025 up to 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on: **19/07/2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **08/07/2025 - 5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2)

578/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২১৪ সংখ্যা, শনিবার ২০ আষাঢ় ১৪৩২

বাদল অধিবেশনে ঝড়ের ইঙ্গিতঃ প্রশ্নের মুখে অপারেশন সিঁদুর ও বিপর্যয়

ভারতীয় সংসদের বাদল অধিবেশনের মেয়াদ এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এই ঘোষণার নেপথ্যে প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক প্রয়োজন যাই থাক, রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। এমনিতেই চলতি অধিবেশনে একাধিক জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে. তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা ছিল, এবার তার সাথে যোগ হয়েছে ‘ সিঁদুর’, আহমেদাবাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে. বিস্তর বিতর্ক।এই প্রসারিত অধিবেশন যেন হয়ে উঠতে চলেছে রাজনৈতিক কাঠগড়া-যেখানে প্রশ্ন উঠবে নিরাপত্তা, দায়িত্বজ্ঞান এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে। প্রশ্ন উঠবে, আদৌ কি সরকারের উদ্দেশ্য আইনপ্রণয়নের সুযোগ বাড়ানো, নাকি বিরোধী স্বরকে আটকে রেখে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দাপট দেখানো? সরকারি সূত্র বলছে, বাদল অধিবেশনের সময় বাড়ানোর কারণ সংসদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল ও নীতি প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারা। তবে বিরোধীদের মতে, এটি নিছক প্রশাসনিক তৎপরতা নয়। বরং সরকারের লক্ষ্য সংসদের পাটাতনকে একটি রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা-যেখানে বিরোধীদের কোণঠাসা করে মনঃপুত প্রস্তাবগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া যাবে, আবার সাম্প্রতিক বিতর্কিত ঘটনাগুলি নিয়ে জবাবদিহির দাবি ও দাবানলকেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।আসন্ন ইস্যুগুলির ওজন বিচার করলে স্পষ্ট, এই এক সপ্তাহের সময়সীমা আদতে রাজনৈতিক ভারসাম্যের এক কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অপারেশন সিঁদুর নামক এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শোরগোল উঠেছে। দাবি করা হচ্ছে, সেনা বা আধা-সামরিক বাহিনীর কিছু অংশে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে শাসকদল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা নষ্ট করার অভিযোগ এনেছে।ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে সেনাবাহিনী সর্বদা রাজনীতির উর্ধ্বে থাকে, সেখানে এই ধরনের অভিযোগ শুধু সরকার নয়, গোটা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাকে দুর্বল করে। বাদল অধিবেশনের বর্ধিত অংশে এই ইস্যু নিয়ে জোরালো প্রতিবাদ এবং বিতর্ক হওয়াই স্বাভাবিক।সম্প্রতি আহমেদাবাদে এক নির্মীয়মাণ ব্রিজ ভেঙে পড়ে বহু মানুষের মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনা দেশজুড়ে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। প্রশ্ন উঠছে নির্মাণ সংস্থার ভূমিকা, প্রশাসনিক তদারকির অভাব এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি নিয়ে।এই দুর্ঘটনা বিজেপি শাসিত রাজ্যে ঘটায় বিরোধীদের হাতেই তুলে দিয়েছে অস্ত্র। তাঁরা সংসদে সরকারের ব্যর্থতা এবং জননিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে সরব হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ও দায়বদ্ধতার অভাবকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক আরও তীব্র হবে বলেই ধারণা।যে কোনও সংসদ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রের অগ্রগতির রূপরেখা নির্ধারণ। কিন্তু বাস্তবে অধিবেশনগুলো ক্রমশ যেন রূপ নিচ্ছে রাজনৈতিক কৌশল ও প্রতিহিংসার মঞ্চে।প্রশাসন যখন অধিবেশনের মেয়াদ বা।ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেই সিদ্ধান্তের পেছনে এক ধরনের রাজনৈতিক চাতুর্যের ছাপ থাকে। এটা একদিকে বিরোধীদের চাপ তৈরি করার কৌশল, অন্যদিকে জনগণের সামনে সরকারের ‘ সদিচ্ছা’ দেখানোর চেষ্টা। প্রশ্ন হল, এই সদিচ্ছার ফলেই কি সংসদে আরও সময় জোগানো হচ্ছে, নাকি সরকারের স্বার্থে বিতর্ককে চালিত করার এক জটিল রাজনৈতিক চাল?এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদি তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে জবাবদিহির পথে বাধ্য করতে পারেন, তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রের রক্ষা সম্ভব। কিন্তু যদি বিরোধীরা বিভাজিত থাকেন, অথবা হট্টগোল ও ওয়াকআউটের মধ্যে নিজেদের প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ রাখেন, তবে সরকারের হাতে সময় বা।ানোর অর্থ দাঁড়াবে আরও বেশি করে একতরফা আইন পাশ করার সুযোগ।এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে অতীতের একাধিক ঘটনা, যেখানে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হয়ে গিয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে আইনি জট বা জনরোষ তৈরি করেছে।সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষা ও সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ এখনো সংসদের কার্যকলাপকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা হতাশও, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা-তাতে ন্যূনতম আলোচনাও হয় না।অপারেশন সিঁদুর হোক বা আহমেদাবাদ দুর্ঘটনা-এই দুই ক্ষেত্রেই মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, দায়বদ্ধতার অভাব এবং তথ্য গোপনের প্রবণতা। এমন প্রেক্ষাপটে, সংসদ যদি সত্যিই জনমানসের প্রতিধ্বনি হয়ে উঠতে চায়, তাহলে এই বর্ধিত সময়ে শুধুই ‘ নয, দরকার প্রশ্ন, জবাব এবং যথাযথ আলোচনার।বাদল অধিবেশনের সময়সীমা বা।ানো যেন এক ঝড়ো সপ্তাহের আগাম বার্তা। সরকারের উদ্দেশ্য যাই হোক, এই সময়সীমার মধ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হবে, তা সহজে প্রশমিত হওয়ার নয়। বিরোধীদের কাছেও এটি এক ব। সুযোগ-তাঁরা যদি একত্রিত হয়ে জবাব চাইতে পারেন, তাহলে এই অধিবেশন হয়তো সত্যিকার অর্থেই কার্যকর হয়ে উঠবে।কিন্তু যদি সংসদ আবারও প্রহসনের মঞ্চে পরিণত হয়, তাহলে গণতন্ত্রের আত্মা আরও এক ধাক্কা খাবে। মানুষ চাইছে জবাব, মানুষ চাইছে স্বচ্ছতা। সংসদ কি সেই প্রত্যাশা পূরণে প্রস্তুত?এই বাড়তি সপ্তাহ তাই শুধু সময়ের বিস্তার নয়, এটি হল নৈতিক দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক পরিপক্বতার এক পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষায় কে কেমন ফল করে-তা ঠিক করবে ভবিষ্যতের ইতিহাস।

আকাশ জয়ের সোনার পালক-আস্থা পুনিয়ার ‘উইংস অব গোল্ড’ কেবল সম্মান নয়, ইতিহাস

ভারতীয় নৌসেনার আকাশপথে এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন সাব-লেফটেন্যান্ট আস্থা পুনিয়া। ‘ জেট প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে দেশের প্রথম মহিলা ফাইটার পাইলট হিসেবে সম্মানিত হলেন ‘ উইংস অব গোল্ড’ উপাধিতে। কেবল একটি সম্মান নয, এটি এক অনন্য অর্জন যা নারীর এগিয়ে চলার প্রতীক হয়ে উঠেছে।এখনও পর্যন্ত ভারতীয় নৌবাহিনীতে নারী পাইলটদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল নজরদারি বিমান বা হেলিকপ্টার পর্যন্ত। সেখানে আস্থার এই যাত্রা কেবল একটি ব্যতিক্রম নয়, এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সূচনা। ভবিষ্যতে তিনি ভারতীয় বিমানবাহী রণতরী থেকে যুদ্ধবিমান, এমনকি রাফালের মতো হেভিওযেট ফাইটার জেটও উড়িয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম মুখ হয়ে উঠতে পারেন-এমনটাই আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা।আস্থার এই সাফল্য শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ সমাপ্তির ঘোষণা নয়। এটি এক কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর কাহিনি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

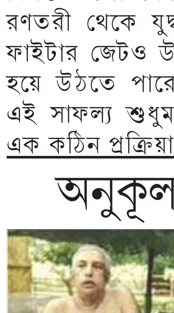

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ী বিবেকানন্দ ঃ স্বামীজীর মহা সমাধি দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ডঃ সুবীর মুখার্জি

এক সদানন্দ বালক, সিমলার নরেন... বর্ধিষ্ণু কায়স্থ বাড়ির সন্তান। ছোটবেলায় বাবার মক্কেলদের সাজানো নানান হুকোতে মুখ দিয়ে জাত হারানোর পরীক্ষায় এক রত্তি বিলে... সাক্ষাৎ মহাদেবের প্রতিরূপ।ঠাকুর ব্রাহ্মণ অস্থির চিত্তে পা বাড়ালেন দক্ষিণেশ্বরের ছোট ঘরে। কে যেন আসছে... তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তারপর ঘটে গেল নক্ষত্র লোকের মিলন। কলকাতার কায়েত বাড়ির নরেন এসে দাঁড়ালেন কামারপুকুরের ব্রাম্ভন গদাধর চ্যাটার্জির সামনে। শহর এসে দাঁড়ালো গ্রামের সবুজের কাছে। আকাশে জেগে উঠল ধ্রুবতারা, বাতাসে বেজে উঠল মাঙ্গলিক সুর, গঙ্গার স্রোতে মহাকালের ছন্দ, ভবতারিণী মায়ের মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি.... এল সেই যুগ সন্ধিক্ষণ.... মহাকাশে বেজে উঠল মহা শঙ্খ ধ্বনি। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে বললেন, কে নরেন এলি?কতদিন তোর অপেক্ষা করছি। এ তোর নিজের ঘর। নরেন গান ধরলেন মন চলো নিজ নিকেতনে.... এরপর ধর্ম রথ এগিয়ে চলল, ধুলোর মতো উড়ে যেতে লাগল মানুষের পাপ, মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের পতন, মানুষের কান্না, পথ থেকে সরে দাঁড়ালো আচার-বিচার জপ,তপ, তুলসী ,রুদ্রাক্ষ। পথের উপরে নীল নীলিমায় জাগ্রত হল ভালোবাসা প্রেম আনন্দ। জগত এসে নতজানু হলো গঙ্গাতীরে। অ-ব্রাম্ভন নরেন হয়ে উঠলেন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠদের সংঘ নেতা, মাথার মনি, পথ প্রদর্শক, ধ্রুবতারা। সমস্ত ভুবন জানল জীব সেবাই শিব সেবা মানবপ্রেম ঈশ্বরের সেবা। হুগলি জেলার আঁটপুরে অগ্নি সাক্ষী রেখে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ তারপর সারা বিশ্ব জানল স্বামী বিবেকানন্দকে.....আর শিকাগো ধর্ম মহা সভায় স্বামীজি সমস্ত পৃথিবীর কাছে চেনালো ভারত বর্ষকে......এবার আমি আসবো স্বামী বিবেকানন্দের শেষ দিনের স্মৃতি চারনায়। বারবার এটাই বেদনার মতো ফিরে আসে বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে.... ৫ই জুলাই ১৯০২ ভোর হয়েছে। সারারাত নন্দলাল ব্রহ্মচারী স্বামীজীর পা'দুখানি বুকের কাছে ধরে বসে ছিলেন। নানা কথা মনে পড়ছে নন্দলালের। গতকাল মধ্যাহ্নভোজে বসে স্বামীজি বলেছিলেন 'আর দিস নি রে নন্দ, আজ বড় বেশি খাওয়া হয়ে গেল'। এখনো যেন সে কথা স্পষ্ট বাজছে।সকাল সাতটায় নিবেদিতা এলেন। নীরবে স্বামীজির ঘরে ঢুকে নিবেদিতা গুরুদেব কে প্রণাম জানিয়ে তাঁর শায়িত দেহের বাম পাশে গিয়ে বসলেন। নিবেদিতার চোখ দুটো লাল। জলে ভরা। সাদা রুমাল দিয়ে তা মুছে নিচ্ছেন ঘনঘন। এর বেশি আবেগের কোন উচ্ছ্বাস নেই। নিবেদিতা তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে স্বামীজীকে। আর চেয়ে আছেন তাঁর 'রাজা'র দিকে।গঙ্গার ঘাট থেকে এক নারী কণ্ঠের বুকফাটা হাহাকার শোনা যাচ্ছে। স্বামীজীর মা ভুবনেশ্বরী দেবী দৌহিত্র ব্রজমোহন ঘোষকে নিয়ে এইমাত্র বেলুড়ে এসেছেন। কাঁদতে কাঁদতে কপালে করাঘাত করছেন জননী ভুবনেশ্বরী। সন্ন্যাসীরা তাকে পথ দেখিয়ে. স্বামীজীর ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকে মা ছুটে গেলেন ছেলের কাছে। দুই হাত দিয়ে ছেলের মাথাটি তুলে নিলেন নিজের বুকে। মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জননী পাগলের মত বলছেন, 'হ্যাঁ রে বিলে, তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে রে। হাড় মাস যে কালী হয়ে গেছে বাছার আমার। আর তোমরা ডাক্তার ডাকছো না কেন? চিকিৎসা করাও ঠিক ভালো হয়ে যাবে। আমি বেঁচে রইলাম, ওর দিদা বেঁচে রইল, আর তোমরা বলছ কিনা... বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভুবনেশ্বরী। চোখ তুলে একবার নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,' ও ভালো মেয়ে শুনছো, তোমাদের খ্রীশ্চেন ডাক্তারদের একটিবার খবর পাঠাও না ।ওরা ভালো চিকিৎসা করে শুনেছি। মেডিকেলে একবার ভর্তি করলে হয়না। নিবেদিতা মাথা নীচু করে বসে আছেন। জননীর বুকফাটা হাহাকারে মঠের পরিবেশ আরো বিষন্ন হল।.......... অগ্নি সংস্কারের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বছরখানেক আগে বেল তলায় দাঁড়িয়ে স্বামীজি বলেছিলেন ,দেখো শর, সামনেই ঠাকুরের চিতা শ্মশান। সমস্ত মঠ ভূমির মধ্যে এই স্থানটি সর্বোকৃষ্ট। স্বামীজীর শেষ ইচ্ছা মত শর মহারাজ স্থানীয. পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করেছেন। এখানেই স্বামীজীকে দাহ করা হবে। সকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মাঠ পিচ্ছিল চোরকাঁটা যেখানে সেখানে গজিয়েছে ।তাই স্বামীজীর দেহখানি সাবধানে নিয়ে গিয়ে চন্দনকাঠের চিতা বেদীতে রাখা হল।গিরিশ ঘোষ কাঁদছেন... বিলাপ করে বলছেন,... আমি বুড়ো বেঁচে রইলাম এই দৃশ্য দেখার জন্য ।তুমিতো ঠাকুরের ছেলে, ঠাকুরের কোলে গিয়ে উঠলে, বল দেখি এখানে আমাদের কি দশায় ফেলে অকালে চলে গেলে? প্রজ্বলিত চিতাকে বেষ্টন করে সবাই প্রস্তর মূর্তির মত বসে আছেন।......... সন্ধ্যা হতে আরও কিছু সময় বাকি। চিতা নির্বাপিত। সন্ন্যাসী ও ভক্তরা দেহাবশেষ মাটির সরায় সঞ্চয় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন। স্নানান্তে অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করে তার তর্পণ করেছেন পবিত্র আত্মার প্রতি।বেল গাছ তলায় নিবেদিতা বসে আছেন। তার সঙ্গে রাখা ঘড়িতে ছয়টা বাজে। এমন সময় জামার হাতায় কে যেন টান দিল। চোখ নামিয়ে নিবেদিতা দেখলেন, অগ্নি অঙ্গার থেকে অনেক দূরে তার পায়ের কাছে উড়ে এসে পড়েছে দুই তিন-ইঞ্চি সাইজের এক টুকরো গৈরিক বস্ত্রখণ্ড যা ছিল তার চরম প্রার্থিত। সাদা গাউন পরা তপস্বিনীর দুচোখে তখন ভরা শ্রাবণ। বড় বড় ফোঁটা। বৃষ্টি শুরু হল। নিবেদিতা কাঁদছেন। শুধুই কেঁদে চলেছেন।দেহ ত্যাগের দুদিন আগে স্বামীজী নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিবেদিতাকে । আয়োজন খুব বেশী ছিল না । অতি সামান্য উপকরণ । বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা দুধ, আলু সেদ্ধ, কাঁঠাল বিচি সেদ্ধ আর ভাত । উপকরণের অভাব বিবেকানন্দ আদরযত্নে পূরণ করে দিলেন । স্বামীজী নিজেই পরিবেশন করছেন । মজার মজার কথাবার্তা স্বামীজী বলছেন -- নিবেদিতা বসে বসে শুনছেন সে সব কথা আর খাচ্ছেন । খাওয়া শেষ হল ।স্বামীজী নিজের হাতে জল ঢেলে দিলেন। পরে নিজেই তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন । লজ্জা পেলেন নিবেদিতা । বললেন, স্বামীজী, এসব তো শিষ্য-শিষ্যারাই করে । আপনি এসব করছেন কেন ? স্বামীজী একটু হাসলেন । তারপর পরম স্নেহে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, তুমিতো জান যিশুও তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন । উত্তর শুনে বিমর্ষ হয়ে পরলেন নিবেদিতা । ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ । এ কি কথা শুনছেন তিনি গুরুর মুখে ? যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়ছিলেন কিন্তু সে তো তার মৃত্যুর আগের দিন । নিবেদিতা বিদায় নিলেন । গুরু আশীর্বাদ করলেন তাঁকে ।স্বামীজী ইঙ্গিতে আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন নিবেদিতাকে, কিন্তু নিবেদিতা বুঝতে পারেননি । আসল কথা কয়েকদিন স্বামীজীকে তো বেশ সুস্থই দেখাচ্ছিল ।৪ ঠা জুলাই ১৯৭২ সাল রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে স্বামীজীর মহাসমাধি হয.। বেলুড় মঠের যেখানে এখন স্বামীজীর মন্দির , সেখানেই তার মরদেহ রাখা হয়েছে , অগ্নিতে সপসর্গ করা হবে । এরপর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হলো , দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ।বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে ঐ চিতার আগুনের চারদিকে অনেক মানুষ , কেউ বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখছেন । নিবেদিতাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন । শোকে , দুঃখে , হতাশায় তিনি মুহ্যমান । তাঁর চোখের সামনে যেন তাঁর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে । যাঁকে দেখে , যাঁর আহ্বানে তিনি সব ছেড়ে এসেছিলেন , দেশ- জাতি-ভবিষৎ সব ভুলে ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি জ্ঞান করে , গুরুর মাতৃভূমির সেবার জন্য,যিনি তাঁকে ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতা করেছিলেন , সেই তিনিই চলে গেলেন ।নিবেদিতার কাছে এটা যেন এক মহাপ্রলয়ের ঘটনা।গঙ্গার ধারে স্বামীজীর চিতার সামনে দাঁড়িয়ে এ -সব কথা নিবেদিতার মনে পড়ছিল ।হঠাৎ নজরে পড়ল , দুদিন আগে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন স্বামীজীর গায়ে যে উত্তরীযটা জড়ানো ছিল সেটি দিয়ে.স্বামীজীর দেহটি ঢাকা আছে । গভীর দুঃখের সঙ্গে নিবেদিতা দেখলেন , চিতার আগুন আস্তে আস্তে গ্রাস করছে স্বামীজীর দেহকে এবং সেই আগুন প্রায় ছুচ্ছে ঐ উত্তরীযটিকেও । নিবেদিতা ভাবছেন - ‘ হায.! ঐ উত্তরীয়টিও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ! ওটি যদি স্বামীজীর স্মৃতি হিসাবে রাখতে পারতাম !লেলিহান অগ্নিশিখা তখন চাদরটিকেও ছুঁয়ে ফেলেছে । হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল গঙ্গা থেকে । ঐ চাদরটির একটি অংশ উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলল নিবেদিতার সামনে । নিবেদিতা চাদরটিকে সাগ্রহে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন । পরে আমেরিকায় মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন , আমি চেয়েছিলাম ঐ চাদরটিকে তোমার জন্য রাখতে , কিন্তু আগুন ধরে গিয়েছিল তাতে । ভাবলাম , সেটিও শেষ হয়ে যাবে ? আমার জন্য , তোমার জন্য স্বামীজীর শেষ দিনের স্মৃতি আর কিছু থাকল না ?জো , (মিস ম্যাকলাউড) তক্ষুনি গঙ্গার হাওয়া ওটিকে তুলে আমার সামনে ফেলে দিল । আমি ওটি রেখে দিয়েছি তোমার জন্য । আর জানো , যখন চাদরটির টুকরো আমার কাছে এসে পড়ল আমার কি মনে হোলো ? তখন আমার মনে হল , গুরুদেব যেন পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন , যেন একটি চিঠি । তাই আমার ধারনা , আমাদের স্বামীজী মারা যাননি , তিনি মৃত নন । তিনি জীবিত চিরজীবিত ।স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ’ যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে , অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যাব, আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যানের জন্য কাজ করতে থাকব ।নিবেদিতার মতো জোসেফিনও বিশ্বাস করতেন , স্বামীজী চিরজীবিত । তাঁর মৃত্যু নেই । একবার বেলুড় মঠে একজন সন্ন্যাসী তাঁর কাছে বলেছিলেন , swamiji was .... । তাঁকে থামিয়ে দিয়ে.বৃদ্ধা জোসেফিন জ্বলন্ত চোখে বললেন , what ? Swamiji was ? No , Swamiji is , My boy , swamiji is ! কি বলছ তুমি ? স্বামীজী ছিলেন ? না , স্বামীজী আছেন , স্বামীজী আছেন ।সেই মৃত্যুঞ্জয়ী স্বামীজীই আসল স্বামীজী । জগতের মানুষ কি তাঁকে চিনছে ? তবে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন what I am is written on my brow , if you can read it , you are blessed . If you can not , the loss is yours , not mine .কে আমি তা লেখা আছে আমার ললাটে । যদি তার পাঠোদ্ধার করতে পার , ধন্য তুমি । আর যদি না পার , তা হলে দুর্ভাগ্য তোমাদের , আমার নয় ।ধন্যবাদ ।সূত্রঃ ১)নিবেদিতা লোকমাতা , শঙ্করীপ্রসাদ বসু , ১ ম খন্ড , পৃঃ ১০৪-১০৬ এবং২)স্বামী বিবেকানন্দ বানী ও রচনা , পৃঃ ২০৯

মরার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় অন্য সব মানুষের কিন্তু মহামানবদের প্রকৃত বাঁচা শুরু হয় মৃত্যু দিন থেকে। সেখানেই যেন ১৮৬৩ সালের ১২ ই জানুয়ারি আর ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।নিবেদিতাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এর মধ্যে তফা কি? নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, অতীত পাঁচ হাজার বছরে ভারতবর্ষে যা কিছু ভেবেছে তার ই প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ আর আগামী দেড় হাজার বছর ভারত যা কিছু ভাববে তারই অগ্রিম প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। তকালীন সমাজব্যবস্থাকে সম্মান জানিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে শেষ করব এই শ্রদ্ধা নিবেদনের অর্ঘ্য.... স্থানীয় মিউনিসিপালিটি কেন মাঠ প্রাঙ্গনে স্বামীজীর শেষকৃত্যের অনুমতি দিতে বিলম্ব করেছিলেন? রামকৃষ্ণের ডেথ সার্টিফিকেট ছিল, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সার্টিফিকেট আমরা দেখতে পাই না কেন? বিশ্ববন্দিত পুরুষ যিনি বিশ্বকে জয় করেছিলেন তার সন্ধ্যায় দেহাবসান এরপর দিন কলকাতার কোন সংবাদপত্রে খবরটা প্রকাশিত হলো না কেন? মহা প্রয়াণের পরে স্বামীজীর স্মরণসভার আয়োজনে দুজন হাইকোর্টের জজকে সভাপতিত্বের অনুরোধ করা হয়েছিল। দুজনেই নিন্দাসূচক মন্তব্য করে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একজন তো বলেছিলেন, হিন্দু রাজা দেশ শাসন করলে বিবেকানন্দ কে ফাঁসি দেওয়া হত। কেন সমাজের সবচেয়ে আলোকিত শ্রেনী স্বামীজীর প্রতি এতটাই বিরূপ ছিলেন? স্বামীজীর সমাধিস্থলে একটি ছোট্ট মন্দির তৈরীর জন্য সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা সহজ হয় নি কেন? কেন মঠ কর্তৃপক্ষের এই মন্দির করতে ২২ বছর সময় লেগেছিল?(মন্দিরের কাজ ১৯০৭ সালে শুরু হলেও প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হয়। ২রা জানুয়ারি ১৯২৪) তৎকালীন নাক উঁচু এলিট সমাজ স্বামী বিবেকানন্দ কে কেন ব্যঙ্গ করে বলতো উনি বিবেকানন্দ নন... বিবি কা আনন্দ ?আসলে যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা গ্রহণ করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছি কিংবা আজও সঠিকভাবে তার বাণী এবং আদর্শকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। তাই আজও রাজনৈতিক যুপকাষ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীখন্ডী করা হয় প্রতিনিয়ত, যে স্বামীজি বলেছিলেন..... তোমরা হাজার হাজার সমিতি গঠন করতে পারো, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করতে পারো, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয়.স্থাপন করতে পারো-এসবের কিছুই ফল হবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতরে সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আবির্ভূত হয, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় জাগ্রত হয়, যে- হৃদয় সকলের জন্য অনুভব করে।..... একদিন তোমরা হাঁফিয়ে উঠবে পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে। তোমাদের চরম একাকিত্বে ভোগবাদ তোমাদের শান্তি দিতে পারবে না।... তখনই পশ্চিমের ভোগবাদ গা-ঝাড়া দেবে। ছুটে যাবে মানুষ ভারতবর্ষের পথে। তারা ফিরে এসে এই ব্যাংককের পাট্টায়া সি বীচে ভোগের চূড়ান্ত উপকরণ খুঁজবে না। তারা খুঁজবে একটা প্রস্তরখণ্ড... স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ধ্যানে মগ্ন হবার জন্য। এখানেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার চরম সার্থকতা, যে একদিন পশ্চিমের সমাজকে আধ্যাত্মবাদে মুক্তি◌ঃর পথ দেখাবে। প্রাচ্য পথ দেখাবে প্রাশ্চাত্য কে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চেতনায়।(আমার লেখা গ্রন্থ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিতব্যাংকের চিঠি ১৯৯৯ সালে কলকাতা বই মেলায় প্রকাশিত... অংশবিশেষ) ... রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সেই আদর্শেই আজ কাজ করে চলেছে, স্বামী বিবেকানন্দকে করে তুলেছে বিশ্ববন্দিত। আমরা যারা বেলুড় মঠে স্বামীজীর সেই স্বপ্নের বিদ্যামন্দিরে ছাত্রাবস্থায় কাটিয়েছি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন। আমরা গর্বিত যে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত এবং নির্দেশিত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ছাত্র ছিলাম। তাই এখনো বিশ্বাস করি স্বামীজীর সেই অমোঘ বাণী....কাজের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়োনা, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়ে থাকে। সাহস অবলম্বন করো। নেতা হতে যেওনা, সেবা করো। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন- সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থা মৃত্যুকে অবধি তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ করো

তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিল রাশিয়া, বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে কূটনৈতিক আলোড়ন

আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের ক্ষমতা দখলের প্রায় চার বছর পর, প্রথমবার কোনও রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল রাশিয়া। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বাধীন ক্রেমলিন এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শুধু মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে নয়, গোটা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে এক নতুন দিশা তৈরি করল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।বৃহস্পতিবার এই স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, তা প্রকাশ্যে আসে শুক্রবার। আফগানিস্তানে রাশিয়ার দূতাবাস সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে, তালিবান সরকারের নিযুক্ত প্রতিনিধি গুল হাসান হাসানকেও মস্কো ‘ আফগানিস্থানের রাষ্ট্রীয় দূত’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এর ফলে রাশিয়া এখন তালিবান শাসিত আফগানিস্তানকে একটি বৈধ রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে মেনে নিল।২০২১ সালের আগস্টে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরই তালিবান ফের দখল নেয় কাবুলের। সরকার গঠন করে তারা, ঘোষণা করে ‘ এমিরেট অফ আফগানিস্তান’। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে এক অদ্ভুত নীরবতা দেখা দেয়। কোনও দেশই তখন তালিবানকে সরকার হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।ঙ্ডএই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে এক কৌশলী কূটনৈতিক পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পশ্চিমি জোটের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর কৌশল হিসেবে রাশিয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে রাশিয়ার। ফলে মধ্য এশিয়ায় নিজের প্রভাব বিস্তার এবং আমেরিকা-বিরোধী জোট গড়ে তুলতে রাশিয়া আরও সক্রিয় হচ্ছে।ঙ্ডএই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক বা ক্রেমলিন থেকে এখনও কোনও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও তালিবান সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার গোপন আলোচনার ফলেই এই পদক্ষেপ। পাশাপাশি, তালিবানের তরফ থেকেও বহুদিন ধরেই রাশিয়ার কাছে কূটনৈতিক স্বীকৃতির আর্জি জানানো হচ্ছিল।বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই স্বীকৃতির ফলে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মো। আসতে পারে। রাশিয়ার সঙ্গে তালিবান সরকারের বাণিজ্যিক ও সামরিক যোগাযোগ বা।তে পারে। আবার এই পদক্ষেপ অন্য দেশগুলিকেও তালিবান নিয়ে নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে।তবে এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি উদ্বেগও থেকেই যাচ্ছে। কারণ, তালিবান সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নারী-শিক্ষা ও নারীদের কর্মসংস্থানের অধিকার হরণ করা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও বিরোধীদের নিপী।নের মতো একাধিক অভিযোগে আন্তর্জাতিক মহল দীর্ঘদিন ধরেই তালিবান প্রশাসনকে কাঠগ।ায় তুলেছে।এই প্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এখনও পর্যন্ত তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের আংশিক কার্যকারিতা আবার চালু হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগও বজায় রয়েছে। ভারতে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।তালিবান সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বিভিন্ন ইসলামি রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান, কাতার বা ইরান-এসব দেশের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, কোনও দেশ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। সেই আবহেই রাশিয়ার স্বীকৃতি তাদের জন্য কূটনৈতিক জয় বলেই মনে করা হচ্ছে।এখন দেখার বিষয়, রাশিয়ার এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে কী প্রভাব ফেলবে। পশ্চিমি দেশগুলি এই সিদ্ধান্তকে কেমনভাবে দেখবে, এবং অন্যান্য রাষ্ট্র কী একই পথে হাঁটবে, তা সময়ই বলবে। তবে রাশিয়ার এই সাহসী ও বিতর্কিত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের কূটনৈতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী মোড়।

সারিস্কায় নতুন সীমারেখাঃবাঘের ভবিষ্য না মানুষের উখাত?

ভারতের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম রত্ন রাজস্থানের সারিস্কা টাইগার রিজার্ভ। বাঘ সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেই দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত এই অভয়ারণ্য। কিন্তু সম্প্রতি যে বিষয়টি নিয়ে পরিবেশপ্রেমী, বন দপ্তর, প্রশাসন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা হল-সারিস্কা টাইগার রিজার্ভে নতুন কোর এলাকা নির্ধারণের পরিকল্পনা। এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে দ্রুত।এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন কোর অঞ্চল চিহ্নিতকরণ কি আদৌ বাঘ সংরক্ষণের পথে সহায়ক হবে, নাকি এতে আরও ঘনীভূত হবে মানব বন সংঘাত, জীববৈচিত্র্য রক্ষার বাস্তব সংকট এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের নৈতিক জবাবদিহি?বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পে ‘ এলাকা’ হল অভযারণ্যের সেই অংশ, যা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত। এই অঞ্চলে কোনও মানুষের বসবাস, কৃষিকাজ, পশুপালন বা শিল্প কার্যকলাপ অনুমোদিত নয়। এটি মূলত বাঘ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয।বর্তমানে সারিস্কার যে অংশ কোর এলাকা হিসেবে নির্ধারিত, সেখানে বন দপ্তরের নিয়ম মেনে চলা হয়, কিন্তু বাস্তবে অনেক সময়েই স্থানীয়দের উপস্থিতি, মেষপালন, গবাদি পশুর যাতায়াত এবং অরণ্য ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে বাঘের বাসস্থান যেমন সংকুচিত হচ্ছে, তেমনই বাড়ছে সংঘাত এবং প্রাণীর মৃত্যু।এই পটভূমিকায়, নতুন কোর এলাকা নির্ধারণ করে বাঘ সংরক্ষণের জন্য আরও ঘন, নিরবচ্ছিন্ন এবং মনুষ্যবর্জিত এলাকা গড়ে তোলার প্রস্তাব বহুদিন ধরেই ছিল। এবার সেই প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার দিকে এগোচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু বাস্তবতা এতটা সরল নয়।নতুন কোর এলাকা নির্ধারণ মানেই সেই এলাকার বাসিন্দাদের স্থানান্তর। সারিস্কার প্রস্তাবিত নতুন কোর অঞ্চলের আওতায় পড়ছে অন্তত এক ডজন গ্রাম। এই গ্রামগুলিতে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস, রয়েছে কৃষি এবং পশুপালনের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি।এখন তাদের পুনর্বাসন, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা ছাড়া এই স্থানান্তর বাস্তবায়ন করা কঠিন। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, বন দপ্তর ও প্রশাসন অনেক সময়ই এসব প্রশ্নে অস্বচ্ছ, শ্লথ এবং জনগণের আস্থাহীনতার জন্ম দেয়।প্রশাসন যখন নতুন কোর এলাকা নির্ধারণের জন্য এগোয়, তখন তার লক্ষ্য হওয়া. উচিত শুধু বন্যপ্রাণ রক্ষা নয়, বরং সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, বহু সময়ে মানুষ বন রক্ষার বলি হয়-সেই বন, যা তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পালন করেছে ও ব্যবহার করেছে।সারিস্কার নতুন কোর এলাকা নিয়ে বিতর্কের গভীরে রয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্ন-পরিবেশ রক্ষা এবং স্থানীয় উন্নয়নের ভারসাম্য কীভাবে রাখা যায়? একদিকে বাঘ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, কারণ তা শুধুই একটি প্রাণী রক্ষা নয়, এটি সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমের প্রতীক।অন্যদিকে, সেই সংরক্ষণের নামে যদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনাহারে ঠেলে দেওয়া হয়, তবে পরিবেশ রক্ষার এই প্রয়াস সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আর তখনই পরিবেশনীতি হয়ে দাঁড়ায় একতরফা শাসকের নির্দেশ।এই অবস্থায় নতুন কোর এলাকা নির্ধারণের আগে প্রয়োজন বিস্তারিত জনমত গ্রহণ, পরিবেশ-সমীক্ষা, এবং মানবিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা। প্রকৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবিকা রক্ষা করাও সমান জরুরি।ভারতে এক সময় প্রায় ৪০ হাজার বাঘ থাকলেও বর্তমানে সংখ্যাটা কয়েক হাজারের মধ্যে। যদিও ‘ টাইগার’ সফলভাবে সংখ্যা কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছে, তবুও তাদের বাসস্থান সংকোচন এবং মানব হস্তক্ষেপ তাদের অস্তিত্বকে বারবার সংকটে ফেলছে।

ডুয়ার্সের একাধিক নদীতে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের সেচ দফতর

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ ভুটান থেকে প্রবাহিত নদীগুলির জলে উত্তরবঙ্গের বন্যা সমস্যার নীরসনে ডুয়ার্সের একাধিক নদীতে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের সেচ দফতর। খরচ কমাতে নতুন রয়্যালটি ভিত্তিক মডেল নেওয়া হবে। সরকার কোনও অর্থ ব্যয় না করে নদী খাত থেকে তোলা বালি-পাথর উত্তোলনের বিনিময়ে ঠিকাদারদের খননের দায়িত্ব দেবে। ইতিমধ্যে সেচ দফতর জয়ন্তী- সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর সম্ভাব্য খননস্থল চিহ্নিত করে প্রাথমিক সমীক্ষা চালিয়েছে। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জয়ন্তী নদীর ক্ষেত্রে বন দফতরের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে।ওই ছাড়পত্র মিললেই ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ জুলাই ঃ সমাজের মানবিক চিত্র উঠে এল পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরে। ব্যস্ত শহরের জিটি রোডের পাশে অসুস্থ অবস্থায় পরে থাকা এক ব্যক্তিকে নিজের দায়িত্বে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করালেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু। পথচলতি বহু মানুষ পাশ দিয়ে চলে গেলেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়াননি। এমন পরিস্থিতিতে সমাজের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দেবু টুডু।

শুক্রবার সকালবেলায় নিজের বাসভবন থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে জিটি রোডের পাশে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন প্রাক্তন সভাধিপতি। ওই ব্যক্তি স্পষ্টতই অসুস্থ ছিলেন এবং ঠিকমতো কথা বলতেও পারছিলেন না। আশপাশে প্রচুর মানুষ থাকলেও কেউ এগিয়ে আসেননি। এমন দৃশ্য দেখে দেবু টুডু নিজেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং নিজের গাড়ি ডেকে অসুস্থ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যান বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌঁছে তিনি নিজেই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে ভর্তি করান ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ব্যক্তিটি বর্তমানে চিকিৎসাধীন এবং প্রাক্তন সভাধিপতির তত্ত্বাবধানেই তার চিকিৎসা চলছে। এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির নাম- পরিচয় জানা যায়নি। এই প্রসঙ্গে দেবু টুডু বলেন, একজন অসুস্থ মানুষ দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় পড়ে ছিলেন, অথচ কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। এই ছবি কোনও সুস্থ সমাজের পরিচয় হতে পারে না। আমরা যতই আধুনিক হচ্ছি, ততই যেন মানবিকতা হারিয়ে ফেলছি। আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি। আশা করছি, ওই ব্যক্তি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই ঘটনার পর অনেকেই দেবু টুডুর মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। শহরের অনেক বাসিন্দারাই বলছেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এমন কাজই সমাজকে বদলাতে পারে।

রেলের তিন লক্ষের বেশি শূন্যপদ খালি, ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ জুলাই ঃ রেলে বহু শূন্যপদ ফাঁকা। ফলে অতিরিক্ত ডিউটি করতে হচ্ছে বর্তমান কর্মীদের। কর্মীরা বিশ্রাম না পাওয়ার ফলেই ট্রেন দুর্ঘটনা বাড়ছে। অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি আর আর ভকত। শুক্রবার সংগঠনের বীরভূমের রামপুরহাট শাখার ১৫ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় রেলমঞ্চে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কে সি জেমস। সভায় একাধিক দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। সেই দাবি আগামী দিনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে বলে সভায় জানানো হয়েছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি আর আর ভকত বলেন, রেলের লোকো রানিং কর্মীদের সপ্তাহে দু'রাত্রির বেশি ডিউটি দেওয়া যায় না। বিদেশে এমন নিয়ম চালু রয়েছে। কিন্তু এখানে কর্মী অভাবে কর্মীদের চার রাত্রি করে ডিউটি দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়ার কথা। কিন্তু রেল সেই নিয়ম মানছে না। রেলের হাইপাওয়ার কমিটি রেকমেন্ড করেছে কোন কর্মীকে ৯ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করানো যাবে না। কিন্তু বর্তমানে ৮০ শতাংশ কর্মীকে ১২-১৪ ঘণ্টা ডিউটি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কারন রেলে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। তার মধ্যে শুধু লোকোতে ৩০ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য অতিরিক্ত সময়ের ডিউটি দায়ী। আমাদের দাবি অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা হোক। সেই সঙ্গে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ মেনে ২৫ শতাংশ রানিং আলাউন্স বাড়ানো হোক। সংগঠনের জোনাল সম্পাদক জে কে মণ্ডল বলেন, আমাদের কাজ হচ্ছে যাত্রীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সুরক্ষিতভাবে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু যে রাস্তায় ট্রেন চলবে না সেই রাস্তায় রেল কর্তৃপক্ষ জোর করে হ্যান্ড ব্রেকের কাজ করাচ্ছে। অতিরিক্ত কাজ করানোর ফলে আগামী দিনে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। রেলের বড়সড় লোকসান হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। হ্যান্ড ব্রেকের কাজ লোকো কর্মীদের না করালে দুর্ঘটনা কম হবে।

সাইবার প্রতারণার চক্রের তিন পান্ডাকে গ্রেফতার, বিধাননগর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ প্রতিনিয়ত বাড়ছে সাইবার প্রতারণা। শুধুমাত্র সামান্য কিছু অর্থের প্রলোভনে নিজের একাউন্ট ভাড়া দিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারন মানুষ। ভীন রাজ্যের এই প্রতারনা চক্র সক্রিয় বর্তমানে এরাজ্য। শুক্রবার এমনই এক প্রতারণা চক্রের তিন পান্ডাকে এনজেপি থানার পুলিশের সহযোগিতায় ফুলবাড়ি ও ডাবগ্রাম থেকে গ্রেফতার করলো কলকাতা বিধানগর নগর থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। সেখান থেকেই ট্রানজিট রিমান্ডের মাধ্যমে নিজেদের হেফাজতে নেবে বিধানগর পুলিশ। নাসির আহমেদ, রুকসার বিবি ফুলবাড়ি পশ্চিম ধনতলা নিবাসী ও রনি রানা, ডাবগ্রাম স্যাটেলাইট টাউনশীপ নতুন বস্তির বাসিন্দা। সাইবার প্রতারনার দায়ে এই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিধানগর পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, গত ২০২২ সাল ও ২০২৪ সালে বিধানগর থানার সাইবার ক্রাইমের কাছে ১২ লক্ষ ও ৪ লক্ষ টাকা প্রতারনার অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে কলকাতা বিধানগর পুলিশ। নানান সুত্র ধরে অবশেষে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ও ডাবগ্রাম থেকে ওই তিনজনকে গ্রেফতার করে। তবে তাদের কাছ থেকে কোন অর্থ উদ্ধার হয়নি। পুলিশ সুত্রে আরোও জানা গেছে একটি প্রতারণা চক্র দীর্ঘদিন ধরেই সাধারন মানুষের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে বিভিন্ন ভাড়া নেওয়া অ্যাকাউন্টে সেই অর্থগুলি রেখে দিত। তার বিনিময়ে অ্যাকাউন্ট ভাড়া বাবদ কিছু টাকা সেই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে দেওয়া হয়। পুলিশের অনুমান ধৃত এই তিনজন সেই ধরনের কোন কর্মকান্ডের সঙ্গে জরিত। এদের সূত্র ধরেই এই চক্রের মুল পান্ডার খোঁজ শুরু করবে পুলিশ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে বামেরা বিক্ষোভে, পাল্টা তৃণমূলের দাবি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ শহরের নাগরিক পরিষেবা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি পুরনিগম সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ - এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার হিলকার্ট রোডের অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে শিলিগুড়ি পৌর নিগম পর্যন্ত মিছিল করে বিক্ষোভে সামিল হল বামফ্রন্ট। শহরের রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে অচলাবস্থার অভিযোগে সরব হন বাম নেতৃত্ব। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শুধু উন্নয়ন নয়, শহরের আইনশৃঙ্খলাও ভেঙে পড়েছে। তাঁর মতে, বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড উন্নয়নের নামে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, বামেরা শহরের উন্নয়ন করতে ব্যর্থ ছিল। আজ শিলিগুড়ির যা উন্নয়ন, তা সব তৃণমূলের আমলেই হযেছে। অশোক ভট্টাচার্য্য নিজে মেয়র ছিলেন, তখন কী উন্নয়ন করেছিলেন? - পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনি।

তৃণমূল নেতাকে গুলি চালানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার বিজেপি বিধায়কের ছোটছেলে এবং গাড়ির চালক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৪ জুলাই ঃ তৃণমূল নেতাকে গুলি করার ঘটনায় উত্তপ্ত কোচবিহারের দুই নং ব্লক। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল রাজু দেকে লক্ষ করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠলো বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গতকালের এই ঘটনায় কয়েক রাউন্ড গুলির মধ্যে একটি গুলি লাগে ওই তৃণমূল নেতার ঘাড়ে। গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কোচবিহার শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে রাতেই তার অস্ত্রোপচার করা হয়। বৃহস্পতিবার কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের ঝিনাইডাঙা বাজার এলাকায় এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহার ২ নং ব্লক। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে গেলে সেখান থেকে গুলির খোল উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে রাতে বেসরকারি নার্সিংহোমে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। সরাসরি ভাবে তিনি বলেন - এই অভিশপ্ত রাতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে গুলি করা হয়েছে। ঈশ্বরের কি পাই তিনি বেঁচে গেছেন তার ডান কাঁধে গুলি লেগেছে এবং পাড়ার সাধারণ মানুষ তাকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে তার অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন সিসিটিভি ফুটেছে দেখা গেছে কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে এই নক্কারজনক ঘটনায়। তিনি আরো বলেন সুকুমার রায়ের ছেলে এবং তার সাগরেতারা বিধায়কের গাড়ি ব্যবহার করে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। এর থেকে লজ্জার কি হতে পারে। যাকে জনপ্রতিনিধি বানিয়েছে সাধারণ মানুষ তার গাড়ি করেই দুস্কৃতী কার্যকলাপ করা হচ্ছে তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সন্ত্রাসের কথা বলেন আর নিজের এলাকায় তার গাড়ি ব্যবহার করে তার ছেলেরা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে প্রাণে মারার চেষ্টা করছেন। তুমি জানান আমরা উত্তর বিধানসভার তিন দিকে পথ অবরোধ করেছি তবে পথ অবরোধ উঠে গেছে কারণ সাধারণ মানুষের অসুবিধা আমরা চাই না পাশাপাশি তিনি বলেন কোন তৃণমূল কর্মী ব্যক্তিগত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না প্রশাসনের উপর ভরসা আছে ইতিমধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে খুব দ্রুত অপরাধীরা শাস্তি পাবে। গতকাল রাতের এই ঘটনার পর থেকেই কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র উত্তপ্ত রয়েছে। শুক্রবার সকালে উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের চকচকা চেকপোস্ট পুন্ডিবাড়ী এবং খোলটা মরিচবাড়ি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক কারা টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই ঘটনায় পড়ে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের বড় ছেলে এবং গাড়ির চালককে আটক করেছে পুন্ডিবাড়ী থানার পুলিশ পরবর্তীতে তার কালো রঙের স্করপিও গাড়িটিও পুলিশ আটক করে পুন্ডিবাড়ি থানায় নিয়ে যায়। যদিও এই প্রসঙ্গে উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন - ২০১১ থেকে আজ অব্দি তৃণমূল কংগ্রেস উত্তর বিধানসভায় কোনদিনও জিততে পারেনি। এখানে তাদের সমর্থক নেই মানুষ তাদের সাথে নেই তাই যেভাবেই হোক আমাকে কালিমা লিপ্ত করতে হবে। সেই কারণেই তারা প্ল্যান করে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন পুলিশ আমাকে জানিয়েছে ছোট ছেলেকে সারেন্ডার না করলে বড় ছেলেকে ছাড়বে না। একই ধরনের দ্বিচারিতা। রাজ্যের পুলিশ কোনদিন এই ঘটনা ঘটাতে পারে? একজনকে ধরতে আরেকজনকে তুলে নিয়ে গেল একে এক্সচেঞ্জ অফার। তুমি বলেন আমার ছোট ছেলে ইতিমধ্যে থানায় সারেন্ডার করেছে। তুমি আরো বলেন সিসিটিভি ফুটেজে শুধুমাত্র কালো স্করপিও গাড়ি দেখতে পাওয়া গেছে। কালো গাড়ি কি শুধু আমার একার আছে, আর কারোর নেই। তদন্ত হলেই সব সত্য সামনে আসবে তবে এভাবে বিজেপিকে রোখা যাবে না। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কাদা তুলতে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায় বলেন - এই ধরনের ঘটনা এর আগে কোচবিহারে ঘটেনি। একজন বিধায়ক তার ছেলে সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে অস্ত্র নিয়ে গুলি করছে এর থেকে বড় সন্ত্রাস আর কি হতে পারে। তিনি আরো বলেন ব্যবহার করা হয়েছে বিধায়কের গাড়ি পাশাপাশি তার মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। দফায় দফায় বিক্ষোভের পর বিধায়কের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরবর্তীতে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক বৈঠকে জানান - গতকাল রাতে পুন্ডিবাড়ি থানায় এলাকার একটি গুলির ঘটনা ঘটেছে। আমরা দ্রুত তদন্তে নামি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এবং তদন্ত করে আমরা দুজনকে গ্রেফতার করেছি। আমরা ইতিমধ্যে চারজনের নামে অভিযোগ পেয়েছি যার মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। পাশাপাশি তিনি বলেন যে গাড়িটি করে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে সেই গাড়িটিকে আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। উল্লেখ্য শুক্রবার সকালেই বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ব্যবহৃত কালো রংয়ের স্করপিও গাড়িটি পুলিশ নিয়ে যায় পুন্ডিবাড়ী থানায়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার আরো বলেন আমরা গাড়িটির ফরেন্সিক তদন্ত করব এবং যে অস্ত্র দিয়ে গুলি চালানো হয়েছিল সেটা আমরা এখনো উদ্ধার করতে পারিনি তবে তদন্ত চলছে। তিনি বলেন দীপঙ্কর রায় এবং উত্তম গুপ্ত নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উত্তম গুপ্ত বিধায়কের গাড়ির চালক। এই ঘটনার পরেই বিধায়কের বড় ছেলে শুভঙ্কর রায় কে ছেড়ে দেওয়া হয়। বারংবাড়ী বিজেপির শক্ত ঘাঁটি কোচবিহারের উত্তর বিধানসভা। বামেদের সময় দীর্ঘ সময় এই অঞ্চলটি দখলে ছিল বামেদের যুগের অবসান হতেই এই অঞ্চলের দখল নেয় বিজেপি। এমতঅবস্থায় সুকুমার রায় গত বিধানসভা ভোটে জিতে বিধায়ক হন উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তার সঙ্গে থাকতো তার ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায়- এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে দীপঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে। যদিও এই প্রসঙ্গে পুলিশকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। নিখিলবাবু বলেন - পুলিশও কি আজকাল এক্সচেঞ্জ অফারে কাজ করছে। কোনরকম কোন ওয়ারেন্ট ছাড়া একজন বিধায়কের বড় ছেলেকে তুলে নিয়ে গেলেন যিনি অপরাধী নয় পাশাপাশি পুলিশ বললেন ছোট ছেলেকে দিলে তবেই বড় ছেলেকে ছাড়া হবে এ কোন ধরনের আইন। তিনি আরো বলেন যদি বিজেপি কর্মী সমর্থকরা কোন অভিযোগ দায়ের করে পুলিশের কাছে বা বিজেপি নেতৃত্ব তাহলে সেই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না পুলিশ। আসলে পুলিশ শাসক দলের হয়ে কাজ করে। তিনি বলেন পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন ঘটনার সত্য যাচাই করে উপযুক্তদের শাস্তি অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তাই বলে তাকে খুশি তাকে গ্রেফতার করা মূলত বিরোধীদের বেছে বেছে এ কোন ধরনের আইন পশ্চিমবঙ্গে চলছে তার উত্তর স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিতে পারবেন। শুক্রবার পরবর্তীতে কোচবিহার ২ নং অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ রাজু দেখে বেসরকারি হাসপাতালে দেখতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। বারবারই বিরোধীদের ভক্ত ঘাঁটি এই উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দল তাদের অস্তিত্ব জানান দিতে চাইছিল। এমত অবস্থায় গতকালের শাসক দলের নেতার উপর গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যবহার করা বিধায়কের গাড়ি এবং বিধায়কের ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ায় বেশ কিছুটা ব্যাক ফুটে ভারতীয় জনতা পার্টি। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়া দুজনকে আজ শনিবার আদালতে তোলা হবে।

লামডিং-বদরপুর পার্বত্য অংশে ভূমিধস সনাক্তকরণে সময়োপযোগী পদক্ষেপের জন্য স্বীকৃতি প্রদান

মালিগাঁও, ৪ জুলাই ঃ লামডিং ডিভিশনের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পি.ওয়েনিউ হারাঙ্গাজাও-এর অধীনে শ্রী অক্ষয় রাজ, ট্র্যাক

মেইন্টেইনার -IV -এর কাজের সময় প্রদর্শিত দৃষ্টান্তমূলক সতর্কতা এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতি দিতে পেরে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) গর্বিত। ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে সকালে, কিমি ১০৮৬-৭-এ স্টেশনারি ওয়াচম্যান হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন, শ্রী অক্ষয় রাজ হঠাৎ করে কিঃমিঃ ১০৮৭-৮-এ বাম দিকের রিটেইনিং ওয়াল এবং রেলওয়ে ট্র্যাকের সংলগ্ন পাশের ড্রেনের উপর কাদা এবং পাথরের টুকরো পড়তে দেখেন। ট্রেন পরিচালনের জন্য এটি আসন্ন বিপদ হতে পেরে বুঝে, তিনি প্রশংসনীয় তৎপরতা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেন। দেরি না করে, তিনি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পি.ওয়েজাটিঙ্গা লামপুর এবং গ্যাং নং ২৩ এবং ২৪-এর সংশ্লিষ্ট গ্যাং সঙ্গীদের অবহিত করেন এবং স্ট্যান্ডার্ড সেফটি প্রোটোকল অনুসারে ব্যানার পতাকা ব্যবহার করে ট্র্যাকের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি তাৎক্ষণিকভাবে সুরক্ষিত করেন। তার সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে রেল প্রশাসন যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার ফলে সম্ভাব্য যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়। দায়িত্ব পালনকালে অনুকরণীয় কর্মপ্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ, শ্রী অক্ষয় রাজকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সংবর্ধনা দেন। তাঁর প্রশংসনীয় সতর্কতা এবং নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে, জেনারেল ম্যানেজার তাঁর পদক্ষেপগুলিকে ট্রেন পরিচালনায় সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্মুখ সারির রেলওয়ে কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এই ধরনের দ্রুত এবং দায়িত্বশীল আচরণ রেলওয়ে পরিষেবার প্রকৃত চেতনাকে প্রতিফলিত করে। সতর্কতার এই পদক্ষেপের প্রশংসা করার পাশাপাশি, জেনারেল ম্যানেজার সমস্ত রেলওয়ে কর্মী এবং কর্মচারীদের তাদের কর্তব্য পালনের সময় সতর্ক এবং সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা যায় এবং যাত্রী সুরক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা যায়।

শান্তিপুরে 'আত্মঘাতী' কিশোরী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ জুলাই ঃ স্কুল শেষে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল কিশোরী। অভিযোগ স্থানীয়রা তাদের হেনস্তা করেন। পরে প্রেমিক-প্রেমিকাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন বাসিন্দারা। কিশোরীর অভিভাবকরা থানায় গিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে আসেন। সেই অপমানে আত্মঘাতী নাবালিকা! ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুরে। কিশোরী শান্তিপুর থানার গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। তড়িঘড়ি কিশোরীকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বুধবার স্কুলে যায় কিশোরী। স্কুল শেষে গয়েশপুর হাসপাতাল সংলগ্ন একটি মাঠে স্কুলেরই এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল। তা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের থেকে খবর পেয়ে থানা থেকে তাকে বাড়ি নিয়ে আসেন বাবা-মা। এদিন কিশোরীর বাবা প্রতিদিনের মতো কাজে বেরিয়ে যান। মা রান্না করছিলেন। অনুমান, সেই সুযোগে নিজের ঘরে ঢুকে আত্মঘাতী হয় নাবালিকা। দরজা খুলতেই ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার হয়। কিশোরীর বাবা বলেন, বন্ধুর সঙ্গে গল্প করায় এলাকাবাসী তাদেরকে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অপমানিত বোধ করে মেয়ে। হয়তো সেই কারণেই আত্মহত্যা করেছে।

গোয়েন্দা পুলিশের জালে দুই জাল নোট পাচারকারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুলাই ঃ গোয়েন্দা পুলিশের জালে দুই জাল নোট পাচারকারী, আন্তঃরাজ্য জাল টাকা পাচার চক্রের সঙ্গে এরা জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে গ্রেফতার মোট দুই জাল নোট পাচারকারী। এদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু জাল নোট। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়ে.ঃদা বিভাগের অফিসাররা এদের গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার কোনা বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার হয় রামিজ রাজা লস্কর ওরফে ভিকি (৩০)। দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়ে.ঃদা বিভাগের কাছে খবর ছিল এই রামিজ রাজা লস্কর ওরফে ভিকি জাল নোট পাচার করছে। এর একদিন আগেই এই রামিজ রাজা লস্করের এক সাকরেদ জসিমউদ্দিন ওরফে রকিকে (৩১) হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ প্রথমে জগাছার গড়ফা থেকে আটক করে। তাকে জেরা করে বৃহস্পতিবার রামিজ রাজা লস্করকে টাকা সমেত হাতেনাতে ধরে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। প্রসঙ্গতঃ বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা জগাছা থানার অন্তর্গত গড়ফা থেকে জসীমউদ্দীন লস্কর (৩১) ওরফে রকিকে গ্রেফতার করেন। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে সে জাল টাকা হাত বদল করতে ওখানে এসেছিল। তার কাছ থেকে জাল ৮ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। তার কাছ থেকে খবর পেয়ে লিলুয়া থানার অন্তর্গত কোনা বাসস্ট্যান্ডে গোন্দোরা হানা দেয়। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার রাতে রামিজ রাজা লস্কর (৩০) ওরফে ভিকিকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় জাল ৫,০০০ টাকা। এই দু'জন আন্তরাজ্য জাল টাকা পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মোবাইল নিয়ে বিবাদ, স্ত্রীকে কোপ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুলাই ঃ মোবাইল চুরির অভিযোগ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ। সেসময় স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোপ দেন স্বামী! পরে অন্য ঘরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই ব্যক্তি বলে অভিযোগ। মৃত ওই ব্যক্তির নাম উকিল বর্মন(৩২)। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের শীতলকুচি এলাকায়। তদন্তে পুলিশ। জানা গেছে, শীতলকুচির রাজারাম জয়দুয়ার গ্রামে ওই দম্পতির বাড়ি। উকিল বর্মনের সঙ্গে চম্পা বর্মনের বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। ওই ব্যক্তি দিনমজুরের কাজ করতেন বলে খবর। দু'জনের মধ্যে মাঝেমধ্যেই বিবাদ হত বলে জানা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। উকিল বর্মন দিন কয়েক আগে এলাকার এক ঠিকাদারের মোবাইল ফোন চুরি করে বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ওই ঠিকাদারের স্ত্রী উকিল বর্মনের বাড়ি গিয়েছিলেন। মোবাইলের জন্য টাকা চাওয়া হয়। কিন্তু টাকাপয়সা, মোবাইল কিছুই উকিল বর্মন দিতে পারেননি বলে খবর।

OFFICE OF THE PURULIA—II PANCHAYET SAMITY
Vill. Bongabari: P.O: V-Nagar, Dist: Purulia (W.B) ; Mobile No; 8373068635
E-mail ID: bdoepurulia2@gmail.com

"Tender is being invited by the Executive Oflicer,Purulia-II of village :Bongabari. Post V. Nagar, Dist : Purulia, for the various developmental work under Purulia-II PS vide Tender Notice (NIT) No : **NIT- 02/EO/P-11 2025-26 Dt. 02/07/2025** For more details requesting to follow the Office Notice Board, or may contact General Section of the undersigned on office day & time.

Sd/-
Executive Officer
Purulia-II Panchayet Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

'ই' ক্রয় ব্যবস্থার জন্য টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৫ তারিখ: ০৪/০৭/২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফে, প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হাইকোর্ট কিউআরএস অফিস (৫ম তলা), নতুন প্রশাসনিক ভবন, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩, খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডার ১৪:০০ টায় বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্র. নং	টেন্ডার নং	শেষ তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩৮২৫৩৮৭২	১৩/০৮/২৫	নর ব্রেমস ডিজাইন বিএমবিএস -এর জন্য বিওএক্সএনএইচএল/ বিসিএনএইচএল ওয়াগনের জন্য প্রাথমিক ব্রেক বিম।	২৭০টি	১,৩৭,৬৪০.০০
২	৩৮২৫৩৮৮৪	১৮/০৮/২৫	নর ব্রেমস ডিজাইন বিএমবিএস ইত্যাদির জন্য হ্যান্ড ব্রেক কেবল।	১৬৩০টি	১,৮৩,৮৮০.০০
৩	৩৮২৫৩৯৬৩	০১/০৯/২৫	ব্রেক পাইপ ইত্যাদির জন্য এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং।	৩৫৫৬০টি	১১,৪৯,৭৩০.০০
৪	৩৮২৫১৫৪৬	১৫/০৯/২৫	১৫টি জিনিসপত্র ইত্যাদি সমন্বিত খালি লোড বাক্স স্থাপনের জন্য কিট।	৩৭৬০ সেট	৩,৫০,২৪০.০০
৫	২৯২৫৪৮৪৮	২১/০৭/২৫	সিলিকন ইমপ্রেগনেটিং রজন সিলার্স এইচ৬২সি	১৫২৩ কেজি	১,১৭,৮২০.০০
৬	২৯২৫৪৬৯২	২২/০৭/২৫	ডব্লিউএপি-৭ -এর জন্য ব্রেক গিয়ার ব্যবস্থা	১৫ সেট	১,২৮,৯৮০.০০
৭	২৯২৫৫০৫৩	২৩/০৭/২৫	ছাদে লাগানো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।	১১১৬ টি	২০,০০,০০০.০০
৮	২৯২৫৩২৫৫	২৩/০৭/২৫	এনআই-সিডি ব্যাটারির ক্ষমতা ১৯৯ এএইচ সি৫এ, ভোল্টেজ ১.২ V/সেল।	৪৫ সেট	৬,৬৮,১৬০.০০
৯	২৫৩১১১এ	৩০/০৭/২৫	সিবিসি ইত্যাদির জন্য স্ফেরোলাস্টিক সাইলেন্ট ব্লক।	৩২১টি	১,৪৭,৭২০.০০
১০	৩০২৫৩৪৯৮	১৯/০৯/২৫	আইসিএফ কোচ ইত্যাদির জন্য অ্যাক্সেল বক্স হাউজিং।	৪৫০টি	২,০১,৭৮০.০০
১১	৪৫২৫৩১৩১	৩০/০৭/২৫	ইওজি-এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য রিটার্ন এয়ার ফিল্টার।	৩৩৩২টি	১,৭৪,৪১০.০০
১২	২৯২৫৩৬৭১	০১/০৮/২৫	সার্জ অ্যারেস্টার (গ্যাপলেস লাইটনিং অ্যারেস্টার)।	১৪২টি	২,৫৪,৬৯০.০০
১৩	২৫২৩৫০০৮এ	০৪/০৮/২৫	ট্র্যাকশন মোটর টাইপ এইচএস-১৫২৫০এ	১১২টি	২০,০০,০০০.০০
১৪	২৫২৫১২৪৬	০৪/০৮/২৫	ইম্পেলার ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্লোয়ার মোটর	৬৭ টি	১,৪৬,১৭০.০০
১৫	১৮২৫৩১৩৫	০৪/০৮/২৫	ফুল স্পিড কেবল ৩৫৫ এএমপিএস ০০এডব্লিউজি	৬০৫০ মিটার	২,০১,৩২০.০০
১৬	২৯২৫৫০৫১	০৮/০৮/২৫	৩ ফেজ টিএম টাইপ ৬ এফআরএ ৬০৬৮ -এর জন্য রোলার বিয়ারিংয়ের সেট	৬৬২ সেট	১১,২২,২০০.০০
১৭	২৯২৫৩১৫৪	১১/০৮/২৫	প্যান্টোগ্রাফ, ভিসিবির জন্য স্প্রিংলোডেড সুইচের সেট	২৫৩ সেট	১,৫৮,২৩০.০০
১৮	২৯২৫৩১৭২	১৩/০৮/২৫	সেকেন্ডারি স্প্রিং	১৯৪ টি	২,৩৭,৬২০.০০
১৯	২৫২৫৩৫৬৪	১৮/০৮/২৫	ফিঙ্গার কন্টাক্ট এবং ফ্লেক্সিবল শান্ট অ্যাসেম্বলি	১৪১৯ টি	২,৪৭,৮৯০.০০
২০	২৯২৫৩৩০৮	১৮/০৮/২৫	৩-ফেজ লোকোগুলির জন্য গিয়ার কেস অ্যাসেম্বলি	১২৮ সেট	১,৯১,৮২০.০০
২১	২৫২৫১২৭৭	২০/০৮/২৫	রিভার্সার, বৈদ্যুতিক লোকো জন্য ১৫০০ এএমপিএস. ক্ষমতার	৮১ টি	৫,০৭,৩৯০.০০
২২	২৫২৫১২৩৫	২৫/০৮/২৫	ডব্লিউএপি ৪ এবং ডব্লিউএপি ৭ লোকো গুলির জন্য গিয়ার কেস অ্যাসেম্বলি	৩৬৮ টি	১,৮৪,৩৭০.০০
২৩	৪৭২৫৩১১৪	১৬/০৯/২৫	ইওজি এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য ৬০ কেভিএ ট্রান্সফরমার।	৩৭ টি	১,৭০,২৭০.০০
২৪	৬০২৫০০০৩বি	৩০/০৭/২৫	ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি ইত্যাদি তৈরি ও সরবরাহ।	৮৪০০০০০ টি	৫০,০০,০০০.০০

আগ্রহী টেন্ডারাররা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিশেষ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে তাদের বিড অনলাইনে জমা দিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য বিডাররা অন্যান্য সমস্ত টেন্ডার এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত কোন সংশোধনী দেখার জন্য www.ireps.gov.in নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারেন। (PR-358)

Notice Inviting E-Tender

TenderRef:(i) TAP/e-NIT-09/2025-26 (ii) TAP/e-NIT-10/2025-26 (iii) 285/TGP/NIT/CFC/UNTIED/2025 DATE:03-07- 2025 BID SUB. CLOSING DT: 11-07-2025 AT 11AM Technical bid opening DT 14-07-2025 AT 11 AM

Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Four (04) No. works within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **(http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

আমাদের গ্রাহক এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আমাদের হাওড়া-১** শাখাটি দ্বিতীয় তল, ২৩১, জগৎ ব্যানার্জি ঘাট রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১-এ অবস্থিত, ৯ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে দ্বিতীয় তল, ৫৬, শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি রোড, পোস্ট-সাঁতরাগাছি, চ্যাটার্জিহাট, হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৪-এ স্থানান্তরিত হবে।
গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গণে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
আঞ্চলিক বিজনেস হেড

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

আমাদের গ্রাহক এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের বর্ধমান ১ শাখাটি তৃতীয় তল, স্বপ্ননীড়, ডিভিসি মোড়, পোস্ট অফিস-শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১-এ অবস্থিত, ৮ই অক্টোবর, ২০২৫ থেকে রাধাকৃষ্ণ ভবন, প্রথম তল, জি.টি. রোড, ভাঙাকুঠি, চারুচন্দ্র পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৪-এ স্থানান্তরিত হবে।
গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গণে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
আঞ্চলিক বিজনেস হেড

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১০/২৫-২৬; তারিখ: ০২-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং.** : এপি/ইএল/১০/২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে - কালীবাড়ি পাম্প হাউসে ২ লক্ষ লিটার ক্ষমতার ওএইচ ট্যাঙ্ক এবং ০.৭৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতার এসপি কলোনিতে ফিল্টার হাউস নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ১৯,০৩,২৪০.৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩৮,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা হবে** ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal
NOTICE INVITING e-TENDER-04/25-26, Date: 03/07/2025
For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for 10(Ten)Nos. works. Document download/sale/Bid submission starting from **08/07/2025 at 6.00 PM up to 24/07/2025 6.00 PM.** Bid Opening Date (Technical) **28/07/2025 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/017(e)/2025-26, Date: 04.07.2025
1. Repair and Renovation of Pumps, Motors and Other Electro-Mechanical Items at 10.84 MLD WTP, BabuGhat under Uttarpara - Kotrung Municipality (Part - 1). Bid Submission Closing Date- **21/07/2025**
Sd/- **Chairman,**
Uttarpara-Kotrung Municipality

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com
Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 01 & 5/SGP-1/ 2024-25dt: 03/07/2025 (Fund-15th Fc Un tied), NIT No: 2,3,4,6/SGP-1/2024-25 dt: 03/07/2025 (Fund-15th FC tied)**. Last Date of Bid Submission: **11/07/2025, 14:00 Hrs**. Date of Opening: **14/07/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ম্যান পাওয়ারের আউটসোর্সিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/ এলএমজি/১৪ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ০২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/ ২৫-২৬/০৬-আরটি, **কাজের নামঃ** এসএসই/পি/ আগরতলা অধীনে ১০৯৫ দিনের জন্য এস. কে. পাড়া-আগরতলা (যেমন লংতারাই টানেল- টানেল নং ০৩ আঠারামুড়া টানেল - টানেল নং ০৪, বারামুড়া টানেল-টানেল নং ০৫))এবং আগরতলা-সাবরূম সেকশন (শিবপুর টানেল টানেল নং-০১) এর মধ্যে ৪টি বিদ্যুতায়িত টানেলের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ম্যান পাওয়ারের আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬০,০৫,৭৯৬.২৮ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,২০,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গৃহস্থালী

টানা বৃষ্টিতে জামাকাপড় শুকোচ্ছে না? রইল ঝঞ্ঝাট এড়ানোর কয়েকটি উপায়

ক্যালেন্ডারের হাত ধরে বঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে। আর সেই থেকে টানা বৃষ্টি চলছে তো চলছেই। সকাল থেকে মেঘে ঢাকা আকাশ অন্ধকার, ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সূর্যের দেখা নেই। কোনও কোনও দিন যদি বা একটু বেলা বাড়লে রোদ উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই ফের বৃষ্টিতে মুখ ঢাকছেন সূর্যদেব! এমন এক অলস সময় দিনযাপন ছাড়া আর বোধহয় কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয়, এমন দিনেই ‘ বলা যায়’। কিন্তু বাস্তব যে বড় কঠিন! বর্ষার দিনেও প্রাত্যহিকতায় ছেদ পড়লে চলে না। অফিস করতে হয়, বাড়ির কাজও রোজকার মতো চলে। আর এই সময় সবচেয়ে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে যে বিষয়টি, তা হল জামাকাপড় না শুকনো। আর্দ্র বাতাসে জামাকাপড় শুকোতেই চায় না। আবার রোজকার ব্যবহারের পোশাক না কাচলেও নয়। এমতাবস্থায় কীভাবে মুশকিল আসান করবেন? আপনার বিরক্তির অবসানে রইল বেশ কয়েকটি টিপস।

প্রথমত, কাচার পর যে কোনও জামাকাপড় ভালো করে নিংড়ে নিতেই হবে। মনে রাখবেন, সেটাই সহজে জামাকাপড় শুকনোর মূল চাবিকাঠি। তারপর শৌচালয়ের হ্যাঙারেই পোশাক ঝুলিয়ে রাখুন। তাতে কিছুটা জল ঝরে যাবে। এরপর মেলার পালা। কী করবেন? বাড়ির কোনও ঘর ফাঁকা থাকলে তার ভালো কিছুই হবে না। সেই ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত লম্বা দড়ি টাঙিয়ে ফেলুন। তাতে একটু একটু ফাঁক রেখে মেলে দিন জামাকাপড়গুলো। পাখা চালিয়ে দিন। তাতে দিনভর শুকোবে আপনার বস্ত্র।

দড়িতে না মেলে ভেজা জামাকাপড় হ্যাঙারেও ঝুলিয়ে দিতে পারেন। তাতে হাওয়া চলাচল ভালো হয় এবং পোশাকও তাড়াতাড়ি শুকোয়। তবে হ্যাঙারে নিয়ে আবার ব্যালকনি কিংবা ছাদে দেবেন না। তাহলে হঠা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আবার রাতে মশারির উপরও জামাকাপড়গুলো মেলে দিতে পারেন। তাতে রাতভর শুকিয়ে যাবে। ঘরে এভাবেও জামাকাপড় শুকোতে পারেন।

এসব উপায় অবলম্বন করেও যদি জামাকাপড় না শুকোয়, তাহলে তো হাতের কাছে ইস্ত্রি কিংবা হেয়ার ড্রায়ার তো আছেই। জল ঝরে যাওয়া জামাকাপড় প্রথমে ড্রায়ার দিয়ে আরও খানিকটা শুকনো করুন, তারপর সোজা আয়রন টেবিলে নিয়ে গিয়ে চালিয়ে দিন ইস্ত্রি। ব্যস, সাফসুতরো গরমাগরম পোশাক পেয়ে যাবেন। বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন থাকলে কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে। ওয়াশিং মেশিনের ড্রায়ারই শুকনোর কাজ করে দেবে। বর্ষা মানেই দফায় দফায় বৃষ্টি। এই রোদ্দুর তো, এই মেঘ। অঝোরে বৃষ্টিতে যেন ছাতাও যথেষ্ট নয়। তা বলে তো আর অফিস ছুটি নয়। গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে কাকভেজা হতে হয় মাঝেমধ্যেই। আর ভেজা পোশাকে সময় কাটানো মানেই জ্বর-সর্দি হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা। কিন্তু রাস্তাঘাটে পোশাক বদল কিংবা শুকনোর সুযোগ পাওয়া তো সবসময় সম্ভব নয়। তবে সামান্য বুদ্ধির জোরে হতে পারে মুশকিল আসান। গায়ে পরে থাকা পোশাক শুকিয়ে নেওয়া সম্ভব। আপনার জন্য রইল টিপস।

পরনে থাকা জামাকাপড় যতটা পারেন নিগড়ে নিন। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পোশাক যেন কুঁচকে না যায়।

হাতের কাছে টিস্যু পেপার কিংবা শুকনো তোয়ালে থাকলে তা ভেজা জামাকাপড়ের উপর রেখে দিন। অতিরিক্ত জল সহজে শুষে নেওয়া যাবে।

হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ভিজে পোশাক শুকনো সম্ভব। তাই পাখা আছে কিংবা হাওয়া চলাচল ভালো হয়, সেরকম জায়গায় যান। তাড়াতাড়ি পোশাক শুকনোর চেষ্টা করুন।

হাতের কাছে কোনও চাদর থাকলে তা ভিজে পোশাকের নিচে রাখতে পারেন। ওই চাদরটির আবার শরীরের সঙ্গে স্পর্শ থাকলে ভালো হয়। তার ফলে খুব সহজেই পোশাক শুকিয়ে যাবে। হাতের কাছে হেয়ার ড্রায়ার থাকলে তো আর কথাই নেই। ওই হাওয়াতেও শুকিয়ে যেতে পারে আপনার পোশাক।

মোজা, স্কার্ফ কিংবা জ্যাকেটের জলধারণ ক্ষমতা বেশি। তাই ভিজে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলি খুলে ফেলুন।

বৃষ্টি পড়ার সময় রাস্তায় বাস কিংবা অটোর জন্য অপেক্ষা করছেন? এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। হাঁটাচলা করুন। তাতে ভেজার সম্ভাবনা কম।

বর্ষায় ভিজে জায়গায় বসবেন না। তাতে কোনও দাগ লেগে পোশাক নষ্ট হতে পারে।

এসির হাওয়ায় না থাকার চেষ্টা করুন। তাতে পোশাক শুকোতে বেশি সময় লাগবে। আবার জ্বর-সর্দিও হতে পারে।

গৃহসজ্জায় কৃত্রিম ঘাসের ব্যবহার

যতদিন যাচ্ছে হারাচ্ছে সবুজ। কংক্রিটের সাম্রাজ্যে পরিণত হচ্ছে আশপাশ। তাই বর্তমানে ক্রমশ বাড়ছে আর্টিফিশিয়াল গ্রাসের চাহিদা। কৃত্রিম উপায়ে ব্যালকনি কিংবা বাড়ির আশপাশের জায়গাকে বাগানে পরিণত করার জন্য এই ধরনের ঘাসের মতো ম্যাটের ব্যবহার করা হয়। তা দেখতে হয়তো ভালো লাগে। কিন্তু কৃত্রিম ঘাসের রয়েছে কিছু বিপদও। দ্য ইউনিভার্সিটি অফ প্লাইমাউথ কৃত্রিম ঘাস নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছে। তথ্য বলছে, কৃত্রিম ঘাস মাটির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। দীর্ঘদিন ধরে কৃত্রিম ঘাস মাটির উপর থাকলে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলে যেতে পারে। প্লাস্টিক মাটির জন্য সবসময়ই ক্ষতিকারক। কৃত্রিম ঘাসও তৈরি হয় মাইক্রো প্লাস্টিক দিয়ে। স্বাভাবিক্য ভাবেই এই কৃত্রিম ঘাসও মাটির ক্ষতি করে।প্রকৃত ঘাস মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তার ফলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু কৃত্রিম ঘাস তা করতে পারে না। তার ফলে দীর্ঘদিন মাটির উপর কৃত্রিম ঘাসের আবরণ থাকলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা করে। তার ফলে অল্প বৃষ্টিতে জল জমার সমস্যা তৈরি হয়। আর্টিফিসিয়াল গ্রাস বা কৃত্রিম ঘাসে কার্বন থাকে। যা মাটির জন্য ক্ষতিকারক। আবার কোনও বন্যপ্রাণী যদি কৃত্রিম ঘাসে মুখ দেয়, তবে তার শারীরিক সমস্যাও হতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ির বাগানে কৃত্রিম ঘাস না লাগানোই ভালো।

ভ্যাপসা গরমেও ঘর থাকবে ঠান্ডা, এই পাঁচ গাছ দিয়ে সাজান অন্দরমহল

সূর্যের তীব্র তাপপ্রবাহে বাড়িঘর যখন হট চেম্বারে পরিণত হয়, তখন ঠান্ডার আমেজ পেতে মানুষ এয়ার কন্ডিশনার চালু করতে বাধ্য হয়। যদিও বর্তমানে মানুষ জানে যে এসি মেশিন এবং এয়ার কুলারের মতো

যন্ত্রগুলি বিশ্ব উষ্ণায়নে কতটা প্রভাব ফেলে, তবুও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে.আমরা সকলেই অসহায় হয়ে পড়ি। এই ঋতুতে ঘরকে কিছুটা ঠান্ডা এবং সতেজ রাখতে পরিবেশবান্ধব সমাধানের দিকে ঝোঁকা যেতে পারে। সেটা কীরকম?

প্রাকৃতিক এয়ার কুলার, অর্থা বাড়ির অন্দরে গাছপালা লাগিয়ে গ্রীষ্মের তাপকে কিছুটা পর্যুদস্ত করা যেতে পারে। সহজ ইংরাজিতে যাদের ইন্ডোর প্ল্যান্ট বলে এখানে তাদের কথাই বলা হচ্ছে। এই ইন্ডোর প্ল্যান্টস ঘরকে ঠান্ডা রাখতে অনেকাংশে সাহায্য করে।

নাসার আর্থ সায়েন্স স্টাডি অনুসারে, গাছপালা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা পরিবর্তন করতে পারে। একইভাবে, ঘরের ভিতরের গাছপালাগুলিও একই প্রক্রিয়ায় ঘরকে সতেজ এবং শীতল রাখে। এখানে পাঁচটি ইন্ডোর প্ল্যান্টের তালিকা দেওয়া হল যা গ্রীষ্মের তাপকে পরাজিত করে ঘরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

যদিও ত্বকের যত্নে এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবুও অ্যালোভেরা গাছ বাতাস বিশুদ্ধ করার জন্য ঘরের ভিতর রাখা হয়। কারণ এটি ঘরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায়। অ্যালোভেরা গাছ ফর্মালডিহাইড এবং বেনজিনের মতো বিষাক্ত পদার্থগুলিকে ফিল্টার করতে সাহায্য করে, যা সাধারণত গৃহস্থালীর পণ্যগুলিতে পাওয়া যায়।

লাকি ব্যাম্বু-লাকি ব্যাম্বুকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা ঘরে সতেজতার অনুভূতি আনে। এই গাছটিকে খুব বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না। এটি বাতাস থেকে কার্বন মনোক্সাইড, বেনজিন এবং ফর্মালডিহাইডের মতো বিষাক্ত পদার্থ শোষণ করে।

পীচ লিলি- এই গাছটি বাড়ির অভ্যন্তরে একটি নান্দনিক স্পর্শ যোগ করে।এর রংবাহারি সুন্দর ফুল ঘরের শোভা বাড়ায়। এছাড়াও, এটি বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শোষণ করে, শ্বাসরোধ কমায় এবং গ্রীষ্মের মাসগুলিতে বাতাসে আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখে।

স্পাইডার প্ল্যান্ট-স্পাইডার প্ল্যান্ট কার্বন মনোক্সাইড এবং ফর্মালডিহাইডের মতো দূষণকারী পদার্থগুলিকে ফিল্টার করতে সাহায্য করে। এটি অক্সিজেন নিঃসরণ বাড়ায় এবং এর লম্বা ক্যাসকেডিং পাতার মাধ্যমে বায়ু সঞ্চালন উন্নত করে।

অ্যারেকা পাম- অ্যারেকা পাম ঘরে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বাতাস থেকে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করতে সাহায্য করে। এটি বাতাসের শুষ্কতা রোধ করে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করে।

বাড়িতে এই ৩ জিনিস রাখত নেই

একদিকে অফিস আবার আরেকদিকে সংসারের নিত্যদিনের কাজ। সব কিছু সামলে বাড়ি গোছানো আর তেমন হয়ে ওঠে না। তাই দিনের পর দিন বাড়িতে জমছে অব্যবহৃত জিনিসপত্র। তার থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়াচ্ছে। যার ফলে অসুস্থতার সম্ভাবনাও রয়েছে। নিজে এবং পরিজনেরা যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়েন তাই চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন কোন জিনিস বাড়িতে থাকলে হতে পারে চরম বিপদ। বর্তমানে বেশিরভাগ বাড়িতে ননস্টিক কড়া, প্যান ব্যবহার হয়। আপনার ব্যবহার করা ননস্টিকের বাসনপত্রে কি চটা উঠে গিয়েছে? তবে ওই কড়া কিংবা প্যান ভুলেও ব্যবহার করবেন না। কারণ, দীর্ঘদিন ওই বাসনপত্রে রান্না করলে শরীর খারাপের সম্ভাবনা বেড়ে যায় বেশ কয়েকগুণ। বঁটিতে সবজি কাটা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছেন। অভ্যাস বদলে রান্নাঘরে জায়গা করে নিয়েছে ছুরি। সেক্ষেত্রে চপিং বোর্ড এখন হালফিলের প্রত্যেক রান্নাঘরেই পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি কি প্লাস্টিকের চপিং বোর্ড ব্যবহার করেন? আর তা ভাঙছে না বলে বছরের পর বছর ব্যবহার করে চলেছেন? তবে আজই সাবধান হোন। প্লাস্টিক একেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তার উপর তা দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে পেটের সমস্যা হতে পারে বলেই মনে করছেন স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা।

লন্ডনে এক পার্টি’তে গলা জড়িয়ে গান গাইলেন ললিত-বিজয়

৪ জুলাই ঃ দুই ঋণখেলাপি ললিত মোদি আর বিজয় মালিয়া। কে না চেনেন। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ হয়ত না চিনলেও তাঁদের নাম শুনছেন। এদেরকে দেখা গেল, একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে। ভাবা যায়। দিনকয়েক আগে লন্ডনে এক বিশাল পার্টিতে দুই পলাতক ঋণখেলাপি হাজির ছিলেন। সেখানকার ভিডিও শেয়ার করেছেন ললিত নিজেই। তারপর থেকে আবারও প্রশ্ন উঠছে, অবাধে বিচরণ করতে থাকা দুই পলাতককে কেন দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে না?

ইনস্টাগ্রামে ললিতের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি গান গাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে সেই গানে গলা মেলালেন বিজয় মালিয়াও। রাতভর সেই পার্টি চলেছে। নাচে-গানে মেতে উঠেছেন অন্তত ৩০০ অতিথি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ক্রিস গেইল। পার্টির শেষে নিজের সই করা ব্যাটও ললিতকে উপহার দেন ইউনিভার্স বস।

ভিডিও শেয়ার করে দীর্ঘ ক্যাপশনে আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন লেখেন, ‘প্রতি বছরের মতোই আমার বাড়িতে সামার পার্টির আয়োজন করেছিলাম। অন্তত ৩১০ জন অতিথি এসেছিলেন। যাঁরা অনেক দূর থেকে শুধু এই পার্টির জন্যই এসেছেন, তাঁদের অজস্র ধন্যবাদ। সারারাত ধরে থেকে নিজের গল্প শোনানোর জন্য ধন্যবাদ ক্রিস গেইলকে।’ সঙ্গে রসিকতা করে ললিতের মন্তব্য, ‘ এই ভিডিওটা বেশ বিতর্কিত। অবশ্য আমি তো বিতর্কটাই সবচেয়ে ভালো করি। আশা করি এই ভিডিও নেটদুনিয়ায় ঝড় তুলবে না।’ বিজয় মালিয়াকে এই পোস্টে ট্যাগও করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, বিজয়ের বিরুদ্ধে ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ না মেটানোর অভিযোগ। একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণায় বিদ্ধ তিনি। দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁকে হাতে পেতে মরিয়া। অথচ ব্রিটেনে বহাল তবিয়তে ঘুরছেন তিনি। জোর গলায় দাবি করছেন, তিনি চুরি করেননি। অন্যদিকে, ভারতের বাজারে হাজার হাজার কোটির দেনা রয়েছে ললিতের। মূলত আর্থিক তছরুপ মামলায় আইনি জটিলতা থেকে বাঁচতেই দেশ ছেড়েছিলেন আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইডি-সহ একাধিক ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু দুই ঋণখেলাপি যেন সব নিয়মের উর্ধ্বে। গলাগলি করে ফুর্তিতেই দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা লন্ডনে।

বেসিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম সুবিধা যুক্ত ১৬টি অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৪ জুলাই ঃ সড়ক নিরাপত্তার কাজে ব্যবহারের জন্য ১৬টি বেসিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম সুবিধা যুক্ত অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন হল বুধবার। পরিবহণ দফতরের এই অ্যাম্বুলেন্সগুলির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর, আগরতলা পুর নিগমের মেযর তথা বিধাযক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যানবাহনগুলির নিযম্মাফিক ফিটনেস এবং ওভারলোডিং টেস্টের জন্য আইন প্রনযণের উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতে দুর্ঘটনার হাত থেকে বহু লোকের জীবন বাঁচবে। অন্তত ছয় মাস বাদে বাদে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবহণ দফতরের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ মযদানে বেসিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম ১৬টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান এবং ভেহিকেল লোকেশন ট্রাকিং এন্ড মনিটরিং সিস্টেমের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর, মেযর তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে পতাকা নেড়ে অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পরিবহণ দফতরের এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে পরিবহণ দফতর কেবলমাত্র গাড়ি, স্কুটি এবং বাইক নথিভুক্তকরণ নিযেই ব্যস্ত থাকত। বর্তমানে দায়বদ্ধতা নিয়ে সড়ক সুরক্ষার দিকটিও পরিবহণ দফতর সামাল দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আজকের এই অ্যাম্বুলেন্সগুলির জাতীয় সড়কের উপর গতিবিধি দেখা যাবে। এগুলি জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করে অতি দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে। এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যানবাহনগুলির নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ওভারলোডিং এর বিষয়টিও দেখভাল করা প্রয়োজন। এতে বহু লোকের জীবন বাঁচবে। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে আইন আনা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে ওভারলোডিং এবং ফিটনেস টেস্ট করা প্রয়োজন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে.পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যে যান দুর্ঘটনা এবং এর থেকে জীবনহানির ঘটনা অনেকটাই কমছে। কারণ একাধিক জাতীয.সড়ক নির্মাণ হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি সড়ক নিরাপত্তায.বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

ব্রহ্মোস-আতঙ্কে হাঁটু কাঁপার কথা স্বীকার পাকিস্তানের

৪ জুলাই ঃ ব্রহ্মোস আতঙ্কে হাঁটু কেঁপেছিল পাকিস্তানের। একথা স্বীকার করলেন খোদ পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের উপদেষ্টা রানা সানাউল্লা। জানালেন, ভারত যখন ওই ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল পরিস্থিতি বুঝে উঠতে মাত্র ৩০ থেকে ৪৫ সেকেন্ড সময় হাতে পেয়েছিল ইসলামাবাদ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন সানাউল্লা। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ভারত যখন নুর খান বিমানঘাঁটিতে ব্রহ্মোস ছুড়েছিল, পাক সেনার হাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডই ছিল বুঝে উঠতে যে ওটা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র কিনা। পরিস্থিতিটা ছিল সত্যিই ভয়ানক। এরই পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন সানাউল্লা। বলেন, পরমাণু যুদ্ধ লেগে যেতেই পারত। ওই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। তাঁর এই ভূমিকাকে স্বীকার করতেই হবে। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁর নাম শান্তির নোবেলের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, ভারত কিন্তু ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতির বিষয়টি অস্বীকার করেছে। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। সেই কথোপকথনে মোদি ট্রাম্পকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত কখনওই পাকিস্তানের বিষয়ে কোনও মধ্যস্থতা মেনে নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও নেবে না।

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও সম্প্রতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ভারতের ব্রহ্মস মিসাইলে বিপর্যস্ত হয়েছিল পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি। যার মধ্যে ছিল রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দ। আজারবাইজানে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, পাক বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল ভারত। পাকিস্তান তার আগেই হামলার মতলব কষেছিল। কিন্তু তাদের হতভম্ব করে আগেই হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের সব রণকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছিল নয়াদিল্লি। এবার সেই পাক আতঙ্কের কথা জানালেন সানাউল্লাও।

মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গেল ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল

৪ জুলাই ঃ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গেল ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল। বৃহস্পতিবার মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে বিল পাশ হয়েছে। গোটা বিষয়টিকে বিরাট রাজনৈতিক জয় হিসাবেই দেখছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। উল্লেখ্য, এই বিল ঘিরেই এলন মাস্কের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পএড়ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’টি কংগ্রেসে পাশ করাতে সমস্যায় পড়তে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে, এমনটাই মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। রিপাবলিকান সদস্যরাও ট্রাম্পের বিলের বিরোধিতা করতে পারেন বলে অনুমান করা হয়েছিল। কারণ এই বিল কার্যকর হল আমেরিকার ঋণের অঙ্ক বাড়বে, জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি ধাক্কা খাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের হয়ে আসরে নামেন মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার মাইক জনসন। ‘ রিপাবলিকানদের বুঝিয়ে বিলের পক্ষে ভোট দিতে রাজি করান তিনি।

শেষ পর্যন্ত ২১৮-২১৪ ভোটে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গিয়েছে ‘হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গেল ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন অর্থা শুক্রবার বিলে সই করবেন ট্রাম্প। তারপরেই বিলটি আইনে পরিণত হবে। ব।স। জয় পেয়ে সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘ এই প্রথমবার এমন বিরাট মাপের বিল পাশ হল। নতুন আইনের ফলে রকেট শিপের মতো উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে আমেরিকা।’ বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পর সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও। উল্লেখ্য, ‘হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়ে গেল ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’টির উদ্দেশ্য কর ও সরকারের ব্যয় সংকোচ। গত সোমবার মার্কিন সেনেটে আলোচনা হয় এই বিল। তারপরেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন এক সময়ের ‘ মাস্ক। সরকারি ব্যয় সংকোচের যে বিল নিয়ে এত সংঘাত, ক্ষমতায় এসেই সেই দপ্তরের প্রধান করা হয়েছিল এলন মাস্ককে। যদিও সংঘাতের জেরে সেই দপ্তর থেকে বহু আগেই ইস্তফা দিয়েছেন টেসলা কর্তা।

ভারতের সঙ্গে ১০ বছরের প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সম্মতি আমেরিকার!

৪ জুলাই ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং আমেরিকান প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আগামী ১০ বছরের জন্য প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছেন। পে ঃটাগনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, খুব শিগগির এই বিষয়ে উভয়পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষর করবে। মঙ্গলবার রাজনাথ সিং এবং হেগসেথের মধ্যে ফোনে কথা হয়। এর পর বুধবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে পে ঃটাগন। সেখানেই প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে উভয় দেশের আগামী দশ বছরে সহযোগিতার সম্মতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও বলা হয়েছে, উভয.পক্ষ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। পে ঃটাগনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পিটার হেগসেথ বলেছেন যে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার মনে করে আমেরিকা।

হেগসেথ ও জয়শংকরের সাক্ষাতের বিষয়ে পেন্টাগনের মুখপাত্র জানান, দুই পক্ষই প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং গত ফেব্রুয়ারি মাসের যৌথ বিবৃতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তৃতীয় শক্তির (পড়ুন চিন) আগ্রাসনের ঝুঁকি নিয়ে দুই দেশেই উদ্বেগ রয়েছে। এ নিয়ে তারা কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, দুই নেতা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদির যৌথ বিবৃতির আলোকে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা পর্যালোচনা করেন।’

আমেরিকার তরফে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দুই দেশ পরবর্তী ‘ ডিফেন্স অ্যাকসেলারেশন ইকোসিস্টেম সামিট’-এ অংশ নেবে। সেখানে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা ও প্রযুক্তি ও উপাদনে নতুন উদ্ভাবনের ওপর জোর দেওয়া হবে। হেগসেথ বলেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি। এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

পশুপালন ও মৎস্য সম্মেলনের আয়োজন

কলকাতা, ৪ জুলাইঃ গ্রামীন জীবিকা বিশ্ববাজারে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাণিসম্পদ ও জলজ চাষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি’ শীর্ষক এমসিসিআই পশুপালন ও মৎস্য সম্মেলনের আয়োজন করে।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের চেয়ারম্যান শ্রী প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য, জলজ চাষ, জলজ সম্পদ ও মৎস্য বন্দরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন) শ্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের বিশেষ সচিব ডঃ অভিজিৎ শেভালে, আইএএস এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ উৎপল কুমার কর্মকার সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।শ্রী স্বপন দেবনাথ পশুপালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ক সম্মেলন আএয়াজনের জন্য এমসিসিআইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার আরও বিশ্বাস করে যে এই খাতের একটি সংগঠিত শিল্পে পরিণত হওয়ার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী জানান যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাঁস-মুরগির জন্য ডিম উৎপাদন উৎসাহ প্রকল্প ২০১৭ ৩১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত মোট ডিম উৎপাদন ৩৩.৯০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং ২০,০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ডিমের চাহিদা ছিল ১৫২৮ কোটি, যেখানে রাজ্য ১৬৯০ কোটি ডিম উৎপাদন করেছিল। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গ ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।শ্রী দেবনাথ উল্লেখ করেন যে বিভাগ জলপাইগুড়িতে পোল্ট্রি প্রজনন ফার্ম স্থাপন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২২ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য কাতারে মাংস রপ্তানি করেছে।শ্রী দেবনাথ বলেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস প্রোটিন গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এবং বেসরকারি খাতকে এই মাংস সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেছেন।

হারানো ব্যাগ মেট্রো যাত্রীর কাছে ফেরত দিয়েছে আরপিএফ কর্মী

কলকাতা,৪ জুলাই ঃ ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে, সকাল ৯,৪০ মিনিটে, নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় প্ল্যাটফর্ম এলাকায় একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়।এরপর সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তা পাঠানো হয়।কিছুক্ষণ পরে, একজন যাত্রী নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা ব্যাগ এবং তাতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে তিনি তাকে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন।

অনন্যা পান্ডে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর

৪ জুলাই ঃ গত বছর ইনস্ট্যান্ট নুডল বিভাগে ‘কে-বোম্ব’ ব্র্যান্ডের মাধ্যমে প্রবেশ করে অভুতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছিল ‘টু ইয়াম!’ এবার প্রিমিয়াম নুডল সেগমেন্টে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে, তরুণ প্রজন্মের আইকন আনন্যা পান্ডেকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করে টু ইয়াম!টু ইয়াম!

নাম পরিবর্তন

আমি Sandip Kumar Sau So Sasadhar Sau ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ Jangalpara থানা - পুরশুড়া, জেলা-হুগলী প ঃ বঃ পিন নং ৭১২৪০১ স্থায়ী বাসিন্দা। আমার Driving Licence ভুলবশত Sandip Shaw So S. Shaw নাম উল্লেখ আছে। আরামবাগ কোর্টের Executive Magistrate হস্তক্ষেপ হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Sandip Kumar Sau So Sasadhar Sau নামে পরিচিত হলাম। এভিডেভিট (SL.NO 8388) তারিখ ১৮০৬২০২৫ Sandip Kumar Sau So Sasadhar Sau এবং Sandip Sau So S. Shaw একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

Name Change

I, Jayanti De (old name) wife of Piku Dey, residing at Vill: Palladaha, P.O-Kanchrapara, P.S- Jetia, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743145, W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Jayanti Dey (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit No. 112 dated 05/05/2025. Jayanti De (old name) and Jayanti Dey (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dipak De (old name) son of Gopal Dey, residing at Vill: Palladaha, P.O-Kanchrapara, P.S- Jetia, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743145, W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Dipak Dey (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit No. 112 dated 05/05/2025. Dipak De (old name) and Dipak Dey (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Arati De (old name) wife of Dipak Dey, residing at Vill: Palladaha, P.O-Kanchrapara, P.S- Jetia, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743145, W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Arati Dey (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit No. 112 dated 05/05/2025. Arati De (old name) and Arati Dey (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Piku De (old name) son of Dipak Dey, residing at Vill: Palladaha, P.O-Kanchrapara, P.S- Jetia, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743145, W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Piku Dey (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit No. 112 dated 05/05/2025. Piku De (old name) and Piku Dey (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shouvik Ghosh (Old Name) পিতার নাম Tapan Kumar Ghosh ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ চনাইট, থানা-আরামবাগ জেলা হুগলী পিন নং ৭১২৪১৩ প ঃবঃ। আরামবাগ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Souvik Ghosh (New Name) পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (SL NO-1228) তারিখ ৩০.০৬.২০২৫. Shouvik Ghosh (Old Name) এবং Souvik Ghosh (New Name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইলাম।

Name Change

I, Ankit Khaitan S/o Sunil Khaitan resident of Block B, Flat 5A, Diamond City North, 68 Jessore Road WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my minor sons's name is Master Yuvaan Khaitan instead of Master Nihansh Khaitan, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Kolkata on 26/06/2025. Master Yuvaan Khaitan and Master Nihansh Khaitan both are the same and one identical person.

খেলনা ট্রেনের ১৪৪ বছরের যাত্রা! প্রথম বার জন্মদিনে সাজল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৪ জুলাই ঃ ১৪৪ বছর ধরে পাহাড়ি পথের বুকে ছুটছে এক ছোট্ট রেলগাড়ি।

একসময় শাসকের আধিপত্যের প্রতীক হলেও, এখন সে হয়ে উঠেছে পাহাড়বাসীর প্রাণ, পর্যটকের ভালোবাসা এবং ঐতিহ্যের প্রতীক। সেই ঐতিহাসিক দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (DHR) খেলনা ট্রেন-এ বার প্রথমবারের মতো পালিত হল তার জন্মদিন। ১৮৮১ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ রাজের হাত ধরে পথচলা শুরু হয়েছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের। সেই শুরুর দিনটিকে স্মরণ করে এবং এই রেলের অবদানকে সম্মান জানিয়ে এবছর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ভারতীয় রেল। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃত এই রেল পথ একদিকে যেমন ঐতিহাসিক, তেমনই পরিবেশবান্ধব এবং পাহাড়ি জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯ শতকের শেষে ব্রিটিশরা যখন পাহাড়ি স্টেশনগুলিকে প্রশাসনিক ও অবকাশ যাপনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছিল, তখন দরকার পড়ে সমতল থেকে সহজে পৌঁছানোর মাধ্যমের। সেই লক্ষ্যেই তৈরি হয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে ২,০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথ মোট ৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। তখনকার দিনে চা, কাঠ এবং অন্যান্য পাহাড়ি সামগ্রী সমতলে পৌঁছানোর একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ছিল এই রেল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রেন হয়ে ওঠে পাহাড়ি জীবনেরই একটি অংশ, হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। এবছর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ১৪৪ তম বর্ষপূর্তিতে দার্জিলিং স্টেশনে আয়োজিত হয় বর্ণময় অনুষ্ঠান। সেজে ওঠে স্টেশন, রঙিন বেলুন, ঐতিহ্যবাহী আলোকসজ্জা এবং ফুলে ফুলে ভরে ওঠে গোটা চত্বর। উপস্থিত ছিলেন রেল দপ্তরের আধিকারিক, স্থানীয় প্রশাসন, পর্যটন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং প্রচুর সাধারণ মানুষ। বিশেষ ভাবে চালানো হয় এক ভিন্টেজ স্টিম ইঞ্জিন-যা একপ্রকার 'টাইম মেশিন' হয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় শতাব্দীপ্রাচীন অতীতে। শোভাযাত্রার মতো করে চলে সেই স্টিম লোকোমোটিভ, যাত্রীরা পরেন ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গাওয়া হয় লোকগান, বাজে পাহাড়ি বাদ্যযন্ত্র। ২০০০ সালে ইউনেস্কো দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষণা করে। সেই প্রথম কোনও পাহাড়ি রেলপথ এই স্বীকৃতি পায়। পরবর্তী কালে ভারতের আরও দুটি হেরিটেজ রেলপথ- কালকা-সিমলা এবং নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে-এই তালিকায় যুক্ত হয়। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের বিশেষত্ব শুধুই তার প্রযুক্তি বা নির্মাণ পদ্ধতিতে নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষের আবেগ, ইতিহাস এবং একটি প্রজন্মের স্মৃতি। এই রেলগাড়িই বহন করে নিয়ে যায় ইতিহাসকে বর্তমানের কাছে। যদিও জন্মদিনের আনন্দ উদ্যাপনে মেতেছে পাহাড়, তবু অনেকের মনেই রয়েছে আশঙ্কা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রেলপথও নানা সমস্যার মুখে পড়েছে- ভূউত্তোলন, অবৈধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং প্রশাসনিক অমনোযোগ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রেলপথের ভবিষ্যত রক্ষা করতে হলে চাই নিয়মিত সংস্কার, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং সর্বাগ্রে-স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ। এই রেল তাঁদের জীবনের অংশ, তাই তাঁদের মত ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব না দিলে, ঐতিহ্য রক্ষা করাও কঠিন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেল এখন আর কেবল এক যাতায়াতের মাধ্যম নয়। এটি যেন এক অনুভূতির নাম। দূর থেকে ট্রেনের বাঁশি বাজলেই পাহাড়ের আকাশ কাঁপে, পর্যটকের চোখে ঝলকে ওঠে আবেগ। ছবি তোলার মুহূর্ত, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ট্রেনের সাঁই সাঁই করে চলে যাওয়া- সবকিছু মিলে একটি জীবন্ত স্মৃতির মত। এই জন্মদিন তাই শুধুমাত্র অতীতের গৌরবগাথা স্মরণ নয়, ভবিষ্যতের জন্য এক বার্তা-যত্নে, ভালোবাসায় এবং সম্মিলিত উদ্যোগেই রক্ষা করা সম্ভব আমাদের এই অমূল্য ঐতিহ্যকে। টানা ১৪৪ বছর ধরে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলেছে এই 'খেলনা' ট্রেন। সময় বদলেছে, শাসক বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে- কিন্তু বদলায়নি এই ট্রেনের আবেগ। তাই এ বছরের জন্মদিন শুধুই একটি সংখ্যার উদ্যাপন নয়, বরং এক দীর্ঘ ও জীবন্ত ইতিহাসের সম্মান জানানো।

পাঞ্চেত থেকে বাড়তি জল ছাড়ায় আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ৪ জুলাই ঃ শুক্রবার থেকে ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট ও কোনার বাঁধ এলাকা সমেত সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই বৃষ্টিতে তেনুঘাটে জলের পরিমাণ বাড়লে আবার সেই জল সোজা পাঞ্চেতে আসবে এবং পাঞ্চেত থেকে তা ছাড়া হবে। ফলে ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে। রাজ্য সরকারের সেচ দফতরের পক্ষ থেকে নিষেধ করা সত্ত্বেও বুধবার থেকে পাঞ্চেত জলাধার থেকে ৪২ হাজার ৫০০ কিউসেক এবং মাইথন জলাধার থেকে ৩ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও এই পরিমাণ জল ছাড়া চলে। সূত্রের খবর, জল ছাড়া নিয়ে দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেশন কমিটির (ডিভিআরআরসি) সঙ্গে সেচ দফতরের আধিকারিকদের রীতিমতো কাগজে-কলমে বাক-বিতণ্ডা চলছে বলে জানা গেছে। রাজ্য সেচ দফতরের সর্বোচ্চ এক আধিকারিক ডিভিআরআরসি-র সদস্য সচিব সঞ্জীব কুমারকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় ভেঙে যাওয়া বাঁধগুলি সংস্কার ও পলি তোলার কাজ চলছে বলে এখন যেন তাঁরা জল না ছাড়েন।

বোলপুর হাসপাতাল চত্বরে মা ক্যান্টিন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ জুলাই ঃ দূর দূরান্ত থেকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা আগত রোগীদের আত্মীয়দের কথা কে এমন করে ভাবেন! তাদের মধ্যে কেউ খাচ্ছেন শুকনো মুড়ি, কারো জুটেছে চপ। কারো ভাগ্যে সেটাও জোটেনি। কেউ বিস্কুট, কেউ আবার জল খেয়ে কাটিয়ে দেন সারাদিন। অর্থের অভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা এই রোগীর পরিজনদের সারাদিন রোগীদের দেখানোর জন্য বসে থাকতে হয় হাসপাতাল চত্বরে। তাদের কারও খাবার জোটে আবার কারও জোটে না। এমনই মানুষদের কথা ভেবে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে শুরু হল মা ক্যান্টিন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং বোলপুর পুরসভার সহযোগিতায় এই ক্যান্টিন থেকে ৫ টাকার বিনিময়ে মিলবে ভাত, ডাল, সবজি, ডিমের কারি বা ঝোল। এদিন শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে পরিষেবা। জানা গেছে, প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কুপন দেওয়া হবে। কুপন অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করে নিতে হবে। তারপরেই নির্ধারিত সময়ে মিলবে খাবার। বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ বলেন, ভাবনাটাই সব। করোনার সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় এই মা ক্যান্টিন শুরু হয়। আজও জামমনী বাসস্ট্যান্ডে, মা ক্যান্টিনে প্রতিদিন ২০০ থেকে ২৫০ জন পাঁচ টাকার বিনিময়ে খেতে পান। সবই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণা। কিছুদিন আগে আমার বাবাকে দেখাতে নিয়ে আসি এই সরকারি হাসপাতালে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় গোটা পৌরসভা টিমের প্রচেষ্টায় এবং সর্বোপরি অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এবং সুদীপ্ত ঘোষের সাহায্যে আজ তা বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম দিন ১০০ জন মানুষ খেয়েছেন। আগামীতে এই সংখ্যা ২০০ থেকে ২৫০ হবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সাল থেকে রাজ্যের শহরাঞ্চলে পুরসভার মাধ্যমে শুরু হয়েছে মা ক্যান্টিন। যেখানে ৫ টাকার বিনিময়ে খাবার পান অসহায় মানুষেরা। এবার সেই পরিষেবা শুরু হলো বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। এদিন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে মা ক্যান্টিনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন

বোলপুর পুরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ, বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ড. দিবাকর সরকার। আপাতত অস্থায়ীভাবেই মা ক্যান্টিন চলবে। তবে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকে ৬ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা দেওয়া হয়েছে বোলপুর পুরসভাকে, বলে জানান হাসপাতালের সুপার দিবাকর সরকার। জানা গেছে সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই স্থায়ীভাবে মা ক্যান্টিন তৈরি হবে। নানুরের সাঁওতা থেকে আসা নূর আলি শা, ইলামবাজারের সেন্টু দাসরা জানালেন, পাঁচ টাকায় এক কাপ চা হতে পারে বড়জোর। তার বেশি কিছু নয়। এখানে এখানে খাবার দাবারও ভালো এবং রান্নাও ভালো। রোগী নিয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে এসেছেন। সারাদিন হয়তো শুকনো খাবার খেয়ে কাটাতেন। হোটেল থেকে ভাত, ডাল, সবজি কিনে খাবার সামর্থ্যটুকুও তাঁদের নেই। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে এই খাবার তাঁদের কাছে উপরওয়ালার আশীর্বাদ বলে মনে করছেন তাঁরা। ধন্যবাদ জানিয়েছেন পৌরসভা কে।

বদলাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জলবায়ু!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ ২০২৩ সালের সিকিম লেক বিপর্যয়ের দুঃসহ স্মৃতি আজও টাটকা, তবে এবার চিত্রটা আলাদা। ক্যালেন্ডার অনুসারে বর্ষাকাল হলেও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির দেখা মেলে নি। উত্তরবঙ্গে বর্ষার আগমনের একমাস পার হলেও এখনও পর্যন্ত দেখা মেলে নি পর্যাপ্ত বৃষ্টির। জুন মাস শেষে জুলাই শুরু হলেও উত্তরবঙ্গে এখনও তেমনভাবে দাপট দেখায়নি বর্ষা। উত্তরবঙ্গের প্রতি বর্ষার এই বিরাগভাজন হওয়া নিয়ে রীতিমত উদ্বেগ বাড়ছে উত্তরবঙ্গবাসীদের মনে। জুলাইতেও বর্ষা নিয়ে এখনও আশার আলো দেখাতে পারেনি আবাহওয়া দফতর। হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, হিসাব অনুযায়ী হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে বর্ষা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভারী বৃষ্টির দেখা মিলত, কিন্তু বর্তমানে ক্রমশ সেই রূপ বদলাচ্ছে বৃষ্টির। হাওয়া অফিস বলছে, মৌসুমী অক্ষরেখা আপাতত সক্রিয় হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি কবে হবে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। এবার আগেভাগেই উত্তরবঙ্গে বর্ষা এলেও বৃষ্টির আগমনে শুরু থেকেই তৈরি হয়েছে বিলম্ব। মূলতঃ বর্ষার ঢোকার পর থেকেই বৃষ্টিপাতের দরুন জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাগুলিতে বিভিন্ন নদীর জল স্তর বেড়ে ওঠে, কিন্তু সেচ দফতরের এবং ভারতীয় আবহাওয়া দফতর বা আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী এই দুই মাস অর্থাৎ আগস্ট পর্যন্ত তেমনভাবে বৃষ্টির দেখা মিলবে না। উত্তরবঙ্গে থমকে রয়েছে বর্ষা। ফলে বেশ কয়েকদিন প্যাচপ্যাচে গরম সহ্য করতে হবে ভরদুপুরবেলা হলেই ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাস করছে জেলার মানুষ। সিকিমের রাস্তা দিয়ে এই সময় বৃষ্টির ফোঁটাতে মুগ্ধ হয় পর্যটক। ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে রয়েছে চিন্তার ছবি। বর্ষার জলে ধোয়া উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের যে কী আশ্চর্য রূপ তা না দেখলে বোঝান যাবে না।

দুর্ঘটনায় মুখবয়ের বিকৃতির থেকে রক্ষা পাবে জলপাইগুড়ি জেলাবাসী, পরিষেবা চালু ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ এখন থেকে বাইক, কার, দুর্ঘটনায় মুখবয়ের বিকৃতির থেকে রক্ষা পাবে জলপাইগুড়ি জেলাবাসী, পরিষেবা চালু ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনের। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দীর্ঘ সময় থেকে চলে আসলেও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় সেই পরিষেবা এতদিন ছিলো বামনের চাঁদ ছোঁয়া। তবে রাজ্যে সরকার দ্বারা জলপাইগুড়িতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পর থেকেই অনেকটা বদলেছে সরকারি এবং বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা। একদিকে চলছে রাজ্যে পুলিশের পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ, শহরের পাস দিয়েই গেছে জাতীয় সড়ক, বাইক, ছোটো গাড়ী দুর্ঘটনায় বিশেষত মুখবয়ে গুরুতর আঘাত নিয়ে নির্দিষ্ট চিকিৎসকের অভাবে অনেক কেই ছুটতে হতো ভিন রাজ্যে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি রাজবাড়ী লাগোয়া একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রথম চালু হয়েছে ওরাল এবং ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি, এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন ডাঃ সৌভিক চ্যাটার্জি জানান, ওরাল এবং ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন হলেন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি মুখ, চোয়াল এবং মুখের আশেপাশের অঞ্চলের রোগ, আঘাত এবং ত্রুটিগুলির অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসা করেন। এই সার্জনরা মাথা, ঘাড় এবং মুখের অন্যান্য কাঠামোর চিকিৎসা করার জন্য প্রশিক্ষিত। একজন ওরাল এবং ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনের কাজের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে- আক্কেল দাঁত অপসারণ, মুখের আঘাত এবং ফ্র্যাকচারগুলির চিকিৎসা, মুখের টিউমার এবং সিস্টের চিকিৎসা, ঠোঁট এবং তালু ফাটার অস্ত্রোপচার, মুখের পুনর্গঠনমূলক সার্জারি। ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের বিশেষত বাইক এবং ছোটো গাড়ীর দুর্ঘটনায় আহতদের এই বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছি এই প্রথম, কারন এর পূর্বে এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওরাল এবং ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন পাওয়া যেত না, যে কারনে রুগীকে ভিন রাজ্যে অথবা অন্য বড় শহরে ছুটতে হতো মুখাবয়ে গভীর ক্ষত নিয়েও।

খুশির খবর বাঁকুড়াবাসীদের জন্য! দু'কোটি টাকার যন্ত্রাংশ বসল বাঁকুড়া মেডিক্যালে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ জুলাই ঃ সিএসআর প্রকল্পে আগেই প্রায় দু'কোটি টাকার যন্ত্রপাতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এক সংস্থা। সম্প্রতি সেই যন্ত্রগুলি সরবরাহ করার পর এবার সেগুলি মেডিক্যাল কলেজের হাতে হস্তান্তর করল ওই সংস্থা। নিয়ম মেনে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারের হাতে যন্ত্রগুলি অফিসিয়ালি হস্তান্তর করেন ওই সংস্থার আধিকারিকরা। অত্যাধুনিক মানের বহুমূল্যের ওই চিকিৎসা যন্ত্রপাতিগুলি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে বলে দাবি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের। রাজ্যের অন্যতম নামি সরকারি হাসপাতাল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ। চিকিৎসার ব্যাপারে এই মেডিক্যাল কলেজের উপর শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, পার্শ্ববর্তী পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাংশ এমনকি ঝাড়খন্ডের একাংশও নির্ভরশীল।

হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আধুনিক মানের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হলেও সেগুলি সরকারি ভাবে সরবরাহ না থাকায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। সম্প্রতি পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশান এই ধরনের যন্ত্রপাতির তালিকা চেয়ে পাঠায়। তারপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী ওই সংস্থা নিজেদের সিএসআর প্রকল্পে মোট ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে হাসপাতালে অপথালমিক আল্ট্রাসাউন্ড, ক্যামেরা এন্ডোস্কোপ সিস্টেম, বায়ো ফিডব্যাক সিস্টেম, ইসিটি, ল্যাপারোস্কোপ, স্পিরোমিটার, মাইক্রো ডেব্রিডার, ফান্ডাস ক্যামেরা সহ মোট ১০ টি আধুনিক মানের চিকিৎসা যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নেয়। সম্প্রতি যন্ত্রগুলি বসানোর পর আজ সেই যন্ত্রগুলি অফিসিয়ালি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আধুনিকমানের এই যন্ত্রগুলি পাওয়ায় এবার হাসপাতালের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে বলে আশা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে হামলার ঘটনায় ৫ জন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৪ জুলাই ঃ মন্তেশ্বর এ নিজের বিধানসভা

এলাকাতেই গতকাল তৃণমূল কর্মীদের একাংশের হাতে আক্রান্ত রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাকে কালো পতাকা এবং ঝাঁটা হাতে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি , তার গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। আঘাত লাগে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর এর পরই মন্তেশ্বর থানার পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে আজ শুক্রবার বেলা দুটো নাগাদ কালনা মহকুমা আদালতে তোলে। আদালতে যাবার পথে এক অভিযুক্ত এই ঘটনার সাথে সে যুক্ত নয় বলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাবি করে সে, তার দাবি ওই এলাকায় তারা ছিলেন কিন্তু এই ঘটনার সাথে কোনভাবেই তারা যুক্ত নয়। ধৃতদের মধ্যে দু'জন কে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে থানার মন্তেশ্বর পুলিশ। ধৃতরা হলেন মন্তেশ্বর এর কুলুটের বাসিন্দা মহিউদ্দিন বড়া, শেখ আজহারউদ্দিন, দিগনগরের বাসিন্দা সাদ্দাম মন্ডল, কুসুম গ্রামের বাসিন্দা বংশী বয়রা, মন্ডল পাড়ার বাসিন্দা সাহেব শেখ। এই পাঁচজনকেই এদিন শুক্রবার তোলা হয় কালনা মহকুমা আদালতে। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্লোগানকে সামনে রেখে 'পথনাটিকা'

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ জুলাই ঃ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্লোগানকে সামনে রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ট্রাফিক ইউনিটের পক্ষ থেকে পথ চলতি বাইক আরোহী ও গাড়ির চালকদের বিভিন্ন সময়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । এদিনও এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি কে সামনে রেখে হরিরামপুর ট্রাফিক ইউনিটের পক্ষ থেকে জেলার বুনিয়াদপুর ট্রাফিক পয়েন্টে স্থানীয় কাল কণ্ঠ সাহিত্য পরিষদের সদস্যদের দ্বারা একটি পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হয় । এই পথনাটিকার মাধ্যমে দুর্ঘটনা কি কি কারণে হয় এবং দুর্ঘটনার ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের অবগত করার লক্ষ্যেই এদিনের এই পথনাটিকা আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি বুনিয়াদপুর মহাবিদ্যালয়ের এন সি সির ক্যাডেট রা এই কর্মসূচি তে অংশগ্রহণ করে ট্রাফিক ব্যবস্থা কি করে নিয়ন্ত্রণ হয় সে বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং সেইসব এনসিসি ক্যাডেট দের কিছুক্ষণের জন্য বুনিয়াদপুর চৌপথি মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি ট্রাফিক ইউনিটের অন্যান্য সদস্যরা তাদের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করে । হেলমেট বিহীন বাইক আরোহী ও সিট বেল্ট ছাড়া গাড়ির চালকদের গোলাপ ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় । পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয় যেন তারা আগামী দিনে বাইক চালানোর সময় হেলমেট ও গাড়ি চালানোর সময় সিট বেল্ট অবশ্যই ব্যবহার করেন ।

NOTICE INVITING QUOTATION NO: 03/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP OF 2025-2026, Issued on 04.07.2025

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from reliable & reputed resourceful agencies for "Procurement of Cartridge and its installation for SPMU and Howrah(I) Divn, WBMIFMP". Last date of receiving application is-14/07/2025 at 2.00 P.M. All other document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP Irrigation & Waterways Dte.

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal
NOTICE INVITING e-TENDER-03/25-26, Date: 03/07/2025

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for 12(Twelve)Nos. works. Document download/sale/ Bid submission starting from **08/07/2025 at 6.00 PM up to 24/07/2025 6.00 PM.** Bid Opening Date(Technical) **28/07/2025 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223
NIT No- 12/15th CFC(Untied)/ 2025-26 Memo no-176(6)/15th CFC/2025-26, Date: 04.07.2025.

Date of issue tender paper(online) **04.07.2025 from 11.30 a.m to 3.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper: **11.07.2025 up to 3.00 pm.** Date of opening tender paper **14.07.2025 up to 3.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/০৯/২৫-২৬; তারিখ: ০১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং.:** এপি/ইএল/০৯/২৫-২৬; **কাজের নাম:** ডিডিএম -এ বৈদ্যুতিক কাজের জন্য: পূর্ণদৈর্ঘ্য সঞ্চালন এলাকা, নিষ্কাশন, অ্যাপ্রোচ রোড, গুডস ইয়ার্ডে গুডস অফিস, মার্চেন্ট রুম, গুডস অফিস, লেবার শেড, টয়লেট, পানীয় জল, সিসিটিভি। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ২২,৭০,৮৬৭.৭৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৫-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No.: UKM/PWD/016(e)/2025-26, Date: 04.07.2025

1. Supply installation and commissioning of Electromagnetic Flowmeter with construction of Flowmeter Chamber in different ESR outlet in Kotrung , Hindmotor and Bhadrakali zone under Uttarpara-Kotrung Municipality. **2.** Supply installation and commissioning of Electromagnetic Flowmeter with construction of Flowmeter Chamber in different ESR outlet in Uttarpara, Makhla and ShibtalaGhat zone under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date- **21/07/2025**

Sd/- **Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality**

বিজ্ঞপ্তি

আমি সনাতন হেমরম, পিতা- স্বর্গীয় মনীন্দ্র হেমরম, সাকিম- বনের পুকুর, পোষ্ট ও থানা-শান্তিনিকেতন, জেলা-বীরভূম, পিন নং- ৭৩১২৩৫, মোবাইল নং- ৭৫৮৫৮৭৯৫৬৯ বোলপুর কবি মোহনপুর মৌজা, জে. এল ৬৪ খতিয়ানে ২৩৪ দাগ নং. ৯০৩ এবং ৯১০ ০.৪৫ শতক এবং ০.২৪ শতক শুনা জমি বিক্রয় করা আবশ্যিক হওয়ায় উহা আমাকে বিক্রয় করিতে হইতেছে। তপশীলি জাতি (S.T.) নাহ্য দামে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহলে অদ্য হইতে ২১ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবে। অন্যথায় আমি সর্বসাধারণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিব।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ওয়েব সাইট ঃ www.hmc.org.in
কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

অনির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি এইচএমসির অধীনে ১ (এক) নম্বর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ০২.০৭.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২১.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০
অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ https://wbtenders.gov.in।
নং ED/Crematorium/06/25-26 তারিখঃ ০২-০৭-২০২৫
৭০(৩) / ২৫-২৬
৩.৭.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হিল্যান্ড পার্ক শাখা
৪৮ ই, সম্মিলনী পার্ক, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

Ref. No.: HLP/ADV/ 2025-26/13 (2)/2 **Dated: 16-06-2025**

সরফেসি আইন

অ্যানেক্সচার **A**

(ঋণগ্রহীতা(দের) যারা তাদের / তাদের/ তাদের সম্পদ/ সম্পত্তির উপর কোন নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করেছেন। এই নোটিশের অনুলিপি সেই জামিনদার(দের) কাছে অনুমোদিত হবে যারা তাদের/ তাদের/ তাদের সম্পদ/ সম্পত্তির উপর কোন নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করেননি)
প্রেরণকারীঃ
মিঃ প্রকাশ কুমার বাল্মীকি
১৮ / ৭, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০০০৮
মহাশয়,
আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর নোটিশ।
আপনার অনুরোধে, ব্যাংক আপনাকে **মোট ১৯,৭৮,০০০.০০ টাকা** আবাসন ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। এই নোটিশের তারিখে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত গৃহ ঋণ সুবিধা এবং এর অধীনে বকেয়া বকেয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমরা এখানে দিচ্ছিঃ

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া ব্যালেন্স ১৫.০৬.২০২৫ তারিখের হিসাবে
গৃহ ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ৪০৫৭৭৫১১০০০০০৭৯	টাকা ১৯,৭৮,০০০.০০ /-	২০,৪৪,০৫৮.৮০ /- টাকা (তারিখ পর্যন্ত চার্জবিহীন সুদ সহ অর্থাৎ ২১,৩৯০.৩৫ টাকা)

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ / সিকিউরিটিজ (ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/ সম্পত্তির কিছু অংশ) দ্বারা সুরক্ষিতঃ
কলকাতা পৌর কর্পোরেশন প্রাঙ্গণ নং ৭০, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), যা রাজা রামমোহন রায় রোড নামেও পরিচিত, ডাক ঠিকানা ১৮ /৭, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০৮, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা - তৎকালীন ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস - এ.ডি.এস.আর. বেহালা, ডি.এস.আর. - ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ভবনের নিচতলার দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত, যার আয়তন কমবেশি ৬৮৫ বর্গফুট। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যার আয়তন ২ টি শয়নকক্ষ, ১টি খোলা রান্নাঘর-কাম-ডাইনিং রুম এবং ১টি টয়লেট, ১টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, এর ন্যায্য বন্ধক।
জমি / সম্পত্তিঃ উত্তরঃ পল্টু চক্রবর্তী এবং মাস্টার সাউ -এর বাড়ি, দক্ষিণঃ ৫' প্রশস্ত রাজা রামমোহন রায় রোড এবং প্রতিবেশীর বাড়ি, পূর্বেঃ ৪' ৬'' প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমঃ মিঃ গুপ্তের ফ্ল্যাট এবং ভবন।
৩. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাংকের কাছে আপনার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশাবলী / নির্দেশিকা অনুসারে **১১.০৫.২০২৫** থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করছি। **২০,৬৫,৪৪৯.১৫ টাকা (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা)** এবং তার উপর মাসিক অবশিষ্টাংশের সাথে **৯.৭০ শতাংশ** হারে সুদ সহ ব্যাংককে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে হবে, এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার ঝুঁকি নেব।
৫. আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের কাছে সমস্ত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, পরিশোধ এবং সুরক্ষিত সম্পদ খালাস পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনার উপরোক্ত দায়বদ্ধতা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি, তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের অধিকার কেবলমাত্র পাবলিক নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অথবা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট চুক্তি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বানের তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং / অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্যান্য পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায়ের পরে অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, আপনাকে পরিশোধ করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত আয় থেকে যদি উল্লিখিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তাহলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে আইনগত / আদালত দায়ের করার অধিকার সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে রয়েছে আপনার কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল / আদালতে আইনিআদালত দায়ের করা।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনাকে বিক্রয়, লিজ, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনও উপায়ে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা তার উপর কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
১০. উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের ক্ষতি না করেই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত
প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

স্থান- কলকাতা
তারিখ-১৬।৬।২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-V/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/FR (1st Call)
Name of work : **Repairing and servicing of existing fountain at APJ Abdul Kalam Park, Kailash Mandir Garden, Adarsha Pally Park (RB Rd.), Dr. Debopriya Bose Park in Ward No. 118, Br-XIII, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,50,872.89**; Earnest Money : ₹ **5,020.00**; Period of completion : **10 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTGV/122/25-26/GC (1st Call)
Name of work : **Improvement of existing street lighting by installing of LED light fittings against damaged LED light fittings at MLG Rd., Parbon Goli and sourrounding areas in Ward No. 122, Br-XIII, KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,94,956.63**; Earnest Money : ₹ **9,900.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTGV/122/25-26/MG (1st Call)
Name of work : **Improvement of existing street lighting system by installing of energy efficient LED fittings at MG Road and surrounding areas of MG Rd. in Ward No. 122, Br-XIII, KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,95,829.39**; Earnest Money : ₹ **9,920.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date & time of submission of bid : **14.07.2025 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025 (4 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/126/4/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of park lighting system at Bakultala Sishu Uddyan and other different park in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **1,99,323.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **18 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/126/9/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and replacement works of Electrical Wiring, Equipment and Cooler cum Water Purifier at Sakher Bazar Super Market under KMC Br.-XVI**; Estimated Amount : ₹ **1,52,739.00**; Earnest Money : ₹ **3,100.00**; Period of completion : **14 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/126/15/25-26 (1st Call)
Name of work : **Arrangement of road side decorative lighting system at Subhas Pally surrounding pond area in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **4,68,819.00**; Earnest Money : ₹ **9,400.00**; Period of completion : **21 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/126/16/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Anandanagar D-Block and other different areas in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **4,69,487.00**; Earnest Money : ₹ **9,400.00**; Period of completion : **18 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/126/17/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Anandanagar E-Block, Subhas Nagar and other different areas in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **4,40,370.00**; Earnest Money : ₹ **8,900.00**; Period of completion : **21 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/126/20/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street light by replaceing unserviceable LED light (Green City Mission Work) at Sakher Bazar, Mahamilani and other different areas in Ward No. 126**; Estimated Amount : ₹ **4,83,062.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of completion : **18 Days**; Last date and time of submission of bid : **15.07.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **17.07.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025 - 6 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No 1 to 6)**.

The **Chief Municipal Engineer (SWM), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/SWM-II/E/25-26/10
Name of work : **Repairing and replacement necessary Wiring, Lights, Fans, BOHD Charging Point etc. works at Ward No. 46, 47, 51 and 54 Offices in Br.-VI area under SWM Department, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,96,602.62**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.07.2025 (4 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **05.07.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online quotation / percentage rate in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/SD/MMPS/LTGDB2/2025 (1st Call)
Name of work : **Manufacturing, Supply, Installation & Commissioning of 415V Electrical Power Distribution Board at VT Pump Room with other allied works at MMPS under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **7 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.07.2025 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **09.07.2025 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/S_D/D/04/PB/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing, overhauling with replacement of worn-out Components of 30 Cusec capacity DWF pump unit No. 'B' at DLPS**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **2% of Quoted Value**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **21.07.2025 (5 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**; For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen.

The **Deputy Chief Engineer (M)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-14/2025-2026
Name of work : **Uprooting surface dressing including removing vegetation inequalities etc. at Sirity, James Long Sarani, Sasisekhar, Hasting, Thakery Rd. DPS under PBPS (Drg.)/S&D**; Estimated Cost : ₹ **1,97,126.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.07.2025 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **10.07.2025 (5.30 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in** 580/25-26

পাকিস্তানের পর বাংলাদেশও, বিরাট-রোহিতদের সফর বাতিল!

মুম্বই, ৪ জুলাইঃ ইংল্যান্ড সফরে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এজবাস্টনে চলছে দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড সফরের পর সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের। বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা। সিরিজের সূচিও প্রকাশ হয়েছিল। আগস্টে বাংলাদেশ সফরে তিনটি করে ওয়ান ডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে ফের একসঙ্গে খেলতে দেখার সুযোগ। যদিও সেই অপেক্ষা বাড়তে চলেছে। বাংলাদেশ সফর স্থগিত করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তানে যাওয়া অনেক আগেই বন্ধ। দু-দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তার কারণেই এমন

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার ও বোর্ড। এ বার বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তাজনিত কারণ। সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা। সে কারণে সফর স্থগিত করতে চলেছে বোর্ড, এমনটাই খবর। সরকারের তরফেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। খুব তাড়াতাড়িই হয়তো বোর্ডের তরফে সফর বাতিলের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে। আগামী ১৭ আগস্ট থেকে ওয়ান ডে সিরিজ শুরুর কথা ছিল। টি-টোয়েন্টি হত ২৬ অগস্ট থেকে। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তেমনই ২০২৭ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। তার আগে সাদা বলে সীমিত ম্যাচই রয়েছে। বিশ্বকাপ জিতে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি। আইপিএলের মাঝপথে টেস্ট ক্রিকেটকেও বিদায় জানিয়েছেন দুই কিংবদন্তি। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তাঁরা খেলবেন এবং দু-জনকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ মিলবে, এমনটাই প্রত্যাশা। বাংলাদেশ সফর বাতিল হলে অপেক্ষা বাড়বে। সেই সম্ভাবনাই বেশি।

বকেয়া বেতন, ফিফার শাস্তির কোপ নেমে এল মহমেডানের উপর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ আজ ২০২৫ কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু তার আগেই নেমে এল ফিফার শাস্তির কোপ। গতবার সাদা-কালো জার্সিতে খেলা বেশ কিছু ফুটবলারের টাকা এখনও মেটায়নি ক্লাব। সব মিলিয়ে সেই পরিমাণ প্রায় কয়েক কোটি। টাকা না পেয়ে মিরজালল কাশিমভ দ্বারস্থ হন ফিফার। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন ফুটবলার সই করানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ফিফা চিঠি পাঠিয়েছে মহমেডানকে। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কাশিমভের আর্থিক দাবি-দাওয়া না মেটানোয় ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ফুটবলার সই করানোর ক্ষেত্রে মহমেডানের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। দাবি না মেটানো পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। আসলে গত মরশুম থেকেই মহমেডান ক্লাবে যেন আলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একের পর এক সমস্যায় জেরবার ময়দানের এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব। গত মরশুমে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রথমবারের মতো আইএসএল খেলতে নেমেছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। শুরুটা তারা ভালই করেছিল। সমর্থকরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই শুরু হয় ইনভেস্টরের সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের সংঘাত। মূলত ক্লাবের শেয়ার নিয়েই এই দ্বন্দ্বের শুরু। আর এর প্রভাব পড়তে শুরু করে ফুটবলার, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ ও ভেন্ডরদের উপর। কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ তো আইএসএল চলাকালীন বেতন না পেয়ে নিজের দেশেই ফিরে গিয়েছিলেন। ফুটবলাররাও টাকা না পেয়ে অনুশীলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। এর আগে ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে কয়েক সপ্তাহ আগে ফুটবলার সই করানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কারণ ফুটবলার থেকে ভেন্ডার, সব মিলিয়ে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বকেয়া ছিল ময়দানের এই বড় ক্লাবের। এরপর ক্লাবের পক্ষ থেকে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হলে বৃহস্পতিবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এআইএফএফ। কিন্তু একই দিনে এল ফিফার নিষেধাজ্ঞা। মহমেডান কর্তাদের অবশ্য অভিযোগ, দুই লগ্নিকারী সংস্থার মধ্যে কোনও বোঝাপড়া নেই। তাই ক্লাবের এই বেহাল দশা। কোনও রকমে কলকাতা লিগে দল নামালেও ডুরান্ডে তাঁরা কী ভাবে দল তৈরি করবেন তা নিয়ে দিশেহারা ক্লাব কর্তারা। এরপর আইএসএল তো দূরস্ত।

কানাডা ওপেনের কোয়ার্টারে ভারতের তিন শাটলার

টরন্টো, ৪ জুলাইঃ কানাডা ওপেন ২০২৫ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ভারতের জন্য এক গর্বের দিন। পুরুষ ও মহিলাদের এককে ভারতের তিন শাটলার পৌঁছেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে। কিদাম্বি শ্রীকান্ত, শ্রীয়াংশী ভালিশেট্টি এবং এস শঙ্কর সুব্রমানিয়ম প্রত্যেকেই তাদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে জয় লাভ করেন। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৩১ নম্বরে থাকা অভিজ্ঞ ভারতীয় শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত তাঁর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হন চাইনিজ তাইপের ওয়ার্ল্ড নম্বর ৭১ ওয়াং পো-ওয়ের বিরুদ্ধে। ম্যাচের প্রথম গেমে ১৩-১৮ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়লেও শ্রীকান্ত দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে ২১-১৯ ব্যবধানে সেটটি জয় করেন। দ্বিতীয় গেমেও ১০-১৩ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ছন্দ ফিরে পান এবং ২১-১৪ তে জয়ী হন। ম্যাচটি শেষ হতে সময় লাগে মাত্র ৪১ মিনিট। শ্রীকান্তের এই জয়ে তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেন এবং সেখানে মুখোমুখি হবেন শীর্ষ বাছাই চাইনিজ তাইপের অলিম্পিয়ান চৌ তিয়েন-চেনের সঙ্গে। মে মাসে মালয়েশিয়া মাস্টার্সের ফাইনালে পৌঁছানো শ্রীকান্তের জন্য এটি আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৫৭ নম্বরে থাকা উঠতি ভারতীয় শাটলার শঙ্কর সুব্রমানিয়ম সেমিফাইনালের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। চাইনিজ তাইপের হুয়াং ইউ কাইকে (বিশ্ব র‍্যাংকিং ৬৩) তিনি ২১-১৯, ২১-১৪ ব্যবধানে পরাজিত করেন। দুই গেমেই শঙ্করের নিয়ন্ত্রণ ছিল স্পষ্ট এবং ম্যাচের প্রতিটি পয়েন্টে তার আত্মবিশ্বাস ধরা পড়ে। মহিলাদের সিঙ্গলসে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ১৮ বছর বয়সী শ্রীয়াংশী ভালিশেট্টি। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৭৫ নম্বরে থাকা শ্রীয়াংশী মালয়েশিয়ার বিশ্ব র‍্যাংকিং ৪৫ এর লেতশনাআ কারুপাথেভানকে ২১-১৫, ২১-১৪ ব্যবধানে পরাজিত করেন মাত্র ৩৫ মিনিটে।

মার্কুয়েজের পদত্যাগে সঞ্জয় সেন নন! ভারতীয় দলের কোচের দৌড়ে সম্ভাব্য এই পাঁচ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ ভারতীয় ফুটবলের দলের বর্তমান পরিস্থিতি এক অনিশ্চিত অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে। সদ্য পদত্যাগ করেছেন জাতীয় দলের প্রধান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। আইএসএল জয়ী এই স্প্যানিশ কোচের অধীনে জাতীয় দল আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ৮টি ম্যাচে মাত্র ১টি জয়, এই দুর্বল পারফরম্যান্সের পর সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা তার সঙ্গে যৌথভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোচ হিসেবে মানোলো মার্কুয়েজ একসময় যাত্রা শুরু হয়েছিল আশার আলো নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রূপ নেয় ভারতীয় ফুটবলের এক হতাশাজনক অধ্যায়ে। বিশেষ করে হংকং, থাইল্যান্ড ও সিরিয়ার মতো প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের বিপক্ষে ড্র, সবই জাতীয় দলের হতাশাজনক চেহারা তুলে ধরে। এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের ফুটবলের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁর কাঁধে পড়তে চলেছে, সেই কোচের নাম নিয়ে ইতিমধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই দৌড়ে রয়েছেন সম্ভাব্য পাঁচ কোচ। **১. ইভান ভুকোমানোভিচ**। কেরালা ব্লাস্টার্সকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া এই সার্বিয়ান কোচ আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ। তাঁর অধীনে কেরালা তিন বার প্লে-অফে পৌঁছেছে এবং একবার ফাইনালও খেলেছে। ভারতীয় ফুটবল সংস্কৃতি এবং খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁর বিশদ অভিজ্ঞতা তাঁকে জাতীয় দলের জন্য এক আদর্শ প্রার্থী করে তোলে। **২. খালিদ জামিল**। ভারতের ঘরোয়া ফুটবলে 'জাদুকর' হিসেবে পরিচিত খালিদ জামিল ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও জামশেদপুর এফসির মতো দলের কোচ হিসেবে সফল হয়েছেন। আই-লিগ জয়ী এই ভারতীয় কোচের প্রধান শক্তি হলো স্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে দুর্দান্ত বোঝাপড়া। একইসঙ্গে এক অনুপ্রাণিত দল তৈরি করার দক্ষতা। জাতীয় দলে ভারতীয় কোচকে সুযোগ দেওয়ার দাবিও জোরালোভাবে উঠছে, যা খালিদ জামিলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছে। **৩. অ্যাশলে ওয়েস্টউড**। বর্তমানে হংকং জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ভারতকে পরাজিত করে তিনি আলোচনায় এসেছেন। এর আগেও আফগানিস্তান জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ভারতের বিশ্বকাপ স্বপ্নে জল ঢেলেছিলেন। বেঙ্গালুরু এফসির প্রাক্তন কোচ ওয়েস্টউডের অভিজ্ঞতা এবং ভারতীয় ফুটবলে তাঁর পূর্ববর্তী অবদান তাঁকে ফেডারেশনের নজরে রেখেছে। **৪. পার্ক হ্যাং-সিও**। ভিয়েতনাম জাতীয় দলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ হিসেবে পরিচিত। এই দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ ২০১৮ এশিয়ান গেমসে দলকে সেমিফাইনালে এবং ২০১৯ এএফসি এশিয়ান কাপে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে দেন। তার অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত দক্ষতা ভারতীয় দলকে নতুন করে গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। **৫. সার্জিও লোবেরা**। ওড়িশা এফসির বর্তমান কোচ এবং আইএসএলে সবচেয়ে সফল বিদেশি কোচদের একজন। বার্সেলোনার প্রাক্তন এই কোচ মুম্বই সিটি এফসির হয়ে আইএসএল ট্রফি ও শিল্ড জয় করেছেন। তাঁর দলে আক্রমণাত্মক ফুটবলের ছাপ স্পষ্ট। ভারতীয় জাতীয় দলের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

মুম্বই সিটি এফসির এই প্রাক্তন ফুটবলারকে নিয়ে আগ্রহী জামশেদপুর

জামশেদপুর, ৪ জুলাইঃ গত বছর খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছিল জামশেদপুর এফসিকে। গতবারের ডুরান্ডে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে জয় দিয়েই শুরু করেছিল ইস্পাত নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। এক্ষেত্রে প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়াকে। এক কথায় চমকে দিয়েছিল সকলকে। পরবর্তীতে মুম্বাই সিটি এফসি ম্যাচে ও বজায় ছিল সেই ছন্দ। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই ছন্দ হারাতে শুরু করেছিল একবারের শিল্ড জয়ীরা। সেক্ষেত্রে একটা সময় যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছিল সুপার সিক্সের লড়াই। তবে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগে বদলে গিয়েছিল সমস্ত সমীকরণ। একের পর এক ম্যাচে সহজেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল স্টিফেন এজেরা। তারপর অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসিকে। মাঝে ছন্দ পতন হলেও জয়ের সরণিতে ফিরতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। পরবর্তীতে ঘরের মাঠে এফসি গোয়া দলকে পরাজিত করার ফলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছিল সকল ফুটবলারদের। যারফলে খুব সহজেই দল চলে গিয়েছিল প্রথম ছয়ের মধ্যে। তারপর হুয়ান পেদ্রো বেনালির শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সেমিফাইনালে স্থান করে নিয়েছিল খালিদ জামিলের ছেলেরা। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জোসে মোলিনার মোহনবাগান। প্রথম লেগে তাঁদের বিরুদ্ধে জয় আসলেও সেটা বজায় থাকেনি দ্বিতীয় লেগে। সবুজ-মেরুনের কাছে পরাজিত হয়েই ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয় করার সুযোগ থাকলেও ফাইনালে পরাজিত হতে হয়েছিল মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়া দলের কাছে। এক্ষেত্রে নিজেদের সমস্যা গুলির সমাধান ঘটিয়ে সাফল্য আনাই অন্যতম লক্ষ্য এই ভারতীয় কোচের। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, নয়া ফুটবল মরসুমে মুম্বই সিটি এফসির এক প্রাক্তন মিডফিল্ডারকে দলে নিতে আগ্রহী খালিদ জামিল। তিনি জয়েশ রানে। গত সিজনের শুরুতে বেঙ্গালুরু এফসি থেকে তাঁকে দলে টেনেছিল মুম্বাই সিটি এফসি। তবে মরসুম শেষ হওয়ার পরেই রিলিজ করে দেওয়া হয় তাঁদের তরফে। এবার শোনা যাচ্ছে তাঁকে দলে টানার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে জামশেদপুর এফসি। তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই হায়দরাবাদ এফসি।

বাংলার এই রাইট ব্যাককে দলে টানল ডায়মন্ড হারবার এফসি

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৪ জুলাইঃ বিগত কয়েক বছরে বাংলার ফুটবল যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনার তত্ত্বাবধানে তাঁদের পারফরম্যান্স নিঃ সন্দেহে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সকলকে। গত মরসুমে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগে চূড়ান্ত সাফল্য পায় নরহরি শ্রেষ্ঠাদের দল। সেই সুবাদে এবার এই নয়া সিজনে প্রথম ডিভিশন আইলিগ তথা দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলার ছাড়পত্র চলে এসেছে তাঁদের কাছে। সেইমতো দল গঠন শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। পূর্বে একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের নিশ্চিত করেছে ডায়মন্ড হারবার। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছেন বাংলার এক রাইট ব্যাক। তিনি আকিব নবাব। পূর্বে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি তিরুরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর তেইশের এই ফুটবলার। তবে গত মে মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছে সেই চুক্তি। এবার নতুন মরসুমের জন্য তাঁকে দলে চূড়ান্ত করল বাংলার এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব। এই বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলবে দলের রিজার্ভ বেঞ্চকে। একটা সময় রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইয়ং চ্যাম্পস থেকে উঠে এসেছিলেন এই ফুটবলার। পরবর্তীতে যোগদান করেছিলেন চেন্নাইয়িন এফসির যুব দলে। সেখান কয়েক সিজন থাকার পর চলে যান আইলিগের ক্লাব বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডে। তারপর গত ২০২৪-২০২৫ মরসুমে যোগদান করেছিলেন তিরুর ফুটবল দলে। সেখান থেকেই এবার খেলতে দেখা যেতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার এফসির জার্সিতে। কলকাতা ময়দানের অন্যতম এই শক্তিশালী ফুটবল দলের জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরাই প্রধান লক্ষ্য থাকবে এই ফুটবলারের। অন্যদিকে, শেষ সিজনের মতো এবার ও দলকে সাফল্যের মধ্যে রাখতে চাইবেন কিবু ভিকুনা। সেক্ষেত্রে এবার ও তাঁর পছন্দকই গুরুত্ব দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট।

'দাবায় আগ্রহ হারাচ্ছি!'

'দুর্বল' বলে কটাক্ষ করা গুকেশের কাছে ফের হেরে ঢোঁক গিললেন কার্লসেন

জাগ্রেব, ৪ জুলাইঃ একমাসও হয়নি। নরওয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ডি গুকেশের কাছে হেরে রাগের বশে টেবিল চাপড়েছিলেন দুনিয়ার এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন। সেটা ছিল ক্লাসিক্যাল দাবা। এবার ব্লিজেও তিনি একইভাবে কুপোকাত হলেন। হারালেন সেই গুকেশ। তবে এবার টেবিল থাবড়ালেন না, উত্তেজিত হ্যান্ডশেকও সারলেন না। বদলে দাঁড় করালেন অজুহাত। জানালেন, দাবা বস্তুটাই আর উপভোগ করছেন না তিনি। প্রতিযোগিতার উত্তেজনা হারিয়ে ফেলছেন! অথচ টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বছর উনিশের গুকেশের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কার্লসেন। তাঁকে 'দুর্বল' বলে দেগে দেন। ক্লাসিক্যালে ঠিক আছে, কিন্তু র‍্যাপিডে সেভাবে ক্ষিপ্র ও ধারালো নন গুকেশ-সাফ জানান নরওয়ের দাবাড়ু। প্রতিপক্ষের মুখের কথার জবাব যদিও পালটা বাকযুদ্ধে জড়িয়ে নয়, চৌষট্টি খোপের খেলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন গুকেশ। নরওয়ের ম্যাচে ভাগ্যের সাহায্য জুটেছিল-একথা সাফ সাফ মেনে নিলেও গতকাল সুপার ইউনাইটেড র‍্যাপিড ও ব্লিজ টুর্নামেন্টের র‍্যাপিড বিভাগে দাপটের সঙ্গে চাল চেলে কার্লেসেনকে নাস্তানাবুদ করলেন গুকেশ। লড়াই হেরে গেলবার ক্লাসিক্যাল দাবায় আগ্রহ হারানোর কথা ঘোষণা করেন কার্লসেন। এবার আরও একধাপ হেরে বলেন, ''সত্যি বলতে, এই মুহূর্তে দাবা খেলাটা উপভোগ করছি না। যখন খেলছি তখন কোনও উত্তেজনা হচ্ছে না। প্রতিমুহূর্তে দ্বিধায় ভুগছি, যেটা খুব খারাপ!'' কার্লসেন মুখে যাই বলুন না কেন, চলতি টুর্নামেন্টে তাঁকে ছাপিয়ে শীর্ষে কিন্তু সেই 'দুর্বল' গুকেশ। ছয় রাউন্ড শেষে টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে ভারতীয় দাবাড়ুর পয়েন্ট ১০। ৬ পয়েন্টে পিছু ধাওয়া করছেন কার্লসেন। যিনি দৌড়ে পিছিয়ে গুকেশের কর্তৃত্ব মেনেও নিয়েছেন। বলেছেন, ''এই ফর্ম্যাটে খুবই ভাল খেলছে। এখনও টুর্নামেন্টে অনেকটা পথ বাকি। যদিও পরপর পাঁচটা ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়!'' সেই সঙ্গে নিজের খামতি মেনে নিয়ে যোগ করেন, ''আমি এই প্রতিযোগিতায় খুব খারাপ খেলেছি। যে কারণে এবার ফল ভুগতে হল!'' এই হার যে অনেকটা আলাদা, আগেরবারের চেয়ে তো বটেই, মেনে নিয়েছেন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভ। কার্লসেনকে সতর্ক করার ঢঙে তিনি বলেন, ''ম্যাগনাসের আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই। তার কারণ নিছক দ্বিতীয় হার নয়, স্মরণীয় পরাজয়ও বটে!'' প্রতিপক্ষকে 'দুর্বল' বলার মাশুলই কি গুনতে হচ্ছে কার্লসেনকে? প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন দুজন। একজন কার্লসেন নিজে। অন্যজন গুকেশ।

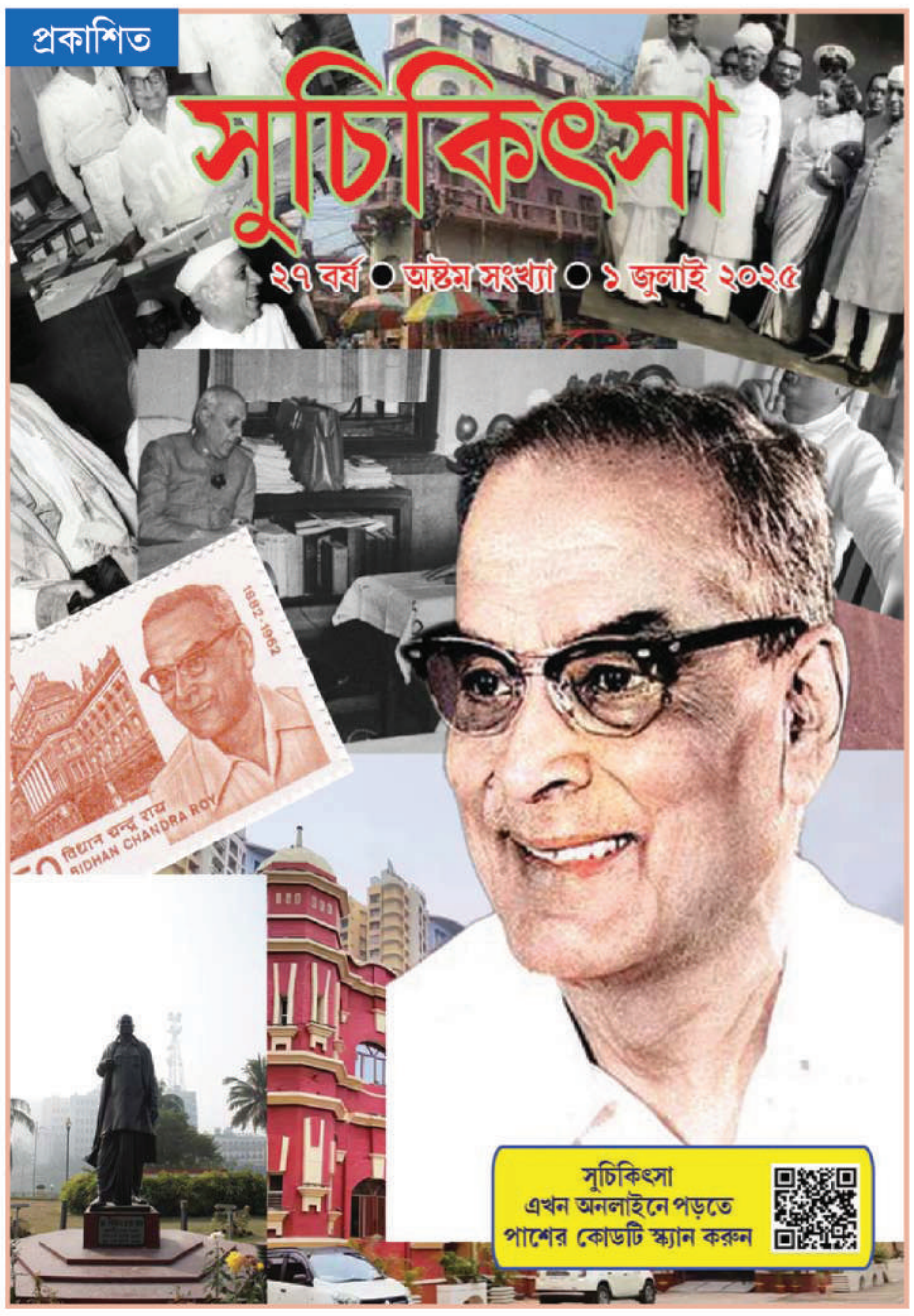

দিয়েগো জোতার ২০ নম্বর জার্সিকে 'অমর' করে রাখবে লিভারপুল

লিভারপুল, ৪ জুলাইঃ সড়ক দুর্ঘটনায় লিভারপুল ও পর্তুগিজ তারকা দিয়েগো জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে ভাসছে ফুটবল-দুনিয়া। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো থেকে লিওনেল মেসিসহ অনেকেই জোতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গতকাল জোতার মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর থেকেই লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডের বাইরে ভিড় জমিয়েছেন ক্লাবটির সমর্থকেরা। ফুল হাতে চোখের জলে নীরবে জোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শোক জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি জোতার মৃত্যুর পর অনেক সমর্থক তাঁর পরা ২০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর দাবিও তুলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক বিবৃতিতে জোতার জার্সি 'অমর' হয়ে থাকবে বলে জানিয়েছে লিভারপুল কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে লিভারপুল কর্তৃপক্ষ লিখেছে, '২০২৪-২৫ মরসুমে লিভারপুলের ২০তম লিগ শিরোপা জয়ে তাঁর অবদানের জন্য নম্বর ২০ নম্বর জার্সিটি যথাযথভাবেই অমর হয়ে থাকবে। এপ্রিলে মার্সিসাইড ডার্বিতে সমর্থকদের সামনে স্বভাবসুলভ হালকা চালে শরীর দুলিয়ে করা জয়সূচক গোলটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ গোল। যা আজও হৃদয় ছুঁয়ে যায়।' গত ৩ এপ্রিল অ্যানফিল্ডে এভারটনের বিপক্ষে

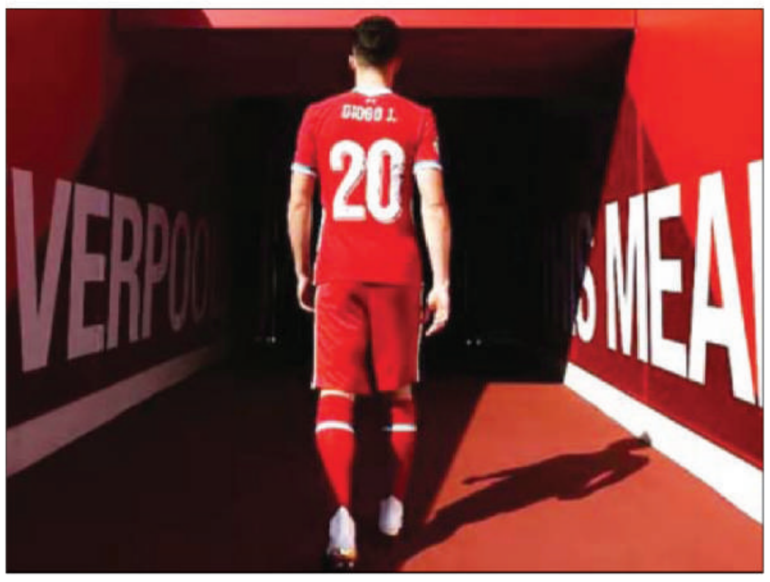

লিভারপুলের ১-০ ব্যবধানের জয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন জোতা। এদিকে লিভারপুলের বিবৃতিতে জোতার জার্সিকে অবসরে পাঠানো এবং ভবিষ্যতে আর কেউ এই জার্সি পরবে কি না-সেটি স্পষ্ট না করলেও ভক্তদের অনেকে ক্লাবের এই বিবৃতিকে জার্সি অবসরে পাঠানোর ঘোষণা হিসেবে দেখছেন। একইভাবে অনেক সংবাদমাধ্যমও 'অমর' করে রাখাকে জার্সি অবসরে পাঠানোর সমার্থক হিসেবে দেখছে। এর আগে ভক্ত-সমর্থকদের অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জোতার পরা ২০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানোর দাবি জানান। ম্যাক্সি নামে একজন ভক্ত এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'ফুটবল এই মুহূর্তে সবচেয়ে অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আমি আশা করি, লিভারপুল ২০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠাবে। মর্মান্তিকভাবে দিয়েগো জোতাকে হারানোর পর অন্য কাউকে এই জার্সি পরতে দেখা সমর্থকদের জন্য খুবই বাজে ব্যাপার হবে।' মিকি জুনিয়র নামে অন্য একজন লিখেছেন, 'দিয়েগো জোতা ২০২০ সালে লিভারপুলে যোগ দিয়েছেন। সে ২০ নম্বর জার্সি পরে খেলত। আর এই মরসুমে লিভারপুল ২০তম শিরোপা জিতেছে এবং আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। ক্লাবের উচিত তাঁর সম্মানে ২০ নম্বর জার্সিকে আজীবনের জন্য অবসরে পাঠানো।' এদিকে জোতার জন্মশহর পর্তুগালের গোন্দোমারের প্রধান গির্জা 'ইগ্রেজা মাতৃজ দে গোন্দোমার'-এ আগামীকাল শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (ভারতীয় সময় বেলা আড়াইটে) তাঁর ও আন্দ্রের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। এরপর স্থানীয় সমাধিস্থলে তাঁদের সমাহিত করা হবে। এর আগে আজ শুক্রবার বিকেলে গির্জার ফিউনারেল চ্যাপেলে জোতা ও আন্দ্রেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com